মে ২০২০ ▪ বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

তুমি হাসলে হাসে বাংলাদেশ

পহেলা মে: মহান শ্রমিক দিবস

রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর পরিবারের ইতিকথা

কাজী নজরুল ইসলাম: সাহিত্যকর্ম ও সম্মাননা

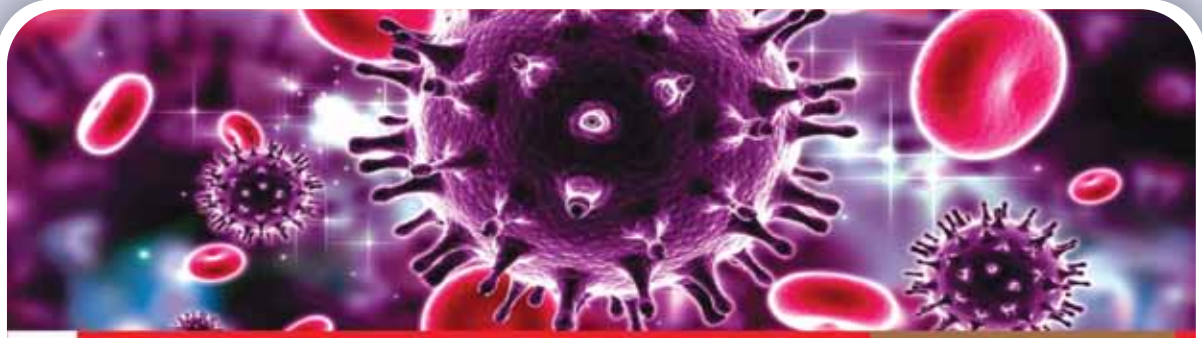

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিরা নিজের, পরিবারের, প্রতিবেশীর বা দেশের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গনিরোধে থাকুন। অন্যথায় এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- হঠ্যাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা হলে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অথবা নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন ; সরকারি তথ্য সেবা নম্বর- ৩৩৩, স্বাস্থ্য বাতায়ন- ১৬২৬৩, আইইডিসিআর- ০১৯৪৪৩৩৩২২২(হান্টিং নম্বর)।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়
২০২০

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

মে ২০২০ ❑ বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭

কর্মরত গার্মেন্টস কর্মী

সম্পাদকীয়

১৭ই মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। ১৯৮১ সালের এই দিনে ছয় বছরের নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে দেশে ফিরে আসেন তিনি। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট সেই ভয়াবহ দিনটিতে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। সেই সময় বিদেশে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। দেশ ও দেশের মানুষের ভালোবাসার টানে দীর্ঘ নির্বাসন শেষে ভারত হয়ে বাংলাদেশে আসেন শেখ হাসিনা। এ নিয়ে রয়েছে প্রবন্ধ।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৯তম জন্মবার্ষিকী ২৫শে বৈশাখ ১৪২৭। রবি ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের দিকপাল। তিনি বাংলাকে বিশ্বদরবারে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি আমাদের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা। এ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর পরিবারের ইতিকথা নিয়ে রয়েছে প্রবন্ধ।

১লা মে, মহান মে দিবস। পৃথিবীর মেহনতি মানুষ ১৮৬৬ সালে দৈনিক ৮ ঘণ্টা শ্রমের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আমেরিকার শিকাগো শহরে 'হে মার্কেট স্কয়ারে' শ্রমিকদের প্রতিবাদ, আন্দোলন এবং বিজয়ের ফলে বিশ্বব্যাপী ১লা মে আন্তর্জাতিক মে দিবস হিসেবে স্বীকৃত হয়।

প্রেম, দ্রোহ ও মানবতার কবি কাজী নজরুল ইসলাম। ১১ই জ্যৈষ্ঠ তাঁর জন্মবার্ষিকী। ১৯৭২ সালে কবি অসুস্থ হলে তাঁকে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়। বিদ্রোহী কবি নজরুল তাঁর শানিত লেখার মাধ্যমে পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতীক হিসেবে পরিণত হন। জাতীয় কবিকে নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ।

এছাড়াও রয়েছে গল্প, কবিতা ও নিয়মিত বিভাগ। আশা করি, সংখ্যাটি সকলেরই ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
মোহাম্মদ আলী সরকার

সম্পাদক
সুফিয়া বেগম
মহাঃ শামসুজ্জামান

কপি রাইটার
মিতা খান

সহ-সম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

অলংকরণ: নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
E-mail : editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা
গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : **সহকারী পরিচালক** (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, ১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
সূচিপত্র
নিবন্ধ/প্রবন্ধ

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ ৪
শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ৭
খালেক বিন জয়েনউদদীন
তুমি হাসলে হাসে বাংলাদেশ ৯
শাফিকুর রাহী
পহেলা মে: আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ১৩
নাজমা ইসলাম
রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর পরিবারের ইতিকথা ১৫
অমিত রেজা
শেখ হাসিনা: সুসময় ও দুঃসময়ের কাণ্ডারি ১৭
আবু সালেহ মোহাম্মদ মুসা
কাজী নজরুল ইসলাম: সাহিত্যকর্ম ও সম্মাননা ১৯
জামিরুল ইসলাম
চা শ্রমিক কল্যাণে বঙ্গবন্ধু ২১
কে সি বি তপু
বাঙালি সংস্কৃতির নবায়ন ২৩
বীরেন মুখার্জী
কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় বিজয়লক্ষ্মী নারী ২৫
ভাস্করেন্দু অর্ণবানন্দ
পরিবার একটি কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ২৭
শামস সাইদ
করোনা বনাম গণসচেতনতা ২৯
ডা. মোহাম্মদ হাসান জাফরী
পরিযায়ী পাখির অভয়াশ্রম বাংলাদেশ ৩১
আবেদ রহমান
নিরাপদ মাতৃত্ব সকল মায়ের অধিকার ৩৩
তানিয়া আক্তার
দেশে দেশে ঈদ উদ্‌যাপন ৩৫
নূর মোহাম্মদ হোসেন
আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস ৩৬
রিয়া আহমেদ
মমতাময়ী মা ৩৭
জুয়েল মোমিন

হাইলাইটস

তামাক থেকে মুক্ত থাকুক তরুণ প্রজন্ম ৩৮
শিহাব শুভ
করোনায় প্রকৃতি ফিরেছে স্বমহিমায় ৩৯
নিয়াজ মোহাম্মদ হোসেন
গল্প
বৈশাখি ধুলো ৪১
ইমরুল কায়েস
কবিতাগুচ্ছ ৪০, ৪৪, ৪৫
মিলি হক, মিয়াজান কবীর, সৈয়দ শাহরিয়ার শাহরিয়ার নূরী, রাবেয়া নূর, দেলওয়ার বিন রশিদ অজন্তাদেব বর্মন, তাপসী নূর, বশিরুজ্জামান বশির প্রজীৎ ঘোষ, রবিউল ইসলাম, মোখলেছা খাতুন মঈনুল হক চৌধুরী, রুস্তম আলী, সুষমা ফাল্গুনী শাহ্ সোহাগ ফকির
বিশেষ প্রতিবেদন
রাষ্ট্রপতি ৪৬
প্রধানমন্ত্রী ৪৬
তথ্যমন্ত্রী ৪৮
জাতীয় ঘটনা ৪৯
আন্তর্জাতিক ৪৯
উন্নয়ন ৫০
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫১
শিক্ষা ৫১
শিল্প-বাণিজ্য ৫২
বিনিয়োগ ৫৩
সামাজিক নিরাপত্তা ৫৩
কৃষি ৫৪
নারী ৫৫
বিদ্যুৎ ৫৫
কর্মসংস্থান ৫৬
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৬
নিরাপদ সড়ক ৫৭
যোগাযোগ ৫৮
স্বাস্থ্যকথা ৫৮
মাদক প্রতিরোধ ৫৯
সংস্কৃতি ৬০
চলচ্চিত্র ৬০
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৬১
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৬২
ক্রীড়া ৬৩
শ্রদ্ধাঞ্জলি: না ফেরার দেশে জাতীয় অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী ৬৪

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। সে সময় বঙ্গবন্ধুকন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছোটো বোন শেখ রেহানাসহ বিদেশে থাকায় বেঁচে যান। দীর্ঘ প্রবাস-জীবন শেষে প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও ১৯৮১ সালের ১৭ই মে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ সব পদক্ষেপের কারণে বিশ্বজুড়ে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। এখন বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। 'শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন' ও 'তুমি হাসলে হাসে বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রবন্ধ দুটি দেখুন যথাক্রমে পৃষ্ঠা–**৭** ও **৯**

পহেলা মে: আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস

পহেলা মে সারা বিশ্বের মেহনতি জনতার কাছে এক মহান দিবস হিসেবে স্বীকৃত। ১৮৮৬ সালের ৪ঠা মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের সামনে দৈনিক ৮ ঘণ্টা কর্মদিবসের জন্যে আন্দোলনরত শ্রমিকদের উপর গুলি চালায় পুলিশ এবং এতে প্রায় ১১ জন শ্রমিক মৃত্যুবরণ করেন। অধিকারের জন্য আত্মত্যাগকারী শ্রমিকদের কথা এবং আন্দোলনের গৌরবময় অধ্যায়কে স্মরণ করে ১৯৮০ সাল থেকে ১লা মে বিশ্বব্যাপী পালন করা হয় 'মে দিবস' বা 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস' হিসেবে। এ বিষয়ে 'পহেলা মে: আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন পৃষ্ঠা–**১৩**

রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর পরিবারের ইতিকথা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *গীতাঞ্জলি* কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯১৩ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। এশিয়ায় তিনিই প্রথম এই নোবেলপ্রাপ্তির গৌরব অর্জন করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ সালের ৭ই মে (১২৫৬ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর অভিজাত ঠাকুর পরিবারে। বিখ্যাত ঠাকুর পরিবার কীভাবে কুশারী থেকে ঠাকুর উপাধিতে ভূষিত হলেন–এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে 'রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর পরিবারের ইতিকথা' শীর্ষক প্রবন্ধে। দেখুন পৃষ্ঠা–**১৫**

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন বিদ্রোহী কবি। তিনি প্রেম ও প্রকৃতিরও কবি। কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি। তিনি দেশে দেশে শোষিত-নির্যাতিত মানুষের মধ্যে শোষণ-নিপীড়ন-বঞ্চনা আর পরাধীনতার বিরুদ্ধে আত্মজাগরণ এবং অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় ছিল তাঁর পদচারণা। 'কাজী নজরুল ইসলাম : সাহিত্যকর্ম ও সম্মাননা' ও 'কাজী নজরুল ইলামের কবিতায় বিজয়লক্ষ্মী নারী' শীর্ষক নিবন্ধ দুটি দেখুন পৃষ্ঠা–**১৯** ও **২৫**

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : রূপা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং, ২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৭১৯৪৭২০

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ই এপ্রিল ২০২০ বাংলা নববর্ষ ১৪২৭ উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন–পিআইডি

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

[১৩ই এপ্রিল ২০২০]

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় দেশবাসী,

আসসালামু আলাইকুম।

১৪২৭ বঙ্গাব্দের নববর্ষের শুভেচ্ছা। দেশে-বিদেশে যে যেখানেই আছেন– সবাইকে জানাই বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা। শুভ নববর্ষ।

বাংলা নববর্ষের প্রাক্কালে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতার প্রতি। স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাকে।

আমি স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের কালরাতে ঘাতকদের হাতে নিহত আমার মা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, তিন ভাই– মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল ও দশ বছরের ছোট্ট শেখ রাসেলকে- কামাল ও জামালের নবপরিণীতা বধূ– সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, আমার চাচা মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসেরসহ সকল শহিদকে।

বাঙালির সর্বজনীন উৎসব বাংলা নববর্ষ। প্রতিটি বাঙালি আনন্দ-উল্লাসের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করে থাকেন এই উৎসব। এ বছর বিশ্বব্যাপী প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের মহামারির কারণে পয়লা বৈশাখের বহিরঙ্গণের সকল অনুষ্ঠানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এটা করা হয়েছে বৃহত্তর জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে। কারণ, ইতোমধ্যেই এই ভাইরাস আমাদের দেশেও ভয়াল থাবা বসাতে শুরু করেছে।

ইতঃপূর্বে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান এবং স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানও জনসমাগম এড়িয়ে রেডিও, টেলিভিশন এবং ডিজিটাল মাধ্যমে সম্প্রচার করা হয়েছে। পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠানও আমরা একইভাবে উদ্‌যাপন করব।

প্রিয় দেশবাসী,

আমরা ঘরে বসেই এবারের নববর্ষের আনন্দ উপভোগ করব। কবিগুরুর কালজয়ী গান 'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো/মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা/অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা' গেয়ে আহ্বান করব নতুন বছরকে। অতীতের সকল জঞ্জাল-গ্লানি ধুয়ে-মুছে আমরা সামনে দৃপ্ত-পায়ে এগিয়ে যাবো; গড়বো আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

করোনা ভাইরাসের যে গভীর আঁধার আমাদের বিশ্বকে গ্রাস করেছে, সে আঁধার ভেদ করে বেরিয়ে আসতে হবে নতুন দিনের সূর্যালোকে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় তাই বলতে চাই:

মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়
আড়ালে তার সূর্য হাসে,
হারা শশীর হারা হাসি
অন্ধকারেই ফিরে আসে।

সমগ্র বাংলাদেশে এবং প্রবাসে বাঙালিরা বাংলা নববর্ষ আনন্দঘন পরিবেশে উদ্‌যাপন করে থাকেন। রাজধানীতে রমনা পার্ক, চারুকলা চত্বর, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানসহ নগরীর নানা স্থান মানুষের ভিড়ে মুখরিত থাকে এদিনটি। গ্রামীণ মেলা, হালখাতাসহ নানা অনুষ্ঠানে গোটা দেশ মেতে উঠে।

এবার সবাইকে অনুরোধ করব কাঁচা আম, জাম, পেয়ারা, তরমুজ-সহ নানা মওসুমি ফল সংগ্রহ করে পরিবারের সবাইকে নিয়ে বাড়িতে বসেই নববর্ষের আনন্দ উপভোগ করুন। আপনারা বিনা কারণে ঘরের বাইরে যাবেন না। অযথা কোথাও ভিড় করবেন না। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করুন, পরিবারের সদস্যদের রক্ষা করুন।

প্রিয় দেশবাসী,

চিকিৎসক, নার্সসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীগণ সম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং মৃত্যু ঝুঁকি উপেক্ষা করে একেবারে সামনের কাতারে থেকে করোনা ভাইরাস-আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসাসেবা দিয়ে যাচ্ছেন। আপনাদের পেশাটাই এ রকম চ্যালেঞ্জের। এই ক্রান্তিকালে মনোবল হারাবেন না। গোটা দেশবাসী আপনাদের পাশে রয়েছে।

আমি দেশবাসীর পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। যেসব সরকারি স্বাস্থ্যকর্মী প্রত্যক্ষভাবে করোনা ভাইরাস রোগীদের নিয়ে কাজ করছেন ইতোমধ্যেই তাঁদের তালিকা তৈরির নির্দেশ দিয়েছি। তাঁদের বিশেষ সম্মানী দেওয়া হবে। এজন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, সশস্ত্র বাহিনী ও বিজিবি সদস্য এবং প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য কর্মচারীর জন্য বিমার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

দায়িত্ব পালনকালে যদি কেউ আক্রান্ত হন, তাহলে পদমর্যাদা অনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য থাকছে ৫ থেকে ১০ লাখ টাকার স্বাস্থ্যবিমা এবং মৃত্যুর ক্ষেত্রে-এর পরিমাণ ৫ গুণ বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্যবিমা ও জীবনবিমা বাবদ বরাদ্দ রাখা হচ্ছে ৭৫০ কোটি টাকা।

সুরক্ষা সরঞ্জামের কোনো ঘাটতি নেই। নিজেকে সুরক্ষিত রেখে স্বাস্থ্যকর্মীগণ সর্বোচ্চ সেবা দিয়ে যাবেন– এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা। একইসঙ্গে সাধারণ রোগীরা যাতে কোনোভাবেই চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত না হন, সেদিকে নজর রাখার জন্য আমি প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে নিয়োজিত পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যবৃন্দ, সরকারি কর্মকর্তা, মিডিয়াকর্মী, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী আনা-নেওয়ার কাজে এবং মৃত ব্যক্তির দাফন ও সৎকারের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীগণসহ জরুরি সেবা কাজে যাঁরা নিয়োজিত রয়েছেন, তাঁদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রিয় দেশবাসী,

করোনা ভাইরাসের কারণে গোটা বিশ্ব আজ অর্থনৈতিক মন্দার সম্মুখীন হতে যাচ্ছে বলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা আভাস দিচ্ছে।

আপনারা জানেন, এই রোগ প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হচ্ছে কোয়ারেন্টিন বা সঙ্গনিরোধ। অর্থাৎ নিজেকে ঘরবন্দি করে রাখা। বিশ্বের ২৫০ কোটিরও বেশি মানুষ আজ ঘরবন্দি। কোথাও লকডাউন, কোথাও গণছুটি আবার কোথাও কারফিউ জারি করে মানুষকে ঘরবন্দি করা হয়েছে।

বাংলাদেশেও ২৫শে মার্চ থেকে ২৫শে এপ্রিল পর্যন্ত একটানা ৩২ দিন সাধারণ ছুটি বলবৎ হয়েছে। জরুরি সেবা কার্যক্রম ছাড়া সবকিছু বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আজ দেশের সিংহভাগ শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং ছোট-খাটো কারখানা বন্ধ।

গণপরিবহণ ও বিমান চলাচল স্থগিত। আমাদের আমদানি-রপ্তানির উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। এই প্রাণঘাতী ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের ফলে বেশিরভাগ দেশে প্রবাসী ভাইবোনেরা কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। স্থবিরতা নেমে এসেছে রেমিটেন্স প্রবাহে।

আমরা বিশ্ব ব্যবস্থার বাইরে নই। বিশ্বের অর্থনৈতিক মন্দার ধাক্কা আমাদের অর্থনীতির জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমরা জানি না, এই সংকট কতদিন থাকবে এবং তা আমাদের অর্থনীতিকে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তবুও সম্ভাব্য অর্থনৈতিক নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমরা ইতোমধ্যে ৯৫ হাজার ৬১৯ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছি। যা জিডিপি'র ৩.৩ শতাংশ।

করোনা ভাইরাসের কারণে অর্থনীতির উপর সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব উত্তরণে আমরা চারটি মূল কার্যক্রম নির্ধারণ করেছি। যা অবিলম্বে অর্থাৎ চলতি অর্থবছরের অবশিষ্ট তিন মাসে, স্বল্পমেয়াদে-আগামী অর্থবছরে এবং মধ্যমেয়াদে-পরবর্তী তিন অর্থবছরে– এই তিন পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হবে। চারটি কার্যক্রম হচ্ছে:

(১) সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করা: সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে 'কর্মসৃজনকেই' প্রাধান্য দেওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ঠা মে ২০২০ করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে দেশব্যাপী চলমান কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রংপুর বিভাগের জেলাসমূহের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন–পিআইডি

(২) আর্থিক সহায়তার প্যাকেজ প্রণয়ন: অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবিত করা, শ্রমিক-কর্মচারীদের কাজে বহাল রাখা এবং উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখাই হলো আর্থিক সহায়তা প্যাকেজের মূল উদ্দেশ্য।

(৩) সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি: দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী জনগণ, দিনমজুর এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণে বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করা হবে।

(৪) মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি করা: অর্থনীতির বিরূপ প্রভাব উত্তরণে মুদ্রা সরবরাহ এমনভাবে বৃদ্ধি করা যেন মুদ্রাস্ফীতি না ঘটে।

বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি করোনা ভাইরাসজনিত কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে:

(১) স্বল্প-আয়ের মানুষদের বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করার

জন্য ৫ লাখ মেট্রিক টন চাল এবং ১ লাখ মেট্রিক টন গম বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মোট মূল্য ২ হাজার ৫০৩ কোটি টাকা।

(২) শহরাঞ্চলে বসবাসরত নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য ওএমএস-এর আওতায় ১০ টাকা কেজি দরে চাউল বিক্রয় কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। আগামী তিন মাসে ৭৪ হাজার মেট্রিক টন চাল এই কার্যক্রমের আওতায় বিতরণ করা হবে। এজন্য ২৫১ কোটি টাকা ভরতুকি প্রদান করতে হবে।

(৩) দিনমজুর, রিকশা বা ভ্যান চালক, মটর শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, পত্রিকার হকার, হোটেল শ্রমিকসহ অন্যান্য পেশার মানুষ যাঁরা দীর্ঘ ছুটি বা আংশিক লকডাউনের ফলে কাজ হারিয়েছেন তাঁদের নামের তালিকা ব্যাংক হিসাবসহ দ্রুত তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই তালিকা প্রণয়ন সম্পন্ন হলে এককালীন নগদ অর্থ সরাসরি তাঁদের ব্যাংক হিসাবে পাঠানো হবে। এ খাতে ৭৬০ কোটি বরাদ্দ করা হয়েছে।

(৪) সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত 'বয়স্ক ভাতা' ও 'বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের জন্য ভাতা' কর্মসূচির আওতা সর্বাধিক দারিদ্র্যপ্রবণ ১০০টি উপজেলায় শতভাগে উন্নীত করা হবে। বাজেটে এর জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ৮১৫ কোটি টাকা।

(৫) জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গৃহীত অন্যতম কার্যক্রম গৃহহীন মানুষদের জন্য গৃহনির্মাণ কর্মসূচি দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে। এ বাবদ সর্বমোট ২ হাজার ১৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে। কেউ গৃহহীন থাকবেন না।

শিল্প খাতে যেসব আর্থিক প্যাকেজ গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের জন্য ৩০ হাজার কোটি টাকা, অতি-ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকা, Export Development Fund সুবিধা বাড়ানোর জন্য ১২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা, Pre-shipment Credit Refinance Scheme- এর আওতায় ৫ হাজার কোটি টাকা এবং রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিশেষ তহবিল বাবদ ৫ হাজার কোটি টাকার ঋণ সুবিধা।

প্রিয় দেশবাসী,

এই দুঃসময়ে আমাদের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা শুধু সচল রাখা নয়, আরও জোরদার করতে হবে। সামনের দিনগুলোতে যাতে কোনোপ্রকার খাদ্য সংকট না হয়, সেজন্য আমাদের একখণ্ড জমিও ফেলে রাখা চলবে না।

এজন্য কৃষি-সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বীজ, সার, কীটনাশকসহ সকল ধরনের কৃষি উপকরণের ঘাটতি যাতে না হয় এবং সময়মতো কৃষকের হাতে পৌঁছে– সে ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি।

কৃষকেরা যাতে উৎপাদিত বোরো ধানের ন্যায্যমূল্য পান সেজন্য চলতি মওসুমে গত বছরের চেয়ে ২ লাখ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ধান ক্রয় করা হবে। এজন্য অতিরিক্ত ৮৬০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

কৃষি খাতে চলতি মূলধন সরবরাহের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করা হচ্ছে। এ তহবিল হতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষিদের কৃষি, মৎস্য, ডেইরি এবং পোল্ট্রি খাতে ৪ শতাংশ সুদহারে ঋণ প্রদান করা হবে। কৃষি ভরতুকি বাবদ বরাদ্দ রাখা হচ্ছে ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা।

করোনা ভাইরাসের মহামারি থেকে আমাদের বাঁচতে হবে। আমরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি। যখন যে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তা নেওয়া হচ্ছে। এ মুহূর্তে আমাদের কোনো খাদ্য সংকট নেই। সরকারি গুদামে যেমন পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার মজুত রয়েছে, তেমনি রয়েছে গৃহস্থদের ঘরে ঘরে।

আল্লাহ্‌র রহমতে গত মওসুমে আমাদের রোপা আমনের বাম্পার ফলন হয়েছে। চলতি মওসুমে বোরো ধানেরও ভালো ফলন হওয়ার পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। খাদ্য ও কৃষি পণ্য সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থা অটুট রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

অনেক সদাশয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান দরিদ্র জনগণের সহায়তায় ত্রাণসামগ্রী বিতরণে এগিয়ে এসেছেন। তবে, এসব ত্রাণসামগ্রী ও সহায়তা বিচ্ছিন্নভাবে না বিলিয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের মাধ্যমে শৃঙ্খলার সঙ্গে বিতরণ করা প্রয়োজন। তা না হলে ভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কা থেকে যাবে। আমি বিত্তবানদের এই সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানাচ্ছি।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকাবস্থায় সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

আপনারা ভয় পাবেন না। ভয় মানুষের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে। কেউ আতঙ্ক ছড়াবেন না। আমাদের সকলকে সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। সরকার সব সময় আপনার পাশে আছে। কিছু কিছু স্বার্থান্বেষী মহল গুজব ছড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। এ সংকটকালে এটা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না। মিডিয়াকর্মীদের প্রতি অনুরোধ দায়িত্বশীলতার সঙ্গে সঠিক তথ্য তুলে ধরে এই মহামারি মোকাবিলা করতে আমাদের সহায়তা করুন।

যে আঁধার আমাদের চারপাশকে ঘিরে ধরেছে, তা একদিন কেটে যাবেই। বৈশাখের রুদ্র রূপ আমাদের সাহসী হতে উদ্বুদ্ধ করে। মাতিয়ে তোলে ধ্বংসের মধ্য থেকে নতুন সৃষ্টির নেশায়। বিদ্রোহী কবির ভাষায় তাই বলতে চাই:

ঐ নূতনের কেতন ওরে কাল-বোশেখীর ঝড়।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন!
আসছে নবীন- জীবন-হারা অ-সুন্দরে করতে ছেদন!

প্রিয় দেশবাসী,

বাঙালি বীরের জাতি। অতীতে নানা দুর্যোগ-দুর্বিপাকে বাঙালি জাতি সাহসের সঙ্গে সেগুলো মোকাবিলা করেছে।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে আমরা বিজয় অর্জন করেছি। বিজয়ী জাতি আমরা। আমরা সম্মিলিতভাবে করোনা ভাইরাসজনিত মহামারিকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবো, ইনশাআল্লাহ্‌।

নতুন বছরে মহান আল্লাহ্‌র কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা, মহামারির এই প্রলয় দ্রুত থেমে যাক। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সবাইকে আবারো নতুন বছরের শুভেচ্ছা। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ আমাদের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

১৭ই মে ১৯৮১ নির্বাসিত জীবন শেষে বাংলাদেশে ফিরে এলেন শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

খালেক বিন জয়েনউদদীন

আমাদের স্মরণ পঞ্জিকায় ১৭ই মে একটি অবিস্মরণীয় দিন। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালের এই দিনে স্বদেশে ফিরে আসেন। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১'র মে পর্যন্ত ছোটো বোন শেখ রেহানাকে নিয়ে বিদেশে ছিলেন তিনি। বিদেশে অবস্থানকালে ঢাকার ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাড়িটিতে ঘটে নারকীয় ঘটনা। দেশি বিভীষণ, বিদেশি ষড়যন্ত্র ও স্বাধীনতাবিরোধী একটি চিহ্নিত চক্রের প্রত্যক্ষ মদদে একদল নরপশু এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটায়। আর ঘটনার পূর্বে থেকে খন্দকার মোশতাক ও পাকিস্তানি গোয়েন্দা শাখায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনা ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের অনুচর জিয়াউর রহমান ইন্ধন জোগায়।

পনেরোই আগস্ট শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা কোথায় ছিলেন? ছিলেন ব্রাসেলস-এ আমাদের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের কবি সানাউল হকের বাসায়। আগস্টের নারকীয় ঘটনা শুনে এই মানুষটি শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাকে বাসা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ঐদিন আমাদের জাতীয় সংসদের প্রাক্তন স্পিকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর পাঠানো গাড়িতে শোকাতুর দুবোন জার্মানিতে ফিরেছিলেন। এরপরে পঁচাত্তর থেকে একাশির ১৭ই মে পর্যন্ত শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার দুঃসহ জীবন। তখন স্বদেশে আসার কথা চিন্তাও করা যেত না। আমাদের চোখের সামনে খুনি খন্দকার মোশতাক ও জিয়ারা অবৈধভাবে রাষ্ট্রপতি বনে যায়। খন্দকার মোশতাক প্রায় তিন মাস ক্ষমতায় ছিল। এরপর জিয়ার সকল পাকিস্তানি কর্মকাণ্ড। যথাক্রমে:

* বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের রেহাই দান।
* পাকিস্তান ধুয়া 'জিন্দাবাদ' প্রবর্তন।
* বাঙালির পরিবর্তে বাংলাদেশি বানানোর বিধান প্রবর্তন।
* সংবিধানের মূল স্তম্ভ পরিবর্তন।
* মুক্তিযুদ্ধের পরিবর্তে স্বাধীনতা যুদ্ধ সংবিধানে ঢোকানো।
* সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার অবলুপ্তি ঘটিয়ে দেশটিকে হাফ পাকিস্তানে পরিণত করা।
* একাত্তরের চরম শত্রু শাহ আজিজকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ।

এভাবেই জিয়া ক্ষমতায় ছিল উনিশ'শ একাশি পর্যন্ত। আর তার দাপটে তখন বাংলার আকাশে ঘনকালো কৃষ্ণ মেঘেরা এসে অবস্থান নেয়। জিয়া স্বাধীনতার স্বপক্ষ তথা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে চালায় স্টিমরোলার। বঙ্গবন্ধু শব্দটি ছিল নিষিদ্ধ। একসময় এই মানুষটি সেনানিবাসে বসেই দল গঠন করে রাজনীতি করে। ক্ষমতায় থাকার জন্য হত্যা-ক্যুর আশ্রয় নেয়। বিনাশ করে মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়ক খালেদ মোশাররফ ও তাহেরদের মতো শত শত বীর সৈনিকদের। অপশাসন, সেনাভীতি, নিপীড়ন ও আওয়ামী লীগের সমর্থকদের নিধন ছিল তার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

এমনই এক পরিবেশে শেখ হাসিনাকে স্বদেশ ফিরতে হয়। তখন তিনি সর্বহারা। শোক ও বেদনায় মূর্তিমান এক অবয়ব। প্রবাসে বসেই তিনি এ হত্যাকাণ্ডের কথা জানতে পেরেছিলেন।

শেখ হাসিনা সকল ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে নির্যাতিত-নিপীড়িত বাঙালি জনগণের ভাত ও ভোটের অধিকার এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়

স্বদেশে ফিরে শেখ হাসিনা দেশবাসীকে অভিবাদন জানান

শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রথম মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন

দৃঢ়সংকল্প নিলেন এবং বাংলার আকাশের ঘনকালো মেঘ তাড়াতে বাংলাদেশে এলেন সতেরোই মে উনিশ'শ একাশিতে। বিমানবন্দর থেকে সরাসরি গেলেন মানিক মিয়া এভিনিউতে। সেখানে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়ার লক্ষ্যে আয়োজন করা হয়েছিল একটি অনুষ্ঠানের। বলে রাখা প্রয়োজন, তিনি ভারতে অবস্থানকালে দলীয় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এসময় তিনি মিত্রমাতা ইন্দিরা গান্ধীর সহায়তা লাভ করেছিলেন। ভারত তাঁকে একাত্তরের মতো আশ্রয় দিয়েছিল সেই দুঃসময়ে।

সতেরোই মে ছিল শেখ হাসিনা ও স্বাধীনতা বিশ্বাসী মানুষটার কান্না ঝড়ানো দিন। সেদিন আকাশে কালো মেঘেরা উধাও হয়েছিল। আর শ্বেতমেঘ অঝোরে কেঁদেছিল আকাশ ভেঙে। লক্ষ লক্ষ মানুষ শেখ পরিবার, আত্মীয়স্বজন হারানোর বেদনায় শুধুই কেঁদেছিল। সেদিন শেখ হাসিনা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেছিলেন: আমার চাওয়া–পাওয়ার কিছুই নেই এবং হারাবারও কিছুই নেই। আমি মানুষের জন্য উৎসর্গ করেছি জীবন। আমি মানুষের কল্যাণ চাই। হ্যাঁ, সেদিন মিটিং শেষে শেখ হাসিনা পিতৃগৃহে ফিরে যেতে পারেননি জিয়ার নির্দেশে। এরপর চলে শেখ হাসিনার সংগ্রাম, লড়াই ও গণতন্ত্র উদ্ধারের জন্য অবিনাশী আন্দোলন। এ আন্দোলনে তাঁকে বারবার মৃত্যুমুখে পড়তে হয়েছে। বিধাতার অসীম কৃপায় আজও তিনি বেঁচে আছেন।

আমরা তো এখন বুক ফুলিয়ে বলতে পারি বাংলাদেশের গত ২৫ বছরের সকল অর্জনের মূল চালিকাশক্তি শেখ হাসিনা। মূল সংবিধানে ফিরে যাওয়া, বঙ্গবন্ধুর খুনি, একাত্তরের খুনির বিচার, পার্বত্য শান্তিচুক্তি, ছিটমহল সমস্যার নিষ্পত্তি, সমুদ্র বিজয়, মাতৃভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, স্বাধীনতা স্মারক স্থাপন, পদ্মা সেতু নির্মাণ, রোহিঙ্গাদের আশ্রয়, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া, মহাশূন্যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট প্রেরণ এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে দেশের সকল অবকাঠামো উন্নয়ন এবং কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মৌলিক চাহিদা পূরণে তাঁর দিক-নির্দেশনা বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে চলেছে। শেখ হাসিনা স্বদেশে ফিরে না আসলে আমাদের কোনো স্বপ্নই সফল হতো না। তাঁর অভিযাত্রা এখনো শেষ হয়নি। করোনা পরিবেশে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে ঘরের মধ্যে থেকেও তিনি গোটা দেশের জনগণের সঙ্গে কথা বলেন। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। দেশের মানুষের কথা চিন্তা করে পিতার জন্মশতবর্ষ পালনের কর্মসূচিও বাদ দিতে দ্বিধাবোধ করেনি। মমতাময়ী শেখ হাসিনা বৈশ্বিক করোনা ও ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য রাজকোষ খুলে দিয়েছেন অকাতরে। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নীতি ও আদর্শ ধারণ করেন। গোটা বিশ্বে এখন বাংলাদেশের শক্ত অবস্থান। তাঁর নেতৃত্বের কোনো বিকল্প নেই।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

তুমি হাসলে হাসে বাংলাদেশ

শাফিকুর রাহী

কবির ভাষায়–

একজনমে এত কান্না কে সয়েছে অমন করে ধ্যানমগ্ন তপস্যাতে;
এত দুঃখ-শোকপাথারে আগুন-জলে কে ভেসেছে অনিশ্চিত অন্ধকারে!
কার সে গভীর দীর্ঘদুঃখের শোকানলে মাটি মানুষ আকাশ কাঁদে বারোমাসই!
স্বজনহারার সন্তাপে যে থমকে দাঁড়ায় সপ্তসায়র, কে সে তিনি; কি নাম তাহার;
মানবতার পরম আপন কল্যাণীয়া-সারাটাকাল পিতার মহান আদর্শেতে
যার মানবিক মনোলোকে ভালোবাসার অমরগীতি বাজতে থাকে বিশ্বজয়ের।
দিন বদলের অভিযানে ভয়কে জয়ের দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে জানান দিলেন
দুখিজনের মলিন মুখে গোলাপ হাসি ফোটার আশায় প্রাণের ভাষায় লড়বো আমি
জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে যে বিশ্বসভায় উদ্যতশির বীরগরিমায়
দুঃসাহসী উচ্চারণে বিশ্ববিবেক বিস্মিত হয় মানবতার গভীর গানে।

তিনি বীরত্বেরই গর্বগাথায় ইস্পাত কঠিন অঙ্গীকারে জগজ্জয়ী আলোকধারায় জানান দিলেন– আমি আমার পিতা-হত্যার বিচার করব, দেশদ্রোহী যুদ্ধাপরাধী কোনো জঙ্গি সন্ত্রাসীর স্থান হবে না বঙ্গবন্ধুর বাংলায়। এসব বীরদীপ্ত দুঃসাহসী উচ্চারণে জনমানুষকে জাগ্রত করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর মহান আদর্শ আর বাঙালির হারানো অধিকার পুনরুদ্ধারের তীব্র তাগিদে। যিনি চাওয়া-পাওয়ার মাঝে যা হারাবার সবই হারিয়েছেন, যা ভাষায় বর্ণনা করা নির্মম ও বেদনাবিধুর। আর পেয়েছেন বাংলার জনগণের পরম ভালোবাসা, শ্রদ্ধা। আত্মবিশ্বাস, উদ্দীপনা ও প্রেরণার উৎস খুঁজে পান তিনি কোটিকণ্ঠে 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু' শব্দ উচ্চারণের দিগন্ত কাঁপানো প্রতিধ্বনিতে।

তিনি হলেন বাংলাদেশের পরম আপন দেশরত্ন শেখ হাসিনা। যাঁর মেধা-প্রজ্ঞায় বীরবাঙালি ফিরে পায় তার আপন পরিচয়, হারানোর অধিকার। বঙ্গবন্ধুর মহান আদর্শ আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দুঃসাহসী আন্দোলন সংগ্রাম করতে গিয়ে বারবার তিনি মৃত্যুর সঙ্গে আলিঙ্গন করেও ছিলেন আপোশহীন, দেশের শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে গাইলেন বীর বাঙালির মহামুক্তির গান। তিনি ছোটোবেলা থেকে তাঁর নৈতিক আদর্শ নীতি পিতার মহানুভবতায় আদর স্নেহের মধ্য দিয়ে মেধা আর মননে ধারণ করেছিলেন। এ যাবৎকালে তিনি মানবকল্যাণের সকল উদ্যোগে শতভাগ সফলতার গৌরব অর্জন করেছেন, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত।

মানবতার মহামুক্তির সুর ও সংগীতের স্বপ্নসাধনায় তিনি বেড়ে ওঠেন অনন্ত এক উদার আকাশে চাঁদ-তারার লুকোচুরির খেলায় মুগ্ধ নয়নে। শান্তি আর সম্প্রীতির মানসমাঠে ভালোবাসার শ্বেত-পায়রার মনমাতানো গুঞ্জরন, দোয়েল শিসে জেগে ওঠার মানবীয় ভোরের শীতল বাতাসে তাঁর বেড়ে ওঠার রূপকথা। শিশিরের লুটোপুটি খেলায় সবুজ ঘাসের ডগায় প্রজাপতির নৃত্যে, বউ কথা কও কুটুম পাখির সুরেলা আবাহনে সেই লোকালয় প্রকৃতিও অজানা আনন্দে নেচে ওঠে। এমন এক মনোরম পল্লির কাজল মাটির গাঁয়ে শরতের শুভ্র সকালে জন্মেছিলেন ১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে– ঘাঘর বাইগার আর মধুমতির মোহনায়- শ্যামল কোমল শস্যশোভিত স্বর্ণভূমিতে বীর বাঙালির প্রাণপুরুষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম সন্তান শেখ হাসিনা। যে জনপদে সূর্য ডুবে পাখপাখালির কিচিরমিচির সুর-মেদুরতায়। পাখির গানে সূর্য জাগে। বাংলা মায়ের অমন চিত্রকল্পে মোড়ানো পল্লিগাঁয়ের সুনাম রয়েছে বিশ্বজুড়ে। সে মনোরম আলো-আঁধারের খেলাঘরে বেড়ে উঠেছিলেন বিশ্বমানবতার স্বপ্নসারথি শেখ হাসিনা। ব্যক্তিজীবনে যাঁকে মানবতার লড়াই সংগ্রাম করতে গিয়ে শত বাধার আঁধার অতিক্রম করতে হয়েছে। তাই তিনি মহৎপ্রাণ মহীয়সী, মানবতার মাতা, দেশরত্ন শেখ হাসিনা।

সে শ্যামলিমায় মুক্ত আলো-বাতাসে নিঃসর্গমণ্ডিত সুজলা-সুফলা কাদামাটির ছায়া সুনিবিড় শান্ত প্রকৃতির কোলে মমতাময়ী মায়ের আদরে বাবার প্রাণভরা সোহাগে যিনি বেড়ে ওঠেছিলেন, আজ তিনি বিশ্বমানবতার মুক্তির মহান নেতার সুখ্যাতি অর্জন করে বাঙালি জাতিরাষ্ট্রকে করেছেন গর্বিত তাঁর আলোকোজ্জ্বল অনন্য অবদানের মধ্য দিয়ে। শত প্রতিকূলতা আর প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে জাতীয় বীরের মর্যাদার আসন অলংকৃত করেছেন গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণের ভেতর দিয়ে। সৌভাগ্যমণ্ডিত ললাটে বাঙালির হারানো অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার অদমনীয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্বনেতার সোনালি তিলক অঙ্কিত। যাঁর প্রাণের সকল আপনহারার বুকভাঙা রোদনে কম্পমান তৃতীয় আকাশ। যিনি হাজারো আশা-নিরাশার অতল গহ্বরে আজো খুঁজে ফিরেন মমতাময়ী আম্মা-আব্বার অপরিসীম স্নেহের পরম পরশ। আর ছোটো ভাইদের অমলিন ভালোবাসা-শ্রদ্ধার অবর্ণনীয় শব্দকলায় মাতম করেন নীরবে-নিভৃতে নিঃশব্দরোদনে। যাঁর মাতৃ-পিতৃহীন নিদারুণ মনোকষ্টের আহাজারিতে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত চাঁদের ডানা ভেঙে খান খান হয়ে যায়।

যাঁর বেদনাবিধুর বিলাপ ধ্বনিতে সমুদ্র শুকিয়ে চৌচির হয়ে যায়– পাথর পাহাড় গলে দরিয়ার ঢেউয়ে শোকের সাম্পান ভাসে অনলসমুদ্রে। অমন সীমাহীন শোক যাতনায় প্রাণের আপনকে খুঁজে

ফিরেন এদেশের কৃষক-শ্রমিক হতদরিদ্র লাখো লাখো মেহনতি মানুষের মুক্তির মিছিলে। তিনি হলেন জাতির পিতার উত্তম উত্তরাধিকার, রাষ্ট্রনায়ক, দেশরত্ন, গণমানুষের আপন ঠিকানা শেখ হাসিনা। তাঁর জন্মে শুধু বাংলাদেশই ধন্য হয়নি; সমগ্র বিশ্ববাসী আজ গর্ববোধ করে জনদরদি নেতা শেখ হাসিনার সততা ও সত্য-সঠিক উচ্চারণ এবং আদর্শিক অবিস্মরণীয় কর্মকাণ্ডের সফল অভিযানে। বাঙালি জাতির ঘোর অন্ধকারে পতনের ধ্বংসস্তূপে মানুষ জীবনমরণের দুঃসহ দুর্বিপাকে যখন নিরুপায়, তখন ভয়াবহ বিভীষিকাময় বীভৎস উল্লাসে মেতে ওঠে সহস্র গণদুশমন আদিম বর্বরতায় যে তল্লাটে মাটি ও মানুষ চরম নিরাপত্তাহীন– নারী শিশুর হাহাকারে বাতাসও ভারি হয়ে উঠে। এমন জঘন্য প্রাণবিনাশে মানবতার শত্রু খুনিরা রক্তপিপাসায় হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যেতে লাগলো বঙ্গবন্ধুর মহান আদর্শের বীর সন্তান, মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের সামরিক অফিসারদের। বঙ্গবন্ধুর প্রাণের বাংলা রক্তাক্ত হয় প্রতিনিয়ত। জাতির পিতার খুনে ক্ষত-বিক্ষত স্বদেশের মানচিত্র।

সে মৃত্যুর ভয়াল উপত্যকায় দীর্ঘ নির্বাসনের পর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে ফিরে এলেন প্রাণপ্রিয় জন্মভূমি জাতির পিতার অমর ত্যাগে অর্জিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে। যে প্রিয় স্বদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহিদ হয়েছিল এবং দুই লক্ষেরও অধিক মা-বোন সম্ভ্রমহারা হয়েছিল, সে লাখো মানুষের রক্তেভেজা পবিত্রভূমিতে ফিরে এসেও বঙ্গবন্ধুকন্যাকে নিরাপত্তাহীনতায় দিনাতিপাত করতে হয়েছে অরক্ষিত শ্যামল উদ্যানে। মৃত্যুর ভয়াল থাবা, সংঘাত, সংঘর্ষ তাঁকে বিন্দুমাত্র দমাতে পারেনি। তিনি পথ চলেন আপন মহিমায়, বীরবিক্রমে। যাঁর ভাগ্যললাটে সৌভাগ্যের পরশ পাথর খচিত, তিনি আমাদের বীরবিপ্লবী বঙ্গবন্ধুর উত্তরাধিকার। আমরা তাঁর পক্ষে থাকার বীরযোদ্ধা, তিনি আমাদের প্রিয়নেতা শেখ হাসিনা। এত অবক্ষয় পতনের ঘোর অন্ধকারেও তিনি হাসলে হাসে বাংলাদেশ জগজ্জয়ী ঔজ্জ্বল্যে।

দেশরত্ন শেখ হাসিনা একজন সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব। যার রচিত গ্রন্থ সংখ্যাও ৩০-এর অধিক। সমসাময়িক বিষয় ও রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক কিংবা স্বৈরাচারবিরোধী নানামাত্রিক লেখনীর মাধ্যমে তিনি মূলত মাটি ও মানুষের মুক্তির পথকে সুগম করেছেন সুচিন্তিত মননশীল ভাবনার ভেতর দিয়ে। তিনি বীর বাঙালির গর্বিত সব অর্জন, ইতিহাস-ঐতিহ্য সুরক্ষার মহান বন্ধু, যাঁর ধ্যানমগ্ন মুক্তমানসে বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের উত্থান ও পতনের বেদনাবিধুর গভীর গল্প লুকিয়ে আছে, তা আমাদের আবিষ্কারেরও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে– সংরক্ষণ ও সঠিকভাবে বিকশিত করার লক্ষ্যে। তিনি এ যাবৎ প্রায় তিনটি স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন সংগ্রাম করতে গিয়ে মৃত্যুর ভয়াল থাবা থেকে রক্ষা পেয়েছেন সৃষ্টিকর্তার অসীম রহমতে। আজ অনেকেই বলা শুরু করেছেন যে, তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। আমাদের ভাবতে ভীষণ ভালোলাগে যে তিনি অনেক আগেই ঘোষণা দিয়েছেন, অবসরের পর তাঁর জন্মগ্রামে সময় কাটাবেন সবুজ বৃক্ষঘেরা পাখির সুরেলা সংগীতের মনোরম পরিবেশে।

তিনি প্রায় বলে থাকেন যে, সামান্য ক্ষণিকের এ জামানায় এসে কোনো অকারণ ঝগড়া-ফ্যাসাদ করবেন না। আসুন আমরা সবাই মিলে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আগামী প্রজন্মের জন্য সুন্দর দেশ বিনির্মাণ করে যাই। তিনি এ বিষয়টি মাথায় রেখেই আগামী ১০০ বছরের বাংলাদেশের এক অবিস্মরণীয় রূপরেখা প্রণয়নের মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসীকে জানান দিতে চান যে, বীর বাঙালি আর কখনো পিছিয়ে পড়াদের কাতারে থাকতে চায় না। যা তৃতীয় বিশ্বের অনুকরণীয়ও বটে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে তাঁর বলিষ্ঠ সব পদক্ষেপের কারণে বিশ্বজুড়ে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ায় বাঙালি জাতি আজ গৌরবান্বিত। তিনি যে শুভবাদের মশাল জ্বালিয়ে দিয়েছেন তার সফল সমাধান অবশ্যই তাঁর হাতেই সম্ভব। যার অনেক আলামত ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, যেমন 'বিশ্ব বিনিয়োগের চোখ এখন বাংলাদেশে'। বাংলাদেশে বিশ্বের বিভিন্ন ব্র্যান্ড কোম্পানিগুলো কারখানা গড়তে সম্মতি প্রদান করেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সম্মেলন কক্ষে Inter-Press Service UN প্রদত্ত ইন্টারন্যাশনাল এচিভম্যান্ট অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন–পিআইডি

যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস, সৌদি আরব ও মালয়েশিয়াসহ অন্যান্য দেশগুলো বড়ো বিনিয়োগে আগ্রহী। কারণ এই দেশগুলোর বিনিয়োগকারীরা দেখছেন বাংলাদেশ এখন বিনিয়োগের আকর্ষণীয় স্থান। প্রায় ১৬ কোটি জনসংখ্যার দেশটির মানুষের মাথাপিছু আয় বাড়ছে। ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে জিডিপি। রপ্তানি, রেমিটেন্স সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকগুলোতেও রয়েছে ইতিবাচক প্রভাব। এছাড়া ব্যবসা ও বিনিয়োগের আগে যেসব বাধা ছিল, সেগুলো সহজ করার বিষয়ে কাজ করছে সরকার। বিশ্বব্যাংকের ইজ অব ডুয়িং বিজনেস সূচকেও বাংলাদেশের বড়ো ধরনের অগ্রগতি হয়েছে। এসব কারণে বিনিয়োগকারী দেশগুলোর নজর এখন বাংলাদেশে।

চীন, ভারত এবং দক্ষিণ এশিয়া এই তিনটি বৃহৎ অঞ্চলের মাঝখানে বাংলাদেশের অবস্থান। যার প্রায় ১৬ কোটির মতো একটি বিশাল জনগোষ্ঠী রয়েছে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারের দ্রুত বিকাশ ঘটছে। বিদেশি এক বিনিয়োগকারী বলেন, বাংলাদেশ

এখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সুযোগের মুখোমুখি রয়েছে। দেশটির জিডিপি প্রবৃদ্ধি ভিয়েতনাম এবং কম্বোডিয়ার চেয়েও বেশি। শুধু তাই নয়, এটি পার্শ্ববর্তী মিয়ানমারের চেয়ে প্রায় ৪ গুণ বেশি। আরেক বিদেশি বিনিয়োগকারী বলেন, ধারাবাহিকভাবে উচ্চ প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশের নিম্নবিত্তকে মধ্যবিত্তে উন্নীত করছে এবং এই প্রবৃদ্ধি কখনো কমছে না। অনেকেই এটিকে 'মিরাকল' বলতে পারেন। তবে আমি মনে করি, এটি হচ্ছে ভবিষ্যৎ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নীতি নির্ধারণ এবং সম্পাদনের অংশীদারিত্ব– যেটি এ দেশের মানুষ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার গত দশ বা বারো বছর ধরে চলমান রেখেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে এপ্রিল ২০১৮ সিডনির আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'গ্লোবাল উইমেন সামিট'-এর প্রেসিডেন্ট Irene Natividad-এর কাছ থেকে গ্লোবাল উইমেন্স লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন–পিআইডি

শুধু যে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ, জ্বালানি, সার কারখানার মতো বড়ো বড়ো খাতগুলোতে বিনিয়োগের প্রস্তাব আসছে তা নয়, স্বাস্থ্য, আবাসনের মতো সেবা খাতে বিনিয়োগেও সম্পৃক্ত হচ্ছে চীন, জাপান, কোরিয়া, থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগকারীরা। এরই মধ্যে ঢাকায় চাকরিজীবীদের কমমূল্যে আবাসনের সুযোগ করে দিয়েছে চাইনিজ একটি কোম্পানি। জাপানি ফোর বিলিয়ন হেলথ কোম্পানি লিমিটেড 'মাই সেবা' নামে রাজধানীতে চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম শুরু করেছে, যারা জাপানি প্রযুক্তিতে স্বল্পমূল্যে বডি চেকআপসহ নানা ধরনের স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতেও বিনিয়োগে এগিয়ে আসছে বিশ্বের শীর্ষ ব্র্যান্ড কোম্পানিগুলো। দক্ষিণ কোরিয়ার স্যামসাং গ্লোবাল হ্যান্ডসেট কোম্পানি বাংলাদেশে মোবাইল তৈরির কারখানা স্থাপন করেছে। স্যামসাং ফোনের এদেশীয় পরিবেশক ফেয়ার ইলেকট্রনিক্স নরসিংদীতে একটি মোবাইল সংযোজন কারখানা স্থাপন করেছে। স্যামসাং বাংলাদেশ ফ্ল্যাগশিপ ডিভাইস বাদে অন্যান্য সব সিরিজের হ্যান্ডসেট সংযোজন করছে বাংলাদেশে তাদের নিজস্ব কারখানা থেকে।

এরই মধ্যে বিশ্বখ্যাত গাড়ি নির্মাণকারী জাপানি কোম্পানি হোন্ডা বাংলাদেশে কারখানা স্থাপন করে মোটরসাইকেল নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করেছে। দেশে হোন্ডা বাংলাদেশ লিমিটেড (বিএইচএল) নামে যৌথ উদ্যোগে কোম্পানি খুলেছে তারা। এর অংশীদার সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)। এশিয়ার অন্যতম শিল্পোন্নত দেশ দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশে বড়ো বিনিয়োগ নিয়ে আসতে চাইছে।

কমনওয়েলথ, মানবাধিকার কাউন্সিল, ইউনিসেফ, ইউনেস্কো এপিজিসহ বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক ফোরামে বাংলাদেশের নেতৃত্ব বাড়ছে। একাধিক ফোরামে বাংলাদেশ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করছে। অনেক ফোরামের শক্তিশালী কার্যনির্বাহী কমিটিতে চালকের আসনে আছে বাংলাদেশ। এর মধ্যে আছে কমনওয়েলথ, মানবাধিকার কাউন্সিল, ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত, ইউএনউইমেন, ওপিসিডব্লিউ, আরসিজি, এপিজি, ইন্ডিয়ান ওশান রিম অ্যাসোসিয়েশনসহ অন্যান্য সংস্থা। উন্নয়নশীল দেশসমূহের স্বার্থ সংরক্ষণে ও জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এসব সংস্থাকে কাজে লাগানোর সুযোগ এসেছে বাংলাদেশের সামনে। এর মধ্যে মানবাধিকার সুরক্ষা ও মুদ্রা পাচার প্রতিরোধের মতো ফোরাম যেমন আছে, তেমন আছে নারীর ক্ষমতায়ন ও দূষণ প্রতিরোধের মতো ফোরাম।

রাসায়নিক অস্ত্রনিরোধ সনদ কার্যকরের লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯৭ সালে যাত্রা করে আন্তর্জাতিক সংস্থা অর্গানাইজেশন ফর দ্য প্রোহিবিশন অব কেমিক্যাল উইপন্স (ওপিসিডব্লিউ)। নেদারল্যান্ডসের হেগভিত্তিক সংস্থাটিতে সদস্য দেশ বর্তমানে ১৮৯টি। দুই বছর ধরে ওপিসিডব্লিউর নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান বাংলাদেশ। এ সংস্থার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়াটা কূটনীতির ক্ষেত্রে বড়ো অর্জন। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোয় জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা সমন্বয়কারী সংস্থার (ইউএনওসিএইচএ) উদ্যোগে সিভিল মিলিটারি সমন্বয়ে বড়ো ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলা ও মানবিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো প্ল্যাটফরম রিজিওনাল কনসালটেটিভ গ্রুপ (আরসিজি)। এর মাধ্যমে বড়ো ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলায় আন্তঃদেশীয় সিভিল-মিলিটারি সমন্বয় জোরদার ও অপারেশনাল প্ল্যান তৈরি করা হয়। বাংলাদেশ এখন আরসিজি চেয়ারম্যান। অন্যদিকে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড নির্ধারণকারী সংস্থা ফাইন্যানশিয়াল অ্যাকশন ট্রাস্ক ফোর্সের (এফএটিএফ) এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের আঞ্চলিক সংস্থা এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানি লন্ডারিং (এপিজি)। বাংলাদেশ এই গ্রুপের কো-চেয়ার। এপিজির স্থায়ী কো-চেয়ার অস্ট্রেলিয়ার পাশাপাশি ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত বাংলাদেশ এ দায়িত্বে থাকবে। একইসঙ্গে ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত এপিজির স্টিয়ারিং গ্রুপের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে বাংলাদেশ।

জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের (ইউএনএইচআরসি) সদস্য হিসেবে তিন বছর মেয়াদে দায়িত্ব পালন করছে বাংলাদেশ। গত বছরের অক্টোবরে মানবাধিকার কাউন্সিলে আরও ১৬টি সদস্য দেশের সঙ্গে নির্বাচিত হয় বাংলাদেশ। জাতিসংঘের সদস্য ১৯৩টি দেশের ভোটের মধ্যে ১৭৮টি পায় বাংলাদেশ। জানুয়ারিতে নতুন মেয়াদের দায়িত্ব শুরু হয়। মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য হয়ে ২০২১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ দায়িত্ব পালন করবে। অবশ্য এর আগে বাংলাদেশ তিনবার (২০০৯-২০১২, ২০১৫-২০১৭ ও ২০১৯-২০২১) এ সদস্য পদে বিজয়ী হয়েছিল। ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল জাতিসংঘের ১৯৩ সদস্য দেশ থেকে ৪৭টি দেশ নিয়ে এ কাউন্সিল গঠিত হয়। এসব দেশ নির্বাচনের মাধ্যমে কাউন্সিলের সদস্য হয়। এছাড়া জাতিসংঘ

পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ চলছে

অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের (ইকোসক) সহযোগী সংস্থায় চার বছর মেয়াদে বাংলাদেশ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করছে। ২০২২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থাকবে এ দায়িত্বে।

কমিশন অন দ্য স্ট্যাটাস অব উইমেনের (সিএসডব্লিউ) সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ নির্বাচিত হয়েছে এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে। জাতিসংঘ শিশু বিষয়ক সংস্থার ইউনিসেফের তহবিল পরিচালনায় ১৪ সদস্যের পরিষদের অন্যতম নির্বাচিত প্রতিনিধি বাংলাদেশ। এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে নির্বাচিত বাংলাদেশ ২০১৯ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত এ পরিষদে থাকবে। জাতিসংঘের নারী বিষয়ক বিশ্ব সংস্থা ইউএনউইমেনের ১৭ সদস্যের পরিচালনা পরিষদেরও তিন বছর মেয়াদে নির্বাচিত সদস্য বাংলাদেশ। ২০১৯ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ এ দায়িত্বে থাকবে। ইউনিসেফ ও ইউএনউইমেনের পরিচালনা পরিষদের সদস্য হওয়ায় বাংলাদেশ তিন বছর সক্রিয়ভাবে সংস্থা দুটির কার্যাবলি, অর্থসংস্থান ও এর যথাযথ ব্যবহারে ভূমিকা রাখতে পারবে। বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশসমূহের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং এজেন্ডা-২০৩০-এর বাস্তবায়নেও সংস্থা দুটিকে আরও ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারবে।

বিশ্বে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রসার এবং উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য কাজ করে জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থা ইউনেস্কো। এর নির্বাহী পরিষদে নির্বাচিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে বাংলাদেশ। ২০১৭ সালে শুরু হওয়া এই মেয়াদ শেষ হবে ২০২১ সালে। বিশ্বের অন্যতম জোট কমনওয়েলথের নির্বাহী কমিটিতে নির্বাচিত সদস্য হিসেবে কাজ করছে বাংলাদেশ। দুই বছর মেয়াদের এ দায়িত্ব শুরু হয়েছে ২০১৮ সালের জুলাইয়ে। ২০২০ সালের জুলাই পর্যন্ত কমনওয়েলথের ১৬ সদস্যের সর্বোচ্চ কমিটির অংশ হয়ে থাকবে বাংলাদেশ। ৫৩ সদস্যের এই জোটের সিদ্ধান্ত, প্রস্তাব ও কর্মসূচি কী হবে তা এই নির্বাহী কমিটিই নির্ধারণ করে। পরে সেগুলো পাস করা হয় কমনওয়েলথের গভর্নিং বডিতে। সমুদ্র অর্থনীতি বিষয়ক ইন্ডিয়ান ওশান রিম অ্যাসোসিয়েশনের (আইওআরএ) ভাইস চেয়ারম্যান বাংলাদেশ। গত বছরের জুলাইয়ে ২০১৯-২০২১ মেয়াদের এ দায়িত্ব পায় বাংলাদেশ। এরপর ২০২১-২০২৩ মেয়াদে বাংলাদেশ এ সংস্থার চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করবে। বাংলাদেশ গত বছর ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) ব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত হয়েছে।

আইসিসির সদস্য রাষ্ট্র ১২৩টি, তাদের সর্বসম্মতিক্রমে দুই বছরের (২০১৯-২০২০) জন্য ব্যুরো সদস্য হয় বাংলাদেশ। ২০১০ সালে আইসিসির সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে যোগদানের পর এই প্রথম বাংলাদেশ ব্যুরোর সদস্য হিসেবে কাজ করতে যাচ্ছে। ২১টি রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত ব্যুরো আইসিসির শীর্ষ পরামর্শক পরিষদ হিসেবে পরিগণিত। সাধারণত ব্যুরো আইসিসির বাজেট চূড়ান্তকরণ, বিচারক, প্রসিকিউটর, ডেপুটি প্রসিকিউটর নির্বাচন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জানতে চাইলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আবদুল মোমেন বলেন, তিনি জাতিসংঘে প্রায় সাড়ে ছয় বছর স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি বলেন, শুধু নিজের সময়ের কথা যদি বলি, প্রায় ৫২টি নির্বাচনে অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ, যার একটিতেও হারেনি। এর কারণ হচ্ছে, বাংলাদেশ সবার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখেছে, কারও সঙ্গেই শত্রুভাবাপন্ন কিছু করেনি। তিনি বলেন, এসব নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের যে প্রতিশ্রুতি ছিল, দায়িত্বের পাশাপাশি সেগুলোও রক্ষা করেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল এই দেশ বিশ্ববাসীর জন্য শান্তির দ্বীপ হবে (পিস আইল্যান্ড)। সত্যি সত্যি অদূর ভবিষ্যতে তাই হবে বাংলাদেশ।

জননেত্রী শেখ হাসিনা এখন সারা বিশ্বে এক সুপরিচিত নাম। সে সুখ্যাতি তিনি অর্জন করেছেন নানামাত্রিক কর্মপ্রয়াসের অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচনার মাধ্যমে।

দক্ষ রাজনীতিবিদ-নীতি আদর্শ আর সততা এবং সাহসী উদ্যোগের অনন্য অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের ফলে দেশ আজ উন্নয়নের বিশ্ব রোল মডেল। বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ যে হারে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে বিশ্ব আজ বিস্মিত। বঙ্গবন্ধুকন্যার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি বারবার উচ্চারিত হয়েছে যে, তিনি সকল ক্ষেত্রে অসামান্য সোনালি অধ্যায় রচনা করতে সমর্থ হয়েছেন, তা আজ সচেতন নাগরিক সমাজ একবাক্যে স্বীকার করছে।

লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, ক্ষুদ্রপ্রাণ মুজিব সৈনিক

‘শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম’

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে
সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন।
নিজে নিরাপদ থাকুন,
অন্যকে নিরাপদ রাখুন।

পিআইডি

পহেলা মে: আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস

নাজমা ইসলাম

'মে দিবস' সারা বিশ্বের মেহনতি জনতার কাছে এক মহান দিবস হিসেবে স্বীকৃত। দিবসটি শুধু সংগ্রামের ও সাফল্যের নয়; ১লা মে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার শপথ নেওয়ার প্রত্যয়। পৃথিবীর বহু সংগ্রাম-আন্দোলন কোনোটাই মে দিবসকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। এমন একদিন ছিল যখন শ্রমিকরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করত। বিনিময়ে ন্যায্য মজুরি পেত না। শ্রমঘণ্টা নিয়োগপত্রে থাকলেও তাদের দিয়ে অতিরিক্ত কায়িক পরিশ্রম করিয়ে নিত। মালিকপক্ষ বাড়তি পরিশ্রমের বাড়তি সুবিধা পেত আর শ্রমিক শোষিত হতো। তাদের খাটনির কোনো নিয়মনীতি ছিল না। ছিল না নির্দিষ্ট শ্রমঘণ্টা। শ্রমিকদের বাড়তি শ্রমে যে বাড়তি মূল্য সৃষ্টি হতো কার্ল মার্কস সেই বাড়তি শ্রমের নাম দিয়েছিলেন 'সারপ্লাস ভ্যালু'। শ্রমিকরা পেত বেঁচে থাকার জন্য নামমাত্র অর্থ। তাদের সম্মান ছিল না, ছিল না কোনো কাজের স্বীকৃতি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমেরিকার শ্রমিকরা রুজিরোজগারের জন্য কেনা গোলামের মতো কাজ করত। এক সময় শ্রমিকরা রুখে দাঁড়ায় এই অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে। ১৬৬৪ সালের দিকে নিউইয়র্কে সর্বপ্রথম ঠেলাগাড়িওয়ালাদের সংগঠন গড়ে ওঠে।

১৭৭০ সালে একই স্থানে পিপা প্রস্তুতকারক শ্রমিকরা সংগঠিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে, ১৭৮৬ সালে ফিলাডেলফিয়ার ছাপাখানায় ঠিকা শ্রমিকরা ধর্মঘট করে তাদের দাবি-দাওয়া আদায় করে। ঐ দশকের শেষের দিক ধর্মঘট আরো জোরালো হয়। ১৮৪২ সালে 'ফিলাডেলফিয়ার মেকানিকদের ইউনিয়ন' গড়ে ওঠে। এটাই বিশ্বের প্রথম ফেডারেশন হিসেবে বিবেচিত। বিশ্বে উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শ্রমিকরা নিজ নিজ দেশে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে। ১৮৬৪ সালে ব্রিটেনে মার্কস ও অ্যাঙ্গেলস-এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় 'আন্তর্জাতিক শ্রমজীবীদের সমিতি'। ইতিহাসে এটিই 'প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন' হিসেবে খ্যাত। ১৮৬৬ সালের আগস্টে ৬০টি ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা আমেরিকার বালটিমোরে মিলিত হয়ে গঠন করে 'ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন'। সভাপতি ছিলেন মার্কিন শ্রম আন্দোলনের পুরোধা উইলিয়াম এইচ সিডিম। ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন আট ঘণ্টার কাজের দাবিতে শ্রমিকদের সংগঠিত করে। সেই ডাকে সাড়া দেয় বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন এবং গড়ে উঠে 'আট ঘণ্টা শ্রমিক সমিতি'। শ্রমিকদের মধ্যে এই সমিতি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। শ্রমিকদের কণ্ঠে গাওয়া একটি গান সেসময় খুবই জনপ্রিয়তা পায়–

কলকারখানা বন্দর থেকে
বাজাই যে রণডঙ্কা।
শ্রম বিশ্রাম আনন্দ সবই
এক একটি আট ঘণ্টা।

১৮৭৫ সালে আমেরিকার পেনসিলভেনিয়ার ১০ জন খনি শ্রমিক ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দেন। এর ফলে ১৮৭৭ সালে লক্ষ লক্ষ রেল ইস্পাত ও খনি শ্রমিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। শ্রমিকদের এই ধর্মঘটের ফলে প্রাণ হারায় তিনশ জন শ্রমিক। মালিকপক্ষ জয়ী হয়। কিন্তু থামেনি শ্রমিকদের দাবির সংগ্রাম। ১৮৮৪ সালের ৭ই অক্টোবর আমেরিকার ফেডারেশন অব লেবার সুদীর্ঘ আন্দোলনের এক মাহেন্দ্রক্ষণে ঘোষণা করা হয় ১৮৮৬ সালের ১লা মে থেকে ৮ ঘণ্টা কাজের সময় গণ্য করা হবে।

১লা মে, দিনটি ছিল শনিবার। সারা আমেরিকায় যে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল তার কেন্দ্রস্থল ছিল শিকাগো। ১লা মে দিবসের ৬ দিন আগে এক রবিবারে পঁচিশ হাজার শ্রমিকের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিশিগান এভিনিউর চত্বরে বিশাল শ্রমিক জমায়েত ও স্লোগান সমৃদ্ধ মিছিলটি লেক ফ্রন্টে শেষ হয়। শ্রমিকদের এই সংঘবদ্ধ হওয়াটা মালিকপক্ষ সুনজরে দেখেনি। এক সময়ের অনুগত শ্রমিকরা প্রতিবাদমুখর হয়েছে, দাবি-দাওয়া চাচ্ছে– এটা মালিকপক্ষ মেনে নিতে পারেনি। শুরু হয় নানা ষড়যন্ত্র। ২রা মে ছিল রবিবার ছুটির দিন। শ্রমিক নেতা আলবার্ট আর পার্সনস সেদিন সিনসিন্নাটিতে গিয়ে বক্তৃতা করেন। ৩রা মে'তে ম্যাককমিক বিপার কারখানায় শ্রমিকদের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ৬ জন শ্রমিক নিহত হয় এবং বহু শ্রমিক আহত হয়।

৪ঠা মে এ গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে শিকাগোর 'হে মার্কেট স্কয়ারে' বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিক নেতা আলবার্ট আর পার্সনস বক্তৃতা করছিলেন। আর এক শ্রমিক নেতা যিনি শেষ বক্তা ফিলডেন; তার বক্তৃতার শেষে দূর থেকে এসে পরে এক বোমা। নিহত হন জনৈক পুলিশ সার্জন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকের সংঘর্ষে ৪ জন শ্রমিক মারা যায়। মারা যায় ৭ জন পুলিশও। 'হে মার্কেট স্কয়ার' রক্তে লাল হয়ে ওঠে। একজন শ্রমিক নিজের জামা খুলে রক্তে ভিজিয়ে নেয়। জামা উড়িয়ে দেয় পতাকা হিসেবে। বর্তমানে শ্রমিকরা লাল ঝাণ্ডাকে সংগ্রামের বিজয় পতাকা হিসেবে দেখছে। 'হে মার্কেট স্কয়ারের' ঐ ঘটনায় অনেক শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হয়। কারাবরণ করে অনেক শ্রমিক। বিচারের নামে চলে প্রহসন।

১৮৮৬ সালের ২১শে জুন। শিকাগো শহরে শুরু হয় প্রতিবাদী শ্রমিকদের বিচার। প্রধান আসামি ছিলেন– অগাস্ট স্পাইস, জর্জ অ্যাঞ্জেল, অ্যাডলফ ফিশার, মাইকেল স্কয়ার, সাম ফিলডেন, লুইস লিংগ ও অস্কার নিবে। সে সময় পার্সনস পলাতক ছিলেন। বিচারের দিন আদালতে হাজির হন তিনি। অপর নেতা স্পাইস বলেছিলেন, 'অভাব আর কষ্টে খেটে খাওয়া লাখো শ্রমিকের আন্দোলন আমাদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে শেষ করা যাবে না। দাও আমাদের ফাঁসি। সেখানে একটি স্ফুলিঙ্গের উপর পা দেব, সেখান থেকেই তোমাদের পেছনে সামনে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে লেলিহান অগ্নিশিখা।'

প্রতিবছর ১৪ই জুলাই ফরাসি বিপ্লব দিবস পালিত হয়। ঐ দিনে ঐতিহাসিক বাস্তিল দুর্গের পতন ঘটে। বাস্তিল দুর্গ পতনের একশ বছরে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে সমবেত হন বিশ্বের ৪৬৭ জন শ্রমিক নেতা। এই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে'র প্রথম কংগ্রেসেই পহেলা মে-কে মহান মে দিবস রূপে শ্রমিক শ্রেণির আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মে দিবসের ভাবনার সঙ্গে সমগ্র পৃথিবীর মেহনতি মানুষের একটি নাড়ির যোগ আছে। শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে শ্রমিক সংহতির রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে অভাবনীয়ভাবে শিল্প ক্ষেত্রে সাফল্যের ঘটনা ঘটে। সময় ধরা যায় ১৭৬৮ থেকে ১৭৮৫ পর্যন্ত। ইউরোপে কিছু যুগান্তকারী আবিষ্কার হয়। ফলে জীবনযাত্রার পরিবর্তন হয়। লাইফ-স্টাইল বদলে ফেলে অনেকে। এসব যুগান্তকারী আবিষ্কারের মধ্যে বিজ্ঞানী জেমসের স্টিম ইঞ্জিন, হারগ্রিভসের স্পিনিং মেশিন ও আলভা এডিসনের বিদ্যুৎ আবিষ্কার ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই তিন আবিষ্কার শিল্প-বাণিজ্যে অভাবনীয় সাফল্য নিয়ে আসে। শিল্প মালিকরা আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে থাকে। কলকারখানায় অবিশ্বাস্য রকমের উৎপাদন বেড়ে যায়। শ্রমিক মালিকের ব্যবধান বাড়তে থাকে। একদিকে শোষক অন্যদিকে শোষিত। ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের ঢেউ এসে পড়ে আমেরিকায়। শিল্পবিপ্লবের ফলে আমেরিকা শ্রেষ্ঠ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মালিকপক্ষ পুঁজির পাহাড় গড়বে আর মুনাফা লুটবে– এ বিষয়টিতে শ্রমিক শোষণ জড়িত। শ্রমিকের ওপর মালিকের কঠোর নির্দেশ থাকে অধিক উৎপাদনের। অধিক উৎপাদন মানে অধিক মুনাফা। শ্রমিক ক্লান্ত, শ্রান্ত হয়ে নেতিয়ে পড়ুক। থাকবে না স্বাস্থ্য সুরক্ষা। কাজ করতে করতে কারখানাতেই তাদের জীবন-প্রদীপ নিভে যায় যাক! এটাই মালিক পক্ষের চাওয়া ছিল। শিল্পবিপ্লবের আগে ও পরে কত শ্রমিকের জীবন-প্রদীপ নিভে গেছে সীমাহীন ক্লান্তিতে তার হিসাব কে কখন রেখেছে! শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি না দেবার পক্ষে ইউরোপ ও আমেরিকায় চলে মালিকপক্ষের ষড়যন্ত্র। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, শ্রমিকের ন্যূনতম প্রাপ্যতা মালিকরা মানতে চাইত না। কম মূল্য দিয়ে মালিক পক্ষ মনে করত এটাই পর্যাপ্ত।

১৮০৬ সাল জুতো কারখানায় শ্রমিকরা ১৯ থেকে ২০ ঘণ্টা শ্রম দিত। তা সত্ত্বেও মালিক পক্ষ শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। শ্রমিকরা আন্দোলনে যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এই আন্দোলন সংঘবদ্ধ কাঠামোতে রূপ পেতে শুরু করে। শ্রমিকরা আর্থিক দাবির পাশাপাশি রাজনৈতিক দাবিও করে। তারা ভোটাধিকার চায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার অধিকার ছিল অভিজাত শ্রেণির। শ্রমিকের ভোটাধিকারের দাবির কথা শুনে অভিজাত শ্রেণি বিস্মিত হয়। ১৮৩০ সালে ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য প্রোটেকশন অব লেবার নামে একটি সংগঠনের অত্মপ্রকাশ ঘটে।

কার্ল মার্কস-এর মৃত্যুর পর তার সহযোদ্ধা ফেডারিক এঙ্গেলসের সহায়তায় গড়ে উঠে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের। সম্মেলনে ১লা মে-কে শ্রমিক দিবস হিসেবে ঘোষণার দাবি উঠে।

১৮৯০ সাল থেকে আমেরিকা ইউরোপে প্রথমবারের মতো পহেলা মে-কে 'মে দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর বহুল কাঙ্ক্ষিত মে দিবস সরকারি স্বীকৃতি পায় এবং পহেলা মে সরকারি ছুটি ঘোষিত হয়।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

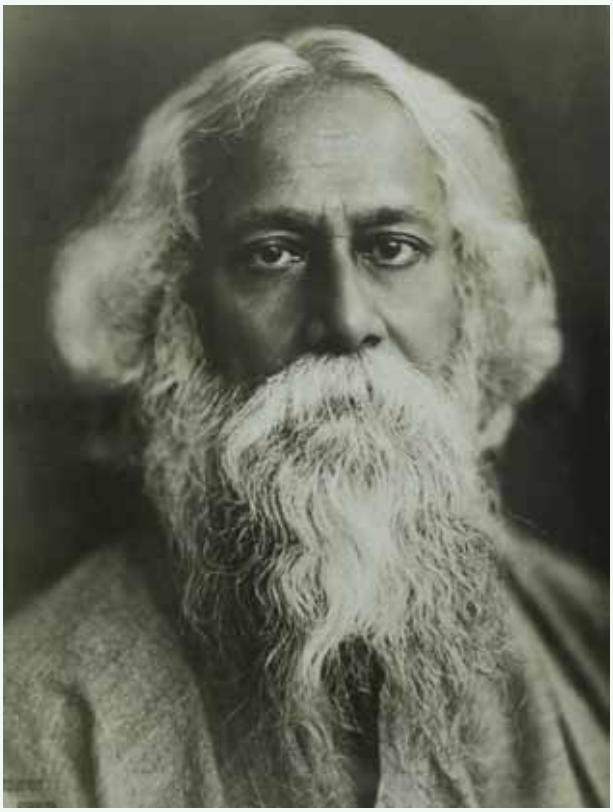

রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর পরিবারের ইতিকথা

অমিত রেজা

বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চার ঐতিহ্য দীর্ঘকালের। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এদেশে রবীন্দ্রচর্চার অনুকূল পরিবেশ ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রচর্চা বন্ধ হয়নি। নতুন মাত্রায় প্রতিদিন সংযোজিত হয়েছে রবীন্দ্রচর্চা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাঙালির নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। বাঙালির চিন্তাচেতনায় রবীন্দ্রনাথ তীব্র প্রভাব ফেলে। আজ বিশ্বকবি বাংলাদেশের একান্ত আপন। রবীন্দ্রনাথকে আমরা গ্রহণ করেছি প্রবল রাষ্ট্রশক্তিকে পরাভূত করে। আমাদের মাঝে তাই প্রবল রবীন্দ্র অধিকারবোধ তৈরি হয়েছে। রবীন্দ্র গবেষকদের মতে, রবীন্দ্রনাথ না হলে বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ভাষা মধ্যযুগের ভেতরেই আবদ্ধ থাকত।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) একাধারে কবি, সংগীতজ্ঞ, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, চিত্রশিল্পী, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজসংস্কারক। মূলত কবি হিসেবেই তাঁর পরিচিতি অধিক। *গীতাঞ্জলি* কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯১৩ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। এশিয়ায় তিনিই প্রথম এই নোবেলপ্রাপ্তির গৌরব অর্জন করেন।

স্বাদেশিক রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বঙ্গভঙ্গের ঘোর বিরোধী। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের আলোকে আমরা আলোকিত হই। তাই তিনি বাঙালির নিত্যদিনের সঙ্গী। তিনি সমাজতান্ত্রিক ছিলেন না কিন্তু সমাজ বিনির্মাণে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসকের 'স্যার' উপাধি তিনি বর্জন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, সেই ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস খুবই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার উৎস আবিষ্কার করতে হলে তাঁর বংশের উৎপত্তি, ব্যাপ্তি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনুসন্ধানের প্রয়োজন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্বকবির পরিবারের ইতিহাস আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নয় বলে অনেক রবীন্দ্র গবেষক দাবি করেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ সালের ৭ই মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর অভিজাত ঠাকুর পরিবারে। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। এই পরিবারের পূর্ব পুরুষ পূর্ববঙ্গ থেকে ব্যবসার সূত্রে কলকাতায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের চেষ্টায় বংশের জমিদারি ও ধনসম্পদ বৃদ্ধি পায়। ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে লালিত এবং আত্মপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন দ্বারকানাথ। ব্যাবসাবাণিজ্য যেমন বুঝতেন তেমনি আমজনতার সঙ্গে মিশে তাদের নেতৃত্বও দিতেন। রবি ঠাকুর ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৪তম সন্তান। তাঁর মা সারদা দেবী।

১৮৬৩ সালে রবীন্দ্রনাথকে বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য দাই নিযুক্ত করা হলো। ঠাকুর পরিবারে এটাই ছিল নিয়ম। মাতৃস্তন্যের পরিবর্তে ধাত্রীস্তন্য পরিবারের শিশুরা পান করবে। বাড়ির বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। চাকরবাকরদের তত্ত্বাবধানে থাকত ঠাকুর পরিবারের শিশুরা। ১৮৬৫ সালে কলকাতা ট্রেনিং একাডেমি স্কুলে ভর্তি করা হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। স্কুলের প্রচলিত প্রথা, পদ্ধতি তাঁর ভালো লাগেনি। ১৮৬৬ সালে বালক রবীন্দ্রনাথের হাতেখড়ি হয়। ১৮৬৭ সালে রবীন্দ্রনাথ বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়া শুরু করেন। বিষয় ছিল ধারাপাত ও মানসাঙ্ক। ১৮৭০ সালে স্কুলের শিক্ষা ছাড়াও দাদা হেমেন্দ্রনাথের পরিকল্পনা মতে বাড়িতেই রবীন্দ্রনাথ নানা বিদ্যা নিয়ে চর্চা শুরু করেন। এর মধ্যে একটি ছিল কঙ্কাল দেখে অস্থিবিদ্যা চর্চা।

১৮৬৯ সালে বালক রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা শুরু করেন। বয়সে বড়ো ভাগ্নে জ্যোতিপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ঘরে ডেকে নিয়ে চৌদ্দলাইন মিলিয়ে কী করে কবিতা লিখতে হয়– তা বুঝালেন এবং একটি শ্লেট হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, একটি পদ্মের উপর কবিতা রচনা কর। রবীন্দ্রনাথ গোটাকতক লাইন লিখে ফেললেন। ছেলেবয়সে বাবার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে পাহাড়ে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ। বাবা তাঁকে গ্রহনক্ষত্র সম্পর্কে বুঝালেন। ১৮৭৩ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি উপনয়ন হলো রবীন্দ্রনাথের। শহরের বাইরে বেড়াতে গিয়ে আনন্দ আর ধরে না তাঁর। বাবার সঙ্গে জমিদারি দেখতে প্রথমবারের মতো কুষ্টিয়ার শিলাইদহে গেলেন। এসময় পদ্মার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হলো রবীন্দ্রনাথের। পরে কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের জনপদ ও পদ্মার সঙ্গে কত না স্মৃতি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার পর্দাপ্রথা মেনে চলত। বাইরের পুরুষদের বাড়ির মধ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন প্রথম বাঙালি সিভিল সার্ভিস (আইসিএস), কর্মস্থল হলো বোম্বাই। স্ত্রী জ্ঞানদাকে সঙ্গে নিলেন। জ্ঞানদা নন্দিনীই প্রথম বধূ যিনি ঠাকুর বাড়ির বাইরে যাবার অনুমতি পেলেন। সে সময় প্রায়শই কলকাতায় নাটকের প্রদর্শনী হতো। ঠাকুর বাড়ির মেয়েরা দেখতে যাবে বলে পুরো থিয়েটারটাই ভাড়া করে নেওয়া হয়েছিল যাতে তাঁদের পর্দা ভঙ্গ না হয়।

এবার আলোকপাত করা যাক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার কীভাবে কুশারী থেকে ঠাকুর উপাধি পেলেন এবং হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। একসময় বাংলার ব্রাহ্মণ সমাজ

নোবেল পুরস্কার অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯১৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করে এবং হিন্দু সমাজে তাঁদের একঘরে করে ফেলে। কিন্তু ব্রাহ্মণ সমাজ দ্বারা পরিত্যক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্য ছিল, যার ফলে বাংলার বিচিত্র সমাজে তাঁদের পরিবার শীর্ষস্থান লাভ করে। পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকেই ঠাকুর পরিবার থেকে পুরোপুরি হিন্দুয়ানা আচার-আচরণ লোপ পেতে শুরু করে। দেবেন্দ্রনাথের সময় থেকেই ঠাকুর পরিবার রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন।

ইতিহাস অনুসারে খ্রিষ্টীয় অষ্টম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে আদিশূরের রাজত্বকালে কন্যাকুব্জ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ বাংলাদেশে আসেন। এরা হলেন– শান্ডিল্য গোত্রের ক্ষিতিশ, কংস গোত্রের সুধানিথি, সাবর্ণ গোত্রের সৌভরি, ভরদ্বাজ গোত্রের মেধাতিথি ও কাশ্যপ গোত্রের বীতরাগ। কাশ্যপ গোত্রের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ দক্ষিণানাথের চার পুত্রের মধ্যে কামদেব ও জয়দেব প্রথমে যবনদুষ্ট মুসলমান হয়ে পীরালী হন। তখন তারা যশোর জেলার বাসিন্দা ছিলেন। তুর্কি রাজত্বকালে খানজাহান আলী দক্ষিণ বাংলার প্রশাসক ছিলেন। খানজাহান আলীর এক দেওয়ানের নাম তাহের। তারা পূর্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তার বাড়ি ছিল নবদ্বীপের পীরল্যা গ্রামে। তিনি এক মুসলিম রমণীর প্রেমে পড়ে মুসলমান হন। লোকে তাকে পীরাল্যা খাঁ নামে সম্বোধন করত। দেওয়ানি লাভের পর কাশ্যপ গোত্রের রঘুপতির পঞ্চম অধস্তন পুরুষ দক্ষিণানাথের দুইপুত্র কামদেব ও জয়দেবকে প্রধান কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করেন। জনশ্রুতি আছে, রোজার সময় তাহের লেবুর ঘ্রাণ নিলে কামদেব ঠাট্টা করে, ঘ্রাণে অর্ধভোজন হয় এ কথা বলেন অর্থাৎ রোজা নষ্ট হয় এটাই বুঝাতে চেয়েছেন। তাহের মুসলমান হলেও তিনি আগে ছিলেন ব্রাহ্মণের সন্তান। তিনি হিন্দু শাস্ত্রের কথা জানতেন। একদিন গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে কামদেব ও জয়দেবকে নিমন্ত্রণ করেন। তাদের বসার স্থানে গোমাংস রন্ধন শুরু করেন। মজলিশের চারদিক গোমাংসের সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ল। অনেক দাওয়াতি হিন্দু নাকে কাপড় গুজে পলায়ন করলেন। কামদেব ও জয়দেব উঠে যাচ্ছিলেন। ঘ্রাণে যদি অর্ধভোজন হয় তবে গোমাংসের ঘ্রাণে তোমাদের জাত গিয়েছে। তারা দুইভাই পালাতে চেষ্টা করল। তাহেরের লোকেরা দুই ভায়ের মুখে গোমাংস পুরে দিলেন। জাত খুইয়ে কামদেব ও জয়দেব যথাক্রমে কামাল খাঁ ও জামাল খাঁ নামে পরিচিতি পেল। ব্রাহ্মণ সমাজ কামদেব ও জয়দেবকে সমাজচ্যুত করল। কিন্তু তাহেরের কৃপা ও দাক্ষিণ্যে দুই ভাই জাতে উঠলেন এবং রায় চৌধুরী পদবি পেলেন। কিন্তু হিন্দু সমাজের সঙ্গে তাদের কোনো সংশ্রব রইল না। কামদেব ও জয়দেবের অপর দুই ভাই রতিদেব ও শুকদেব দক্ষিণ ডিহিতে থাকেন। সমাজের অত্যাচারে রতিদেব গ্রাম ছাড়লেন। শুকদেবকেও সমাজচ্যুত করা হয়েছে। বোন-কন্যাদের বিবাহ দিতে পারছিলেন না কারণ ব্রাহ্মণ সমাজ তাদের পরিত্যাগ করেছে। অবশেষে পিঠাভোগের জমিদার তনয় জগন্নাথ কুশারীর সঙ্গে কন্যার বিয়ে দিলেন। বিয়ের পর জগন্নাথ কুশারী সমাজচ্যুত হলেন। তিনি এসে শ্বশুরবাড়িতে উঠলেন। এই জগন্নাথ কুশারীই ঠাকুর বংশের আদি পুরুষ। শ্বশুর শুকদেব ঠাকুর জাতি কলহে অতিষ্ঠ হয়ে কলকাতার দক্ষিণে গোবিন্দপুর গ্রামে চলে আসেন। জগন্নাথের অধস্তন পুরুষ পঞ্চানন কুশারী ইংরেজ সারেংদের জাহাজে মালপত্র ওঠানামা ও খাদ্য পানীয় সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাকে এ কাজে সহযোগিতা করেন হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণির লোকেরা। এসব লোকেরা পঞ্চানন কুশারীকে কুশারী মশায় না বলে ঠাকুর মশাই বলে সম্বোধন করত। এভাবেই কুশারী হয়ে ওঠে ঠাকুর। পঞ্চানন কুশারী বা ঠাকুরের পরবর্তী বংশধরেরা যথাক্রমে আমিন জয়রাম, নীলমনি, রামলোচন ও দ্বারকানাথ। দ্বারকানাথ রামলোচনের আপন ভাই রামমনির পুত্র। দ্বারকানাথকে তিনি দত্তক নিয়েছিলেন। দ্বারকানাথের একপুত্র দেবেন্দ্রনাথ এবং দেবেন্দ্রনাথের সর্বকনিষ্ঠ পুত্রই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উল্লেখ্য, জয়রাম ঠাকুরের পুত্র নীলমনি ঠাকুরের সময়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের উদ্ভব।

এখানে উল্লেখ্য যে, ঠাকুর পরিবার সেকালে সম্মান ও মর্যাদার সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারি ক্রয় করেন। দ্বারকানাথের খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। বিলেতের রানি তাঁকে 'প্রিন্স' উপাধি দিয়েছিলেন। সমাজের শীর্ষ স্থানে থেকেও হিন্দু সমাজে ঠাকুর পরিবার ছিল পরিত্যক্ত। এই পরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক পীরালী ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। হিন্দুরা মনে করত ঠাকুর পরিবারের পূর্ব পুরুষেরা গোমাংস ভক্ষণ করে জাত খুইয়েছিল। রাজা রামমোহন রায়ের প্রবর্তিত ব্রাহ্ম ধর্ম বা এক ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন ঠাকুর পরিবার।

তথ্যসূত্র: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত *রবীন্দ্র রচনাবলি* প্রথম খন্ড

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

শেখ হাসিনা
সুসময় ও দুঃসময়ের কাণ্ডারি

আবু সালেহ মোহাম্মদ মুসা

বিশ্ব আজ 'করোনায়' বন্দি। কোথায় আজ বড়ো গলায় কথা বলা সেই শাসকেরা, কোথায় তাদের অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, অত্যাধুনিক মরণাস্ত্র– সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত, সবারই যেন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা, যেন শেষ বিচারের দিন, কারো জন্য কিছু করার নেই। আমরা সবাই যে যার মতো চলছি চরম এক আতঙ্কের মধ্যে। কালের বিবর্তনে আমরা দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছি। আমাদের তথা সন্তানদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, সমগ্র বিশ্ব আজ একই সমস্যায় জর্জরিত, সমাধান এখনো কারো জানা নেই। ঔষধ বা টিকা এখনো তৈরি হয়নি বিশ্বে, তবে প্রচেষ্টা অব্যাহত।

বাংলাদেশে একটু দেরিতে সংক্রমণ শুরু হলেও এখনো মৃত্যুর হার কম নয়। গত কয়েক দিনে সংক্রমণ এবং মৃত্যু হার বেড়েই চলছে। লকডাউন শিথিল হওয়ায় সংক্রমণ ও মৃত্যুহার বহুগুণে বৃদ্ধি পাচ্ছে! সরকার সাধ্যমতো সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করায় করোনা অনেকখানি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এর গতিরোধ করা বড়োই কঠিন, কারণ আজও বিশ্বের কোথাও এই করোনার চিকিৎসা ও ভাইরাস সংক্রমণ নিরাময়ের কোনো ঔষধ বা টিকা আবিষ্কৃত হয়নি। বিশ্বের সব ডাক্তার নার্স থেকে শুরু করে সকল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্বে অনেক স্থানে লকডাউন শিথিল করা হয়েছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে সকল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরলস পরিশ্রমে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পুলিশ ইতোমধ্যে তাদের কর্মতৎপরতার মাধ্যমে জনগণের সেবায় বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে। এছাড়া প্রশাসন, সেনাবাহিনীসহ বিভিন্ন ভলান্টারি প্রতিষ্ঠান সেবাদানের পাশাপাশি অসহায় মানুষের সাহায্যার্থে বিপুল পরিমাণ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন– চাল, ডাল, তেল ও আলুসহ সকল প্রকার জীবনযাপনের জরুরি সামগ্রী বিনামূল্যে সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে। সরকার ইতোমধ্যে এক বিশাল জনগোষ্ঠীর সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছে এবং প্রতিনিয়ত সকল তদারকি সম্পাদনের জন্য সবধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

সারাবিশ্বে লাখ লাখ মানুষ ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশও আজ অসহায়, মৃত্যুর মিছিল আজও তারা থামাতে পারেনি। করোনার হিংস্রতায় ইউরোপ ছিন্নভিন্ন। সবাই যেন তাদের স্ব স্ব ক্ষতি কিছুটা হলেও পুষিয়ে নিতে পারে। সেজন্য বাংলাদেশ সরকার খাতভিত্তিক প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। শিল্পোদ্যোক্তা ব্যবসায়ী, গার্মেন্টস কর্মী, পরিবহণ শ্রমিক, দিনমজুর, কৃষিশ্রমিক ও রিকশাচালকসহ সব অসহায় মানুষ আজ এর আওতায় উপকৃত হচ্ছে। অর্থনৈতিক নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী জিডিপি'র ৩ দশমিক ৫ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ১ লাখ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। পোশাক শ্রমিকদের শতভাগ বেতন নিশ্চিত করতে ৫ হাজার কোটি টাকা, কৃষি ও কৃষকের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকা প্রণোদনা বরাদ্দ করেছেন। আগামী বাজেটে ৯ হাজার কোটি টাকা ভরতুকি বাবদ বরাদ্দ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বোরো মৌসুমে খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ২১ লাখ মেট্রিকটন নির্ধারণ করা হয়েছে। নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য ৩ হাজার কোটি টাকার সহজ শর্তে, জামানত ছাড়াই ঋণ কর্মসূচি নিয়েছে সরকার। সারাদেশের কওমি মাদ্রাসাগুলোকে ৮ কোটি ৩১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী সব ধরনের ঋণের সুদ আদায় এই দুর্যোগে দুই মাস বন্ধ রাখে ব্যাংকগুলো।

করোনায় আক্রান্ত রোগীদের নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করা স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য বিশেষ পুরস্কার প্রণোদনা ঘোষণা করেছে সরকার। এক্ষেত্রে সম্মুখ সারির যোদ্ধা চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য ১০০ কোটি টাকা অনুপ্রেরণা বাবদ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া,

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ই সেপ্টেম্বর ২০১৭ কক্সবাজারের উখিয়ায় কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্প বাংলাদেশ সীমান্তে আগত আশ্রয় প্রার্থীদের অবস্থা সরেজমিন পরিদর্শন করেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০শে মে ২০২০ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল-এর সঙ্গে বৈঠক করেন–পিআইডি

এই ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে ডাক্তার, সব ধরনের স্বাস্থ্যকর্মী, মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, সশস্ত্রবাহিনী ও বিজিবি'র সদস্য এবং প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য কর্মচারীর জন্য বিশেষ বিমার ব্যবস্থা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। দায়িত্ব পালনকালে যদি কেউ আক্রান্ত হন, তাহলে পদমর্যাদা অনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য থাকছে ৫ থেকে ১০ লাখ টাকার স্বাস্থ্যবিমা এবং মৃত্যুর ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ৫ গুণ বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্যবিমা ও জীবনবিমা বাবদ বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৭৫০ কোটি টাকা।

বিপুল জনসংখ্যার এই ছোটো দেশে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার কারণে সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব এমনিতে অনেক বেশি। তার উপর যে রোগের কোনো চিকিৎসা পদ্ধতি আজও আবিষ্কৃত হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে আমরা যে দিক-নির্দেশনা প্রধানমন্ত্রীকে দিতে দেখেছি তা শুধুমাত্র দেশেই নয় বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। এ যেন শুধুমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব। জাতি নিশ্চয় কৃতজ্ঞচিত্তে এ কথা স্মরণ করবে যুগ যুগান্তরে। দেশ এগিয়ে যেতে যেতে আজও বাধার সম্মুখীন। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াবো আমরা। আমরা আবার আগের মতো প্রাণ জুড়িয়ে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াবো, যখন যেখানে মন চায়। পৃথিবী আজ করোনায় আতঙ্কিত। এই আতঙ্কের শেষ কোথায় কে জানে? আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি আমরা লড়ে যাব, কিন্তু বোকার মতো করে নয় সমগ্র বিশ্বকে তাঁক লাগিয়ে আমরা দেখাতে চাই– আমরাও পারি!

করোনা পরিস্থিতির কারণে আজ যারা বিপদগ্রস্ত তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাব মিটানোর জন্য খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে সরকার। সরকারি কর্মচারীরা তাদের একদিনের বেতন, বহু ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান নিজ উদ্যোগে জনস্বার্থে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ, সামর্থ্যবানরা তাদের যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী অসহায় মানুষের সাহায্যার্থে বিপুল পরিমাণ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে ইতোমধ্যে ব্যাংক, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বড়ো বড়ো পোশাক কারখানা নিজ নিজ উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে দান করেছে। প্রশাসন, সেনাবাহিনী, পুলিশবাহিনী, জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছেন এসব খাদ্যশস্য। আমরা যারা লেখনীর মাধ্যমে মানুষের সচেতনতা সৃষ্টিতে এগিয়ে এসেছি, তাদেরও সমাজের দায়ভার মেটানোর দায়িত্ব কম নয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এ পথ জাতি পেরিয়ে যাবে অচিরেই এ বিশ্বাস আজ সকল বাঙালির হৃদয়ে জাগ্রত। সব বাধাবিপত্তির অবসান ঘটিয়ে নতুন প্রজন্ম নতুন উদ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, এক নতুন বাংলাদেশ মাথা তুলে দাঁড়াবে– এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

লেখক: প্রাবন্ধিক

কাজী নজরুল ইসলাম
সাহিত্যকর্ম ও সম্মাননা

জামিরুল ইসলাম

বাংলাদেশের জাতীয় কবি এবং অবিভক্ত বাংলার সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি ছিলেন বাংলার বিদ্রোহী কবি, তেমনি প্রেম ও প্রকৃতির কবি। তবে জাতীয় কবি অভিধার চেয়েও বড়ো যা কিছু গৌরবের তা হচ্ছে– বিশ্বের দেশে দেশে শোষিত নির্যাতিত মানুষের মধ্যে শোষণ-নিপীড়ন-বঞ্চনা আর পরাধীনতার বিরুদ্ধে আত্মজাগরণ এবং অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা। আর এটাই হচ্ছে বিশ্বময় নজরুল ইলামের সবচেয়ে বড়ো কীর্তি ও পরিচয়। বৈচিত্র্যময় এক বিরল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় ছিল তাঁর পদচারণা। বীর রস, করুণ রস, হাস্যরস সবই ছিল তাঁর সৃষ্টির ভাণ্ডারে। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্ম নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করছি।

কবিতা

১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে কুমিল্লা থেকে কলকাতা ফেরার পথে নজরুল দুটি বৈপ্লবিক সাহিত্যকর্মের জন্ম দেন। এই দুটি হচ্ছে 'বিদ্রোহী' কবিতা ও 'ভাঙ্গার গান' সংগীত। যা বাংলা কবিতা ও গানের ধারাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিল। 'বিদ্রোহী' কবিতার জন্য নজরুল সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। একই সময় রচিত আরেকটি বিখ্যাত কবিতা হচ্ছে– 'কামাল পাশা', এতে ভারতীয় মুসলিমদের খিলাফত আন্দোলনের অসারতা সম্বন্ধে নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমকালীন আন্তর্জাতিক ইতিহাস-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯২২ সালে তাঁর বিখ্যাত কবিতা সংকলন 'অগ্নিবীণা' প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থ বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে একটি নতুনত্ব সৃষ্টিতে সমর্থ হয়, এর মাধ্যমেই বাংলা কাব্যের জগতে পালাবদল ঘটে। অগ্নিবীণা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এর প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে গিয়েছিল। পরপর এর কয়েকটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থের সবচেয়ে সাড়া জাগানো কবিতাগুলোর মধ্যে রয়েছে– 'প্রলয়োল্লাস, আগমনী, খেয়াপারের তরণী, শাত-ইল্-আরব, বিদ্রোহী, কামাল পাশা' ইত্যাদি। এগুলো বাংলা কবিতার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তাঁর শিশুতোষ কবিতা বাংলা কবিতায় এনেছে নান্দনিকতা 'খুকী ও কাঠবিড়ালি, লিচু-চোর, খাঁদু-দাদু' ইত্যাদি তারই প্রমাণ। কবি তাঁর 'মানুষ' কবিতায় বলেছিলেন–

'পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল মূর্খরা সব শোন/মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোন'

সংগীত

নজরুলের গানের সংখ্যা চার হাজারের অধিক। নজরুলের গান 'নজরুল সংগীত' নামে পরিচিত।

১৯৩৮ সালে কাজী নজরুল ইসলাম কলকাতা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হন। সেখানে তিনটি অনুষ্ঠান যথাক্রমে 'হারামণি', 'নবরাগমালিকা' ও 'গীতিবিচিত্রা'র জন্য তাকে প্রচুর গান লিখতে হতো। 'হারামণি' অনুষ্ঠানটি কলকাতা বেতার কেন্দ্রে প্রতি মাসে একবার করে প্রচারিত হতো, যেখানে তিনি অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত ও বিলুপ্তপ্রায় রাগরাগিণী নিয়ে গান পরিবেশন করতেন। উল্লেখ্য এই অনুষ্ঠানের শুরুতে তিনি কোনো একটি লুপ্তপ্রায় রাগের পরিচিতি দিয়ে সেই রাগের সুরে তার নিজের লেখা নতুন গান পরিবেশন করতেন। এই কাজ করতে গিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম, নবাব আলী চৌধুরীর রচনায় 'ম আরিফুন নাগমাত' ও ফারসি ভাষায় রচিত আমীর খসরুর বিভিন্ন বই পড়তেন এবং সেগুলোর সহায়তা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের রাগ আয়ত্ত করতেন। এসব হারানো রাগের ওপর তিনি চল্লিশটিরও বেশি গান রচনা করেন। তবে স্বভাবে অগোছালো হওয়ায় নজরুল টুকরো কাগজে এসব গান লিখলেও সেগুলো মাসিক ভারতবর্ষের সংগীত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জগৎ ঘটক একটি মোটা বাঁধানো খাতায় স্বরলিপিসহ

তুলে রাখতেন। বাংলা গানের দুর্ভাগ্য যে, এই সংকলিত খাতাটি পরবর্তী সময়ে হারিয়ে যায়, যার বিজ্ঞপ্তি তিনি সে সময়কালের দৈনিক সংবাদপত্রগুলোতে দিয়েছিলেন কিন্তু সেটি আর পাওয়া যায়নি। তিনি কালী দেবীকে নিয়ে অনেক শ্যামা সংগীত রচনা করেন। কাজী নজরুল ইসলাম ইসলামি গজলও রচনা করেন।

গদ্য রচনা, গল্প ও উপন্যাস

কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম গদ্য রচনা ছিল 'বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী'। ১৯১৯ সালের মে মাসে এটি সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি সৈনিক থাকা অবস্থায় করাচি সেনানিবাসে বসে এটি রচনা করেছিলেন। এখান থেকেই মূলত তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত ঘটেছিল। এখানে বসেই বেশ কয়েকটি গল্প লিখেছিলেন তিনি। এর মধ্যে রয়েছে– 'হেনা, ব্যথার দান, মেহের নেগার, ঘুমের ঘোরে'। ১৯২২ সালে নজরুলের একটি গল্প সংকলন 'ব্যথার দান' প্রকাশিত হয়। এছাড়া একই বছর প্রবন্ধ সংকলন 'যুগবাণী' নামে প্রকাশিত হয়।

কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিসৌধ

চলচ্চিত্র

কাজী নজরুল ইসলাম 'ধূপছায়া' নামে একটি চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন। এ চলচ্চিত্রে তিনি একটি চরিত্রে অভিনয়ও করেছিলেন। ১৯৩১ সালে প্রথম বাংলা সবাক চলচ্চিত্র 'জামাই ষষ্ঠী'র ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত 'গৃহদাহ' চলচ্চিত্রের সুরকার ছিলেন তিনি। ১৯৩৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'পাতালপুরী' চলচ্চিত্রের ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস অবলম্বনে ১৯৩৮ সালে নির্মিত 'গোরা' চলচ্চিত্রের সংগীত পরিচালক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। ১৯৩৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'সাপুড়ে' চলচ্চিত্রের কাহিনিকার ও সুরকার ছিলেন তিনি। 'রজত জয়ন্তী', 'নন্দিনী', 'অভিনয়', 'দিকশূল' চলচ্চিত্রের গীতিকার ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। 'চৌরঙ্গী' চলচ্চিত্রের গীতিকার, সুরকার ও সংগীত পরিচালক ছিলেন তিনি। চৌরঙ্গী চলচ্চিত্রটি হিন্দিতে নির্মিত হলেও সেটার জন্যও ৭টি হিন্দি গান লেখেন নজরুল।

সম্মাননাসমূহ

❑ ১৯৪৫ সালে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান করে।

❑ ১৯৬০ সালে ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' উপাধি দেওয়া হয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে।

❑ ১৯৬৯ সালে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট উপাধি লাভ করেন।

❑ ১৯৭৬ সালের ২৫শে জানুয়ারি বঙ্গভবনে আয়োজিত এক স্বতন্ত্র অনুষ্ঠানে কবির সাহিত্যকর্মের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সম্মানসূচক ডক্টর অব লিটারেচার ডিগ্রির অভিজ্ঞানপত্র প্রদান করে।

❑ ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান এবং ২১শে ফেব্রুয়ারিতে তাঁকে 'একুশে পদকে' ভূষিত করে।

❑ ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ সরকার 'জাতীয় পুরস্কারে' ভূষিত করে।

তাছাড়া ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের চুরুলিয়ায় 'নজরুল একাডেমি' নামে একটি বেসরকারি নজরুল-চর্চা কেন্দ্র আছে। চুরুলিয়ার কাছে আসানসোল মহানগরে ২০১২ সালে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। আসানসোলের কাছেই দুর্গাপুর মহানগরের লাগোয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটির নাম রাখা হয়েছে 'কাজী নজরুল ইসলাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর'। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় অবস্থিত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রাজধানী কলকাতার যোগাযোগ রক্ষাকারী প্রধান সড়কটির নাম রাখা হয়েছে 'কাজী নজরুল ইসলাম সরণি'। কলকাতা মেট্রোর গড়িয়া বাজার মেট্রো স্টেশনটির নাম রাখা হয়েছে 'কবি নজরুল মেট্রো স্টেশন'।

কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জাতীয় কবির মর্যাদা দেওয়া হয়। তাঁর রচিত 'চল্ চল্ চল্, ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' বাংলাদেশের রণসংগীত হিসেবে গৃহীত হয়। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী প্রতিবছর বিশেষভাবে উদ্‌যাপিত হয়। নজরুলের স্মৃতিবিজড়িত ত্রিশালে (বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায়) ২০০৫ সালে জাতীয় কবি 'কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়' নামক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় কবির স্মৃতিতে নজরুল একাডেমি ও শিশু সংগঠন বাংলাদেশ নজরুল সেনা স্থাপিত হয়। এছাড়া সরকারিভাবে স্থাপিত হয়েছে গবেষণা প্রতিষ্ঠান নজরুল ইনস্টিটিউট এবং ঢাকা শহরের একটি প্রধান সড়কের নাম রাখা হয়েছে– 'কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ'।

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালিদের বিজয় লাভের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ' নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে মে ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে কবি নজরুলকে সপরিবারে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়। বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান এক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কবির বাকি জীবন বাংলাদেশেই কাটে। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে কাজী নজরুল ইসলামকে স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদানে সরকারি আদেশ জারি করা হয়।

দীর্ঘ দিন অসুস্থ কবি কাজী নজরুরুল ইসলামকে যথেষ্ট চিকিৎসা করা সত্ত্বেও তাঁর স্বাস্থ্যের বিশেষ কোনো উন্নতি হয়নি। ১৯৭৬ সালে তাঁর স্বাস্থ্যের আরো অবনতি হতে শুরু করে এবং জীবনের শেষ দিনগুলো কাটে ঢাকার পিজি হাসপাতালে। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন। নজরুল তাঁর একটি গানে লিখেছেন– 'মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিয়ো ভাই/যেন গোরের থেকে মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে পাই'। তাঁর এই ইচ্ছার বিষয়টি বিবেচনা করে কবিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে সমাধিস্থ করা হয়।

লেখক: সাংবাদিক ও সাহিত্যিক

চা শ্রমিক কল্যাণে বঙ্গবন্ধু

কে সি বি তপু

বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবর্তক, সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলার ইতিহাসের অবিসংবাদিত নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গভীরভাবে দেশকে ভালোবেসে অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলাদেশের সবকিছুর উন্নয়নে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিলেন। চা শিল্পও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশে চা শিল্পের বিকাশে জাতির পিতার অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি শুধু চা শিল্পের সমৃদ্ধি ঘটাননি, শিল্পের প্রাণ চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নেও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। চা শিল্প ও চা শ্রমিক উন্নয়নে স্বাধীনতা-পূর্বকালে চা বোর্ডের প্রথম বাঙালি চেয়ারম্যান এবং স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি শ্রমিক-বন্ধু ছিলেন। তাই অন্যান্য শ্রমিকদের মতো চা শ্রমিকরা তাঁকে ভালোবাসে অকৃত্রিমভাবে।

বঙ্গবন্ধু ১৯৫৭-১৯৫৮ সময়ে চা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ছিলেন চা বোর্ডের প্রথম বাঙালি চেয়ারম্যান। বঙ্গবন্ধু চা শ্রমিকদের কল্যাণে অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। তিনি চা বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকাকালীন চা চাষাবাদ, কারখানা উন্নয়ন, অবকাঠামো এবং শ্রমকল্যাণের ক্ষেত্রে চা শিল্পে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেন। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং সময়োপযোগী কার্যকর উদ্যোগের ফলে চায়ের উৎপাদন এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে এ দেশের চা শিল্পের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়।

চা বোর্ডের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার ঢাকার ১১১-১১৩ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় ০.৩৭১২ একর জমি বরাদ্দ দেয়। বঙ্গবন্ধু চা বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকাকালীন এ ভবনের নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত হয়। ১৯৫৯ সালে অফিস ভবনটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে চা বোর্ড চায়ের আবাদ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম আরো বেগবান করতে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তান টি লাইসেন্সিং কমিটি বিলুপ্তির জন্য পাকিস্তান টি অ্যাক্ট ১৯৫০-এর ৭ নং ধারায় সংশোধন আনেন এবং কমিটির কার্যক্রম চা বোর্ডে ন্যস্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালে চা বোর্ডের অধীন পাকিস্তান টি রিসার্চ স্টেশন (বর্তমানে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট) শ্রীমঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর সরাসরি হস্তক্ষেপ ও তৎপরতায় এ প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন হয়। চা শিল্পের উন্নয়নে নবগঠিত টি রিসার্চ স্টেশন সম্প্রসারণ, গবেষণা কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা, লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা, নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয়, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাদের জন্য আন্তর্জাতিকমানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। বঙ্গবন্ধু চা বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকাকালীন চায়ের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

বঙ্গবন্ধুর সময় চা বাগানের উন্নয়ন ও উন্নত জাতের চা উদ্ভাবনে বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়। চায়ের উচ্চতর ফলন নিশ্চিতকরণ, সর্বোচ্চ গুণগতমান অর্জন ও রোগবালাই দমনে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। আর এ লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে চট্টগ্রামের কর্ণফুলি এবং সিলেটের ভাড়াউড়া চা বাগানে 'রেসিস্টেন্ট ক্লোন' জাতের চারা লাগানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। প্রথমে ক্লোন এবং পরবর্তীতে ক্লোন থেকে ক্লোনাল সিডবাড়ি তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়।

বঙ্গবন্ধু টি অ্যাক্ট-এ সংশোধনীর মাধ্যমে চা বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড (CPF) চালু করেছিলেন– যা এখনো চালু রয়েছে। এছাড়া তাঁর প্রচেষ্টায় বোর্ডে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গ্র্যাচুইটি প্রদানসহ অন্যান্য সুবিধা চালু হয়।

পহেলা মে মহান শ্রমিক দিবস। আনন্দ-বেদনার এক মিশ্র কলেবরে পালন করা হয় দিবসটি। ১৯৭০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে মে দিবস পালনের উৎসাহ লক্ষ করা গিয়েছিল। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন দেয় আপামর শ্রমিক শ্রেণি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে 'মে দিবস' পালন করা হয়। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু ১লা মে দিনটিকে 'মহান মে দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেন ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করেন। ১৯৭২ সালের মে দিবসে রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ প্রদান করেন এবং এ দিনটিকে জাতীয় দিবস হিসেবে ছুটি ঘোষণা করেন। স্বাধীন বাংলাদেশে চা শ্রমিকদের নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকার প্রদান করেছিলেন তিনি।

জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জড়িয়ে আছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশের চা শিল্পের বিকাশে এবং চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে তাঁর অবদান কখনো বিস্মৃত হওয়ার নয়। বঙ্গবন্ধুর অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা ও দেশাত্ববোধের কারণে একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত চা শিল্প পুনরায় নব-উদ্যমে যাত্রা শুরু করতে পেরেছিল। তাঁর সরকার স্বাধীনতা-উত্তর চা শিল্পের সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য চা বাগানগুলোর পুনর্বাসন, নতুন চা এলাকা সম্প্রসারণ, চা কারখানা আধুনিকীকরণ, গবেষণা

চা বাগানে নারী শ্রমিক

ও প্রশিক্ষণ জোরদারকরণের লক্ষ্যে কয়েকটি সম্ভাব্য সমীক্ষা পরিচালনা করে। এ সময়ে চা শিল্পের পুনর্বাসন ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য বঙ্গবন্ধু কমনওয়েলথ সচিবালয়কে অনুরোধ জানান। চা শিল্পের অস্তিত্ব রক্ষায় তাঁর সরকার ১৯৭২-১৯৭৪ সন পর্যন্ত চা উৎপাদনকারীদের নগদ ভরতুকি প্রদান করার পাশাপাশি ভরতুকি মূল্যে সার সরবরাহ করেন। চা কারখানাগুলো পুনর্বাসনের জন্য বঙ্গবন্ধু 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া' থেকে ৩০ লাখ ভারতীয় মুদ্রা মূল্যের ঋণ নিয়ে চা শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানি করেন। বঙ্গবন্ধু চা বাগান মালিকদেরকে ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকানা সংরক্ষণের অনুমতি প্রদান করেন।

বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও জনমুক্তির নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর অন্তরের গহীনে চা শ্রমিকদের দীর্ঘশ্বাসের স্পন্দন প্রতিধ্বনি হতে শোনা যায় নানাভাবে। ১৯৫৬ সালে চা-শ্রমিকদের হাত ধরে তিনি প্রথম বলেছিলেন, 'তোমাদের দুঃখের সব খবরই রাখি। এসব দুঃখ দূর করার জন্য আমরা খুবই চেষ্টা করব'। তিনি জাতীয় নেতা হিসেবে চা শ্রমিকগোষ্ঠীর প্রতি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছিলেন।

বর্তমান সরকারের আমলে প্রণীত বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ আইন-২০১৬-তে বিভিন্ন বিশেষ সুবিধা ও প্রণোদনার উল্লেখ আছে। সরকার বিভিন্ন সময়ে চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে বরাদ্দ দিয়েছে। চায়ের উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি এর বহুমুখী ব্যবহারের তাগিদ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রমিকদের কল্যাণে নজর রাখতেও বাগান মালিকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, অন্যান্য অবহেলিত জনগোষ্ঠীর চা শ্রমিকদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। চা শ্রমিকদের অবহেলিত ও অনগ্রসর এ জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, তাদের সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ, পারিবারিক ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় 'চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম' গ্রহণ করেছে।

চা শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প। জাতীয় অর্থনীতিতে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। চা শিল্পের সমৃদ্ধির পাশাপাশি চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বরাদ্দসহ আন্তরিকভাবে কর্মসূচি সম্পন্ন এবং এসব কর্মসূচিতে চা শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। চা শিল্পের সমৃদ্ধি ও শ্রমিকদের উন্নয়নধারা উত্তরোত্তর সুদৃঢ় হোক।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও গবেষক

চালু হলো কৃষক বন্ধু ডাক সেবা

করোনার এই ভয়ংকর সময়ে প্রান্তিক কৃষকরা তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য যেন ঢাকার পাইকারি বাজারে বিনা মাশুলে পৌঁছে দিতে পারে সেজন্য 'কৃষক বন্ধু ডাক সেবা' নামে একটি সার্ভিস চালু করেছে ডাক অধিদপ্তর। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার ৯ই মে বেইলি রোডে তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিয়ের মাধ্যমে এই সেবার উদ্‌বোধন করেন। প্রাথমিকভাবে মানিকগঞ্জ জেলার কৃষকদের উৎপাদিত শাকসবজি বিনা মাশুলে পরিবহণের মধ্য দিয়ে এ সেবাটি চালু করা হয়েছে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অনলাইন বক্তৃতায় বলেন, এই সেবার আওতায় ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে কৃষক ঘরে বসেই তার বিক্রয়লব্ধ পণ্যের টাকা পেয়ে যাবেন। এর ফলে কোনো মধ্যস্বত্বভোগী ছাড়াই কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাবেন। দেশব্যাপী ডাক পরিবহণে ব্যবহৃত রাজধানী ফেরৎ ডাক অধিদপ্তরের গাড়িগুলো কৃষকের উৎপাদিত পণ্য পরিবহণে ব্যবহার করা হবে। এতে সরকারের কোনো খরচের প্রয়োজন হবে না। পর্যায়ক্রমে সারা দেশে এই সেবা চালু করা হবে। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী আমাদের কৃষি উৎপাদনকে সচল ও সজীব রাখতে এবং কৃষি উৎপাদনের মধ্য দিয়ে দেশে যাতে খাদ্য সংকট না হয় সেজন্য কৃষি খাতের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ডাক বিভাগের পক্ষ থেকে আমরা এই অভিপ্রায় বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে চাই। আমরা উপলব্ধি করছি যে, লকডাউনে যানবাহন বন্ধ থাকায় কৃষকের উৎপাদিত কৃষিপণ্য নিয়ে কৃষক সবচেয়ে বেশি বিপন্ন অবস্থায় আছে। কৃষক পণ্য উৎপাদন করছেন কিন্তু এই পণ্য বাজারজাত করতে পারছেন না। শাকসবজি পচনশীল পণ্য, দীর্ঘদিন ধরেও রাখা যায় না। মন্ত্রী আরো বলেন, প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের বিদ্যমান সংকটে বিনা মাশুলে রাজধানী ঢাকায় পণ্য পৌঁছে দিয়ে তাদের পাশে থাকার আমরা চেষ্টা করছি।

উদ্‌বোধনের পর প্রথম দিনই ঝিটকা বাজার থেকে ফ্রি সার্ভিসের আওতায় ১২শ কেজি পেঁয়াজ, ৬০ কেজি কাঁচামরিচ, ৮০ কেজি বেগুন, ৬০ কেজি করলা, ৬০ কেজি চিচিংগা, ৬০ কেজি ঝিংগা, ৬০ কেজি ঢেঁড়স, ১২০ কেজি শসা এবং ১৮০টি মিষ্টি কুমড়া নিয়ে কৃষক বন্ধু ডাক সেবার গাড়ি ঢাকা আসে। মিনা বাজার, চালডাল এবং পার্কিং বাজার কৃষকদের এই সব পণ্য ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে সরাসরি ক্রয় করছে।

প্রতিবেদন: আহনাফ হোসেন

বাঙালি সংস্কৃতির নবায়ন

বীরেন মুখার্জী

'সংস্কৃতি' হচ্ছে একটি জাতির রক্ষাকবচ আর 'ঐতিহ্য' হলো প্রাণপ্রবাহ। ইংরেজি Culture-এর প্রতিশব্দ হলো সংস্কৃতি, যা একটি জাতিগোষ্ঠীর মানুষের আচার-ব্যবহার, জীবিকার উপায়, সংগীত, নৃত্য, সাহিত্য, নাট্যশালা, সামাজিক সম্পর্ক, ধর্মীয় রীতিনীতি, শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে বিকশিত হয়। আর পরম্পরাগত চিন্তা, বিশ্বাস, সংস্কার, ভাবধারা ইত্যাদি অনুষঙ্গের মাধ্যমে ফুটে ওঠে সে জাতির ঐতিহ্য। সাংস্কৃতিক-ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে একটি জাতির সার্বিক কর্মকাণ্ড যেমন গতিশীল হয় তেমনি স্বকীয় আচার অনুষ্ঠানাদি উদ্‌যাপনের ক্লান্তি প্রশমনে সহায়ক ভূমিকা রাখে। অঞ্চলভেদে এর সঙ্গে যুক্ত হয় লৌকিক আচার ও ধর্মীয় অনুষঙ্গ। জাতির ঐতিহ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সে জাতির কুল-বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জাতি হিসেবে বাঙালির আত্মপরিচয়ের মূলে রয়েছে হাজার বছরের প্রবহমান সংস্কৃতি। কৃষি জীবন আবহমান বাংলার নদনদী বিধৌত গ্রামীণ সভ্যতার মধ্যে বাঙালির প্রকৃত আত্মপরিচয় যে নিবিষ্ট তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এসব উপাদান-উপকরণ বাংলার সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি বেগবানও করে চলেছে। বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে উৎসব এবং উৎসবকেন্দ্রিক মেলা। ধর্মীয় এবং লৌকিক তাৎপর্য বিবেচনায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে বছরের প্রায় সবসময় কোনো না কোনো মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে বৈশাখকেন্দ্রিক উৎসব ও মেলার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি এবং তাৎপর্যময়। মেলার রকমফের থাকলেও এসব মেলা একই ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠীর মিলনক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত। বলা যায়, বাঙালি তার নিজ নিজ সংস্কৃতির নবায়ন করতে সক্ষম হয় এই মেলায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে।

এক সময় বঙ্গীয় অঞ্চল ঘিরে নদীকেন্দ্রিক যে সভ্যতার জন্ম হয়েছিল তা লালন ও বেগবান করা হতো গ্রামীণ সংস্কৃতির ভেতর দিয়ে, যা লোকসংস্কৃতি হিসেবে পরিচিত। এই লোকসংস্কৃতির ভেতর দিয়েই বাঙালির আত্মানুসন্ধানের সূচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি 'আত্মশক্তি' প্রবন্ধে 'গ্রাম্যমেলা'র উপযোগিতা সম্পর্কে লিখেছিলেন–

> আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার বাড়ির মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্ত চলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া ওঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান। এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সংকীর্ণতা বিস্মৃত হয়–তাহার হৃদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ্য।

'মেলা' বাহিরকে ভেতরে এনে জনমনকে উল্লসিত, পরিতৃপ্ত করে তা রবীন্দ্রনাথের এ উপলব্ধির মাধ্যমে স্পষ্ট। আবার লোকবিজ্ঞানী আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন–

> বাংলার সংস্কৃতি বাংলার পল্লীতেই জন্ম ও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। সেই জন্য আজ যে নাগরিক সংস্কৃতি এ দেশের উপর স্পর্দ্ধিত শির উন্নত করিয়া দাঁড়াইতে চাহিতেছে, তাহা কিছুতেই জাতির মর্মমূলে নিজের শিকড় প্রবেশ করাইতে পারিতেছে না।... অতএব কল্যাণের পথে সমাজকে যাহারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাহেন, ধ্বংসোন্মুখ পল্লীজীবনের মধ্যেই এখনও তাহাদিগকে বাঙ্গালী সংস্কৃতির মৌলিক উপাদানের সন্ধান করিতে হইবে।

সত্যিকার অর্থে বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম উৎস হচ্ছে 'মেলা'। বাংলায় মেলার ঐতিহ্য অনেক পুরনো। মেলার আদিবৃত্তান্ত সঠিকভাবে জানা না গেলেও মেলার উৎস হিসেবে সমাজ গবেষকরা ধর্মীয় উপলক্ষকেই শনাক্ত করেন। আবার সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞরা গবেষণার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন, কৃষিনির্ভর এই জনপদের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামই সংস্কৃতির মূল আধার। ফলে মেলা অনুষ্ঠানের আদিস্থান বা উৎসভূমি যে গ্রাম সে কথা নতুন করে বলার দরকার নেই। সমাজ গবেষকদের দৃষ্টিতে এটি 'লোকসংস্কৃতি' হিসেবে বিবেচিত। প্রবাদ রয়েছে– 'বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ।' বছরের বারো মাস কোনো না কোনো উপলক্ষে বাংলার প্রত্যন্ত জনপদে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলা আয়োজনের উপলক্ষ ভিন্ন থাকলেও 'মেলা' যে প্রকৃতার্থে গ্রামকেন্দ্রিক তা বৈশাখ এলে আরো বেশিমাত্রায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পৃথিবীর অন্য জাতিগোষ্ঠীর মতো বাঙালিরও রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি ও রীতিনীতির প্রতি গভীর মমত্ববোধ। সর্বজনীন উৎসবে বাঙালির আচার-আচরণ, আতিথেয়তা, পালা-পার্বণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যা আরো গভীরভাবে ফুটে ওঠে। মেলা যে নিবিড়ভাবে বাঙালির প্রাণের সাথে মিশে আছে তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। মেলার মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে মিশতে চাওয়ার যে আকুলতা তা বাঙালির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর মেলা মানেই একটি ক্রিয়াশীল ঐতিহ্য যা পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতিরই ছিল এবং আছে। একে অপরের সাথে বন্ধনকে দৃঢ় করা, আনন্দে মেতে ওঠা, পুরনোকে আবার নতুন করে পাওয়ার যে তৃষ্ণা তা এখানেই সবচেয়ে বেশি মিটে। তাই বাঙালি জাতি উৎসবের মাধ্যমে নিজস্ব ঐতিহ্য নবায়নে মেতে ওঠে। মেলাও জীবন্ত হয়ে ওঠে বাঙালির নিজস্ব অনুষঙ্গ ধারণের মধ্য দিয়ে।

মেলা বাঙালির প্রাচীন লোক ঐতিহ্য। মেলার প্রারম্ভ নিয়ে নানা মত থাকলেও বৈশাখের প্রথম দিনে 'খাজনা' প্রদান উপলক্ষেই যে

মেলার সূচনা সে কথা জোর দিয়ে বলা যায়। যে কারণে বৈশাখের প্রথম দিন থেকেই বাংলার প্রত্যন্ত জনপদে পর্যায়ক্রমে মেলার আয়োজন হতে থাকে। তবে বৈশাখি মেলা যে বাঙালির অন্যতম বৃহৎ এবং অসাম্প্রদায়িক মেলা সেকথা নতুন করে বলার কিছু নেই। আবার বাংলার লোকসংস্কৃতির সঙ্গে বৈশাখি মেলার রয়েছে নিবিড় সখ্য। শুধু পণ্য বিকিকিনি নয়, মেলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে উৎসব, অনুষ্ঠান আর বাঙালির আনন্দমুখরতা।

বাংলাদেশের প্রধান মেলাগুলোর মধ্যে রয়েছে– বৈশাখি মেলা, রাজপুণ্যাহর মেলা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের বিজুমেলা, গঙ্গার আবির্ভাব উৎসব, বৌদ্ধমেলা, শিবমেলা, মঙ্গলচণ্ডীর মেলা, মহররমের মেলা,

ঐতিহ্যবাহী পুতুল নাচ

রথমেলা, মনসার মেলা, জন্মাষ্টমীর মেলা, দুর্গাপূজার মেলা, কার্তিকব্রতের মেলা, পৌষপার্বণের মেলা, বসন্ত উৎসব, চৈত্রসংক্রান্তি ও বাউলমেলাসহ ছোটো-বড়ো নানা মেলা। এছাড়া সাংস্কৃতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে বইমেলা, কৃষিমেলা, কম্পিউটার মেলা, বাণিজ্যমেলা, তাঁতমেলা, চামড়ামেলা, মৎস্যমেলা, বিজ্ঞানমেলা, বৃক্ষমেলা ইত্যাদি। বাংলাদেশে নববর্ষ আর বৈশাখ মাসের অন্যান্য দিনে ২৮৩টিরও বেশি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এসব মেলার স্থায়িত্ব ১ দিন থেকে ১ মাস পর্যন্ত। তবে দেশের মেলাগুলোর অধিকাংশই বসে গ্রামগঞ্জে। বৈশাখের প্রথম দিনে গ্রামের বটতলায় মেলা বসার ঐতিহ্য অনেক পুরনো। আর এসব মেলায় বাঙালি পণ্যের পসরা সাজানো হয়। মেলায় পাওয়া যায়– মাটির হাঁড়ি-পাতিল, কলসি, বাসন-কোসন, মালসা, সরা, ঘটিবাটি, শিশুদের খেলনা, রং-বেরঙের হাতি, ঘোড়া, নৌকা, পুতুল, কাঠের লাঙল-জোয়াল, মই, খাট-পালঙ্ক, চেয়ার-টেবিল, সিন্দুক, পিঁড়ি, বেলনা, নাটাই, লাটিম, খড়ম, বাঁশ-বেতের কুলা, ডালা, টুকরি, পাখির খাঁচা, দরমা, চাটাই, মাদুর, বাঁশি, লোহার দা, বঁটি, খন্তা, কড়াই। খাবারের মধ্যে রয়েছে– মণ্ডা-মিঠাই, জিলাপি, তক্তি, নাড়ু, চিড়া, মুড়ি, বরফি, বাতাসা। এছাড়াও শাঁখারি সম্প্রদায় নিয়ে আসে শঙ্খ ও ঝিনুকের শাঁখা, বালা, আংটি, চুড়ি, নাক ও কানের ফুল। কাচের চুড়ি, আয়না, চিরুনি, ফিতা আর পাশাপাশি মৌসুমি ফল তো আছেই। মেলায় বসে খেলনার শব্দময় ঝঙ্কার। রঙিন বাঁশি, ভেঁপু, ডুগডুগি, একতারা, দোতারা, বেলুন, লাটিম, চরকি, টমটম গাড়ি, ঘুড়ি আরো কত কী। এসব উপকরণ বাঙালির নিজস্ব ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বাঙালি চেতনার নবরূপায়ণ ঘটায়।

পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও মানুষের নানা মৌলিক চাহিদার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে আধুনিক সংস্কৃতি-সভ্যতার জন্ম হয়। এর মাধ্যমে কিছুটা হলেও বদলে যেতে থাকে লোকসংস্কৃতি, তাতে আধুনিকতার ছোঁয়া পড়ে। সংস্কৃতি-সভ্যতার বিবর্তনের ধারায় মিশ্রণ ঘটে ভিন দেশি ভাষা ও সংস্কৃতির। আবেগপ্রবণ বাঙালি জাতি এটিকে সহজভাবে গ্রহণ করায় বাংলায় মিশ্র-সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে। তবে বাঙালির আর্থসামাজিক অবস্থা, জীবনাচার ও ভূয়োদর্শনের যথার্থ প্রতিফলন এখনো দৃশ্যমান হয় লোকাচারের প্রতিটি অনুষঙ্গে। মেলা, উৎসব, ধর্মীয় বিশ্বাস, বিবাহ, ক্রীড়া, পালা-পার্বণসহ জীবনের নানা ক্ষেত্রে চলমান আনন্দ-বেদনার আলেখ্যই লোকসংস্কৃতিকে শিল্পসুষমায় আলোকিত এবং উজ্জ্বল সৌন্দর্যে চিত্রিত করে। এখনো গ্রাম্যজীবন এবং গ্রাম্যজীবনের আচার-আচরণ ষোলোআনা বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতিকে লালন করে। আর নগরে যে সংস্কৃতি চর্চা আর লালন করা হয় তা মূলত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিশ্ররূপ। নগর সংস্কৃতি আধুনিক মিশ্র-সংস্কৃতি হিসেবে পরিচিত। বাংলার আদি জনগোষ্ঠীর লোকজীবনে চর্চাশীল সংস্কৃতির নাম আদিম-সংস্কৃতি যার সঙ্গে লোকসংস্কৃতির রয়েছে প্রচ্ছন্ন যোগাযোগ এবং সহমর্মিতা। বাঙালির আদি পেশা কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজের মধ্যে রয়েছে লোকজীবনের বিশেষ উপকরণ। চন্দ্র-পঞ্জিকার হিসাব অনুযায়ী হাল চাষ, ফসল বুনন, ফসল কর্তন, নতুন ফসল ঘরে তোলার উৎসব এর মধ্যে অন্যতম। কৃষিজীবী মানুষের মুখে উচ্চারিত ফসল কর্তনের গান লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যময়। বাংলার পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে সংস্কৃতির বিপুল উপাদান। লোকজীবনের গল্প-গাথা, বিবাদ-গালি, হাস্যরস, ক্রীড়া-বিনোদন, বিবাহ, মেলাসহ নানা পার্বণ-অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে লোকসংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপ পরিস্ফুট হয়। লোকসংস্কৃতি গবেষক আবুল আহসান চৌধুরীর মতে–

> লোকায়ত বাঙলার উদার মানবিক জমিনের অধিবাসী বাঙালি জনগোষ্ঠী চিরকালই ভাব-বিদ্রোহী, মিলনপ্রয়াসী এবং সমন্বয়পন্থী। (লোকসংস্কৃতি বিবেচনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ; আবুল আহসান চৌধুরী, পৃ. ৪)।

বাংলার 'মেলা' মূলত কৃষি জলবায়ুনির্ভর মানুষের ক্রমিক জীবনাচারের সমন্বিত এবং স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রবহমান হতে দেখা যায়। কারণ বাংলার লোকজীবনের প্রাত্যহিক প্রয়োজন ও চাহিদা থেকে সংস্কৃতির যে অংশে শিল্পকলার সূচনা ও বিকশিত তা গ্রামীণ জনপদেই। ঋতুভিত্তিক বা ধর্মীয় পালা-পার্বণ সংশ্লিষ্ট মেলা, বিনোদন, সন্ধ্যায় পুঁথিপাঠ, কীর্তন ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদিতে বাংলার আর্থ-সাংস্কৃতিক চেতনার প্রতিফলন রয়েছে। বছরের বিশেষ সময় যেমন– পৌষে গো-অর্চনা, পিঠা উৎসব, ভাদ্রে নৌকা বাইচ, বৈশাখে ফল উৎসবসহ, বিভিন্ন ধর্মীয় মেলা ও সাধু-সন্তের আগমন ঘিরে লোকজীবনে অনুষ্ঠিত উৎসবে কলাগাছের তোরণ তৈরি ও সাজসজ্জা শিল্পবোধ ও শিল্পসচেতনতার সাক্ষ্য বহন করে। গ্রামের মেঠো পথে গরু বা ঘোড়ার গাড়িতে ধুলো উড়িয়ে কিংবা নদীতে পালতোলা ডিঙি নৌকায় নাইয়র যাওয়ার দৃশ্য যে চিত্রকল্প তৈরি করে তা গ্রামনির্ভর শিল্পচেতনার একটি বিশেষ অংশ। এছাড়া মাটির দেয়ালে নকশা-আল্পনা, লক্ষ্মীপট, মাটির বিভিন্ন তৈজসপত্রে দেবদেবীর চিত্র অঙ্কন, সূচিশিল্পীদের নকশা করা কাঁথা, আসন ইত্যাদির মধ্যে গ্রামনির্ভর লোকশিল্পীদের শিল্পচেতনা ও শিল্পের প্রতি বৈদগ্ধতা প্রকাশিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, বাঙালির লোকসংস্কৃতির মূলধারাটি প্রবল জীবনাগ্রহ থেকে উৎসারিত। জীবনঘনিষ্ঠতা ও সমাজ সংলগ্নতা বাংলার লোকসংস্কৃতিতে একটি জীবনবাদী দ্যোতনা যোগ করেছে। এই প্রবহমান সংস্কৃতির মূল অনুসন্ধান করলেই বাঙালির প্রকৃত পরিচয় মেলে। বাঙালি জাতি মেলার মাধ্যমে তাদের জাগতিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভুলে, নিজেদের আত্মপরিচয় ভিত নবায়ন করে কর্মমুখর হয়ে ওঠে।

লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক ও গণমাধ্যমকর্মী

কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় বিজয়লক্ষ্মী নারী

ভাস্করেন্দু অর্ণবানন্দ

মানবসমাজ নারী ও পুরুষ নিয়ে গঠিত। মানবসভ্যতা ও সমাজের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, হচ্ছে নারী-পুরুষের যৌথ চালিকা শক্তিতে। যেসব বাঙালি মনীষী নারীসমাজের জাগরণে ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদায় ভূষিত। বাঙালির সামাজিক পরিবেশে নারীর পশ্চাদপদতা, বঞ্চনা, নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন। নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য, নারী অমর্যাদা, নারী শোষণ-নিপীড়ন ইত্যাদির বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ উচ্চকিত। নারী জাগরণে এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাদের অগ্রগামী হওয়ার আহ্বান তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে– 'জাগো নারী, জাগো বহ্নি শিখা।'

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম সর্বজনীন মানবতাবাদী কবি। নারী-পুরুষের সমবেত প্রচেষ্টার ফসল বর্তমান মানব সমাজ। সংসার-সমাজ-সভ্যতা বিনির্মাণে নারী-পুরুষ যে সম ভূমিকা-মর্যাদা-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত; সেই সত্য বাণীই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'নারী' কবিতায় তুলে ধরেছেন–

সাম্যের গান গাই–
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।

গানে তালিম দিচ্ছেন কবি নজরুল

কবি নারীকে দেখেছেন প্রেরণারূপিণী ও প্রেরণাদাত্রীরূপে। পুরুষের পৌরুষত্ব, তার শক্তিমতা, তার কামোদ্দীপনা, তার সৃজনীশক্তি, সমাজ-সভ্যতা বিনির্মাণে তার আত্মনিয়োগ– শ্রীময়ী, প্রেমময়ী, স্নেহময়ী, কল্যাণী নারীর প্রেরণা সাপেক্ষ। মূলত পুরুষের কর্মক্ষমতার পিছনেও নারী অনুপ্রেরণা সতত ক্রিয়াশীল। শ্বেতপাথরের গাঁথা তাজমহল শাজাহানের সৃষ্টি হলেও এর প্রাণ ও প্রেরণা মহিষী মমতাজের স্মৃতি-মাধুর্য। এমনকি পৃথিবীর যুদ্ধবিগ্রহ, বিজয় কেবল বীর পুরুষের শক্তিমত্তায় সংঘঠিত হয়নি, সেখানেও প্রয়োজন হয়েছে নারীর অনুপ্রেরণা। কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'নারী' কবিতায় লিখেছেন–

কোনো কালে একা হয় নি কো জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়লক্ষ্মী নারী।

সভ্যতা নির্মাণে, রণ জয়ে, সেবা, প্রেমে, গবেষণা, শিক্ষা- দীক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্পচর্চায় নারীদের অবদান অনুপ্রেরণা ও আত্মত্যাগ স্বীকৃত হয়নি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষদের আত্মবিসর্জন ও বীরত্বের কথাই লেখা থাকে কিন্তু কত নারী যুদ্ধে তার স্বামীকে হারিয়ে, বাবা-ভাইকে হারিয়ে করুণ অসহনীয় যন্ত্রণায় ভোগে; ইতিহাসে তা লেখা নেই। অথচ বাস্তবিকই জগতের বড়ো বড়ো জয় ও অভিযানের পেছনে রয়েছে নারীর আত্মত্যাগের অশ্রুবিজড়িত ইতিহাস।

জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান,
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।
কোন রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কে বা?

নারীর অবদানকে অস্বীকার করেনি; নারীর প্রেরণা ও সাহচর্যে জগতে জীবনধারার ছন্দ গ্রহণ করেও নানা কৌশলে নারীকে অবহেলিত, বঞ্চিত ও নিগৃহীত করেছে পুরুষসমাজ। নারী সমাজের ওপর ক্রমাগত অবরোধ ও স্বাতন্ত্র্য হরণের দুঃশাসনযজ্ঞে এবং পুরুষের তাবেদারিতে মূহ্যমান নারীসমাজের স্বাতন্ত্র্য ও মুক্তির জন্য কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহ করতে বলেছেন নারীকে। পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের জালে আবদ্ধ নারীকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে নিজের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও সম-অধিকারের মৌলিক দাবিতে নির্ভয়ে সোচ্চার হওয়ার জন্য কবির বজ্রদীপ্ত একান্ত আহ্বান–

মাথার ঘোমটা ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙ্গে ফেল ও শিকল।
যে ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভীরু ওড়াও সে আবরণ
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন ঐ যত আভরণ।

অন্য আরেকটি কবিতায় কবি জোরালো ভাষায় উদাত্ত আহ্বান করেছেন–

জাগো নারী জাগো বহ্নি-শিখা
জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত টিকা।
দিকে দিকে মেলি তব লেলিহান বাসনা
নেচে চল উন্মাদিনী দিগ্‌বসনা
জাগো হতভাগিনী ধর্ষিতা নাগিনী।
বিশ্ব দাহন তেজে জাগো দাহিকা।

তিনি শুধু নারীকে জাগরণের আহ্বান করেননি, তিনি প্রত্যাশা করেছেন নারীর এই জাগরণ যেন বজ্রের মতো ঝলসে দেয় চারদিক। কবি নারীকে চির-বিজয়িনী রূপে দেখতে চেয়েছেন–

পতিতোদ্ধারিণী স্বর্গস্খলিতা
জাহ্নবী সম বেগে জাগো পদ-দলিতা
মেঘে আনো বালা বজ্রের জ্বালা
চির-বিজয়িনী জাগো জয়ন্তিকা।

'বধূ বরণ' কবিতাটিতে কবি বিবাহের মাধ্যমে নারীর নতুন জীবনে পদার্পণকে স্বাগত জানিয়েছেন নারীত্বের নবজাগরণ ও নবজীবনের উদ্‌বোধন কামনায়–

বিবাহের রঙে রাঙা আজ সব
রাঙা মন রাঙা আভরণ
বলো নারী 'এই রক্ত আলোকে
আজ মম নব জাগরণ।'

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম নারী অধিকার সচেতন হয়ে নারী-জাগরণের উদাত্ত আহ্বান জানিয়েই ক্ষান্ত হননি। তিনি নারীর প্রতি পুরুষদের মনোভাব পরিত্যাগের ইঙ্গিত করেছেন। নারীকে দাসীরূপে ব্যবহার হয়ত পুরোনা যুগের ফসল। কিন্তু বর্তমান সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত পুরুষের পক্ষে নারী শোষণ ও নারীকে দাসত্ব-শৃঙ্খল পরানো মনোভাবের পোষকতা করা ঠিক নয়। কবি ঘোষণা করেছেন–

সে যুগ হয়েছে বাসী,
যে যুগে পুরুষ দাস ছিল নাকো, নারীরা আছিল দাসী
বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,
কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও, উঠিছে ডঙ্কা বাজি।

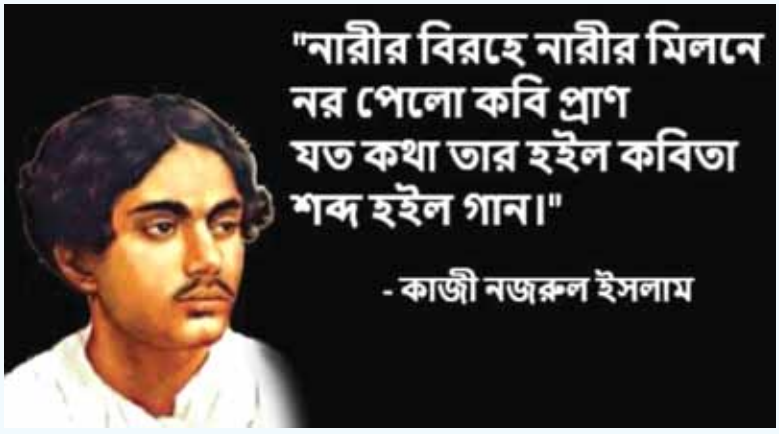

সকল ধর্মেই বৈষম্যমূলক আচরণ, বঞ্চনা ও পরপীড়নকে অন্যায় ও গর্হিত বলে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্যায় আচরণের ফলভোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সকল ধর্মীয় অনুশাসনে। পুরুষ জাতি যেভাবে নারীদের ওপর অত্যাচার, নিপীড়ন চালায় কালের ধর্মে তা উলটে গিয়ে নিজেদের ঘাড়েই পড়বে– বিদ্রোহী কবি তা জানিয়ে সাবধান করেছেন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাবধান বাণী–

নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে।
যুগের ধর্ম এই–
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই
শোনো মর্ত্যের জীব।
অন্যের যত করিবে পীড়ন, নিজে তবে তত ক্লীব।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম দৃঢ় প্রত্যয়ী– নারীকে আর অন্ধকারে বন্দিনী করে রাখা যাবে না, শত বাঁধা পেরিয়ে নারীর প্রতিভার স্ফূরণ ঘটবেই। নারী জাতির উত্থান ও বিজয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত আশার বাণীও তিনি ঘোষণা করেছেন–

সেদিন সুদূর নয়,
যে দিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়।

নারী-শক্তিকে কবি কাজী নজরুল ইসলাম চিত্রিত করেছেন তার সাহিত্যে। নারীর মধ্যে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম দেখেছেন বহ্নিশিখার তেজ ও দীপ্তি। তিনি নারী সত্তার শক্তিময়ী, অগ্নিময়ী, বিপদতারিণী রূপকে প্রকাশ করেছেন–

আমি মহা ভারতে শক্তি নারী।
আমি কৃশতনু অসিলতা
স্বাহা আমি তেজঃতরবারি।
(আমি) শান্ত উদাসীন মেঘের আনি বর্ষণ-বেগ
আমি তড়িৎ-লতা
পরাজিত পৌরুষের জাগায়ে তুলি
দূর করি নিরাশা দুর্বলতা।

নারী শক্তির জাগরণ ছাড়া সমাজের উন্নতি, অগ্রগতি মঙ্গলের আশা-আকাঙ্ক্ষা সুদূরপরাহত।

নারী নিজের শক্তি সম্পর্কে সচেতন হলে নারী জাগরণের মাধ্যমে নবজাগরণ সম্ভব। নারী তার অন্তস্থিত শক্তিকে তথা নিজ স্বরূপকে চিনতে পারলে নারী নিজেই নিজের শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হবে এবং আত্মোপলব্ধি করবে যে, এই পৃথিবীতে দেবার মতো তার অনেক কিছু আছে। কবি কাজী নজরুল ইসলাম গেয়েছেন–

আপনারে তুমি চিনিয়াছ যবে, শুধিয়াছ ঋণ, টুটেছে ঘুম,
অন্ধকারের কুড়িতে ফুটেছে আলোকের শতদল কুসুম।
বন্ধকারার প্রাকারে তুলেছ বন্দিনীদের জয়-নিশান–
অবরোধ রোধ করিয়াছে দেহ, পারেনি রুধিতে কণ্ঠেগান।

নারী আত্মশক্তিকে জানতে পারলে তার জাগরণ ঘটবে এবং সমাজের প্রতি তার করণীয় কর্তব্য পালনে ব্রতী হবে। কবি কাজী নজরুল লিখেছেন–

আপনার তুমি জান পরিচয়,– তুমি কল্যাণী তুমি নারী–
আনিয়াছ তাই ভরি হেম– বারি মরু বুকে জম জম বারি।
আন্তরিকার আধার চিরিয়া প্রকাশিলে তব সত্য রূপ–
তুমি আছ-আছে তোমারও দেবার, তব গেহ নহে অন্ধকূপ।

নারীর চৈতন্য হোক এবং আত্মোপলব্ধির মাধ্যম স্বীয় স্বরূপকে জাগরিত করে সমহিমায়– মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হোক– বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম সেই আহ্বানই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। তিনি নারীকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন আত্মপ্রত্যয় ও মুক্তিচেতনায়-নারীজাগরণে। এই নারী জাগরণে সহযোগিতার জন্য পুরুষ জাতিকে সচেতনতা প্রদান করেছেন; অন্যদিকে নারীদের বলিষ্ঠ বীর্যবতী ও সংগ্রামী দ্যোতনায় পুষ্ঠ করেছেন তাঁর সাহিত্যে। কবি তাঁর হৃদয়জাত মানবিকতাবোধে নারীকে শোনান আত্মপ্রত্যয়ী আশাবাদ, উদ্বুদ্ধ করেন মর্যাদা ও অধিকার আদায়ে সংগ্রামী হতে এবং অনুপ্রেরণা যোগান নারীকে আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হতে। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের অন্বিষ্ট নারী-জাগরণ সমাজে বিরাজিত হয়ে সাম্য চিন্তাচেতনায় সমাজের অগ্রগতি অব্যাহত হোক। নারী জাগরণের জয় বিঘোষিত হোক। কবির বিজয়-লক্ষ্মী নারীর অগ্রযাত্রা সর্বত্র সর্বস্তরে সুদৃঢ় হোক– এই প্রার্থনা করি কায়মনোবাক্যে।

লেখক: সাংবাদিক, সংগঠক, প্রাবন্ধিক ও গবেষক

পরিবার একটি কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান

শামস সাইদ

সভ্যতার ইতিহাসে পরিবার একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। এ কথাও বলা যায় মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠেছে পরিবারের ওপর ভিত্তি করেই। এজন্য পরিবারকে বলা হয় কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর পার্থক্য এখানেই যে, মানুষ পরিবার প্রথা লালন করে, অন্যান্য প্রাণী তা করে না। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে স্বামী-স্ত্রী-পিতা-কন্যা-ভাই-বোন ইত্যাদি পরিচয় নেই। কিন্তু মানুষের আছে। ফলে যে মানুষ একসময় অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে বনজঙ্গলে বাস করতো বলে জানা যায় সেই মানুষ পরিবার প্রথা অবলম্বনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে বনজঙ্গল ছেড়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতি নির্মাণ করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপুল আয়োজনে পৃথিবীকে সুন্দর করে তুলেছে। একটু চিন্তা করলেই একথার সত্যতা বোঝা যায়। মানুষ যখন প্রথম পরিবার প্রথা চালু করে তখনই তার প্রয়োজন হয় ব্যক্তিগত গোপনীয়তার। আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছাড়াও ব্যক্তিগত পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য দরকার হয় একান্ত গৃহকোণ, নিজস্ব ঘর। তারপর প্রশ্ন আসে এটা 'আমার ঘর', ওটা 'তোমার ঘর'। এভাবে 'আমার ঘর', 'তোমার ঘর', আরো দশজনের ঘর মিলে তৈরি হয় একটা পাড়া। প্রত্যেকের ঘরের অধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয় কিছু সামাজিক নিয়মকানুনের যা সকলেই মেনে চলার অঙ্গীকার করে। 'আমি তোমার ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করব না, তুমি আমার ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করবে না'– এভাবে তৈরি হয় সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতার আইন। ঘরোয়া জীবনকে আর একটু সুন্দর, মোহনীয় এবং সহজ করার জন্য শুরু হয় শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা। পরিবার হয়ে উঠে মানুষের কাছে আকর্ষণীয় একটি বিষয়। পরিবার গঠনের মাধ্যমেই মানুষ প্রথমবারের মতো বুঝতে পারে যে তার সামনে রয়েছে সভ্যতা নির্মাণের মতো এক মহৎ লক্ষ্য। পরিবার মানুষকে প্রদান করল সমষ্টিগত ভবিষ্যৎ নির্মাণের মহান লক্ষ্য আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মানুষ হয়ে উঠল এক মহান প্রাণী যাঁরা অন্যান্য পশু-প্রাণী থেকে স্পষ্টভাবে আলাদা হয়ে পড়ল। পশু এখনও বনেই বাস করে চলেছে কিন্তু মানুষ বনজঙ্গল ছেড়ে এসে সভ্যতার অধিকারী হয়েছে, কারণ মানুষের আছে পরিবার কিন্তু পশুর তা নেই। তাই পরিবারকে বলা হয় সভ্যতার একক। সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এক প্রতিষ্ঠান। পরিবার প্রথা মানুষকে সৃষ্টির সেরা প্রাণী হিসেবে জগতের বুকে স্থান করে দিয়েছে। যুগে যুগে মানুষের কল্যাণ সাধন করে এসেছে। দিনে দিনে এর গুরুত্ব ও কাজের ক্ষেত্র আরো বেড়ে চলেছে।

বর্তমান যুগে শিশুদেরকে সামাজিকভাবে বড়ো করে তোলার জন্য এবং বয়স্কদের মানসিক প্রশান্তির জন্য পরিবারের কোনো বিকল্প নেই। পরিবার একটি শিশুকে সামাজিক পরিচয় প্রদান করে। যে শিশুর বাবা-মা'র পরিচয় পাওয়া যায় না তার পক্ষে সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়া কিংবা একটা ভালো অবস্থানে পৌঁছা আদৌ সম্ভব নয় তা সে যত মেধাবী আর পরিশ্রমীই হোক না কেন। তাই একটি নিষ্পাপ শিশুকে আত্মপরিচয়ের এই সংকট থেকে মুক্তি দিতে প্রয়োজন পারিবারিক পরিমণ্ডল। আবার বৃদ্ধকালে একজন মানুষ যখন শারীরিকভাবে এবং আবেগগতভাবে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তখন তিনি তার শরীর-মনের খোরাক কেবলমাত্র পারিবারিক পরিমণ্ডলেই খুঁজে পেতে পারেন। কোনো বয়স্ক ব্যক্তির যদি প্রচুর টাকাপয়সা থাকে তবে তিনি চাইলে অর্থের বিনিময়ে সেবা-যত্ন পেতে পারেন। কিন্তু সেই সেবাযত্ন দ্বারা তার শরীরের ক্লান্তি দূর হলেও মনের ক্লান্তি বাড়বে ছাড়া কমবে না। কারণ কেনা সেবা-যত্নের সঙ্গে মনের আবেগের সম্পর্ক থাকে না। পক্ষান্তরে তার যদি একটা পরিবার থাকে তবে সেখানে তার পুত্র-কন্যা-পুত্রবধূ এবং নাতি-নাতনীদের একটু সংস্পর্শ, একটু মিষ্টি কথা তার মনকে ভরিয়ে দিতে পারে। এভাবে যুগে যুগে পরিবার মানুষের কল্যাণে ভূমিকা রেখে আসছে।

তবে পরিবার প্রথার মৌলিক রূপটি এক থাকলেও যুগে যুগে তার চেহারাটি বিভিন্ন দিকে গতিপ্রাপ্ত হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলেছে। যেমন বর্তমান যুগের ধারায় দেখা যাচ্ছে বড়ো পরিবার ভেঙে ছোটো ছোটো একক পরিবার তৈরি হচ্ছে আর নারীরা পূর্বের তুলনায় বর্তমানে বিপুল সংখ্যায় বাড়ির বাইরের কর্মজগতের সঙ্গে যুক্ত হতে পারছে। পরিবার গঠনের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন (অথবা বহুবিবাহের ক্ষেত্রে কয়েকজন) স্ত্রী প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে ও সামাজিক স্বীকৃতির মাধ্যমে পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার ও কিছু নিয়ন্ত্রিত আচরণ মেনে চলার অঙ্গীকার করে। এটা হচ্ছে পরিবারের মৌলিক রূপ। কিন্তু পরিবারে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাসরত দুজন নারী-পুরুষের দায়দায়িত্ব ও অধিকারের ক্ষেত্রটি বিভিন্নযুগে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক-অর্থনৈতিক টানাপড়েনের দ্বারা বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। যেমন সামন্তযুগে বা জমিদারি যুগে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীরাও বাড়ির বাইরে কৃষি জমিতে কাজ করতে অভ্যস্ত ছিল। কারণ জমিদারি যুগে সাধারণ মানুষ কোনো জমির মালিক হতে পারত না। একজন সাধারণ মানুষের যত অর্থ-সম্পদই থাকুক না কেন তিনি কোনো ভূমির মালিক হতে পারতেন না। কারণ তখন জমি বিক্রয়ের বা ব্যক্তি মালিকানায় ভূমি প্রদানের কোনো নিয়ম ছিল না। লোকেরা বার্ষিক খাজনার ভিত্তিতে ভূস্বামী বা জমিদারের নিকট থেকে জমি ভোগের অধিকার পেত। তাছাড়া সে সময়ে টাকার প্রচলন এখনকার মতো এত বেশি ছিল না। সাধারণ জনগণের হাতে নগদ টাকা খুব কমই থাকত। লোকেরা জমিতে উৎপাদিত ফসলের দ্বারা জমিদারের খাজনা পরিশোধ করত। ফলে জমিতে যাঁরা যত বেশি ফসল উৎপাদন করতে পারত তারা জমিদারকে তত বেশি খাজনা দিতে পারত আর পরবর্তীতে তারা তত বেশি জমি ভোগের অধিকার পেত। এভাবে সে যুগে মানুষের প্রধান লক্ষ্যই ছিল জমিতে বেশি বেশি ফসল উৎপাদন করা। আর সেই ফসল উৎপাদনে প্রযুক্তিগত সুবিধার চেয়ে শারীরিক শ্রমই প্রধান ছিল। তাই বেশি বেশি ফসল

খাওয়ার টেবিলে পরিবারের সবার সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি

উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রত্যেক পরিবারের সদস্যরা সকলে মিলে অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী-সন্তানাদি সকলে মিলে মাঠের কাজে লেগে পড়ত। এভাবে সামন্তযুগে বা জমিদারি যুগে স্বামীদের সঙ্গে স্ত্রীরাও বাড়ির বাইরে মাঠের কাজে কঠোর পরিশ্রম করত।

তারপর এল শিল্পযুগ। এ সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে হঠাৎ করেই কলকারখানার ব্যাপক বিস্তার ঘটল। শারীরিক শ্রমের বদলে পাওয়ার ইঞ্জিন (power engine) দ্বারা কলকারখানার চাকা ঘুরতে লাগল। উৎপাদনের গতি বাড়ল। কারখানা মালিকের লাভ বাড়ল। অপরদিকে লাখ লাখ মানুষ কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে পড়ল। আগে যেখানে ১০০টা তাঁতের কলে ১০০ জন তাঁতি শারীরিক শ্রম ব্যবহার করে কাপড় উৎপাদন করত, শিল্পযুগে এসে সেখানে ১টা মেশিনেই ১০০টা তাঁতের কাজ হতে লাগল। তাদের মধ্যে ১ জন হয়ত শিল্পকারখানার বেতনভোগী শ্রমিক হিসেবে চাকরি পেল। এভাবে শিল্পযুগে এসে শতকরা ১ জন লোক কারখানার বেতনভোগী শ্রমিকে পরিণত হলো। পক্ষান্তরে শতকরা ৯৯ জন লোক হয়ে পড়ল বেকার। যেখানে শতকরা ৯৯ জন লোক উৎপাদনমুখী কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেকার হয়ে পড়ল সেখানে নারীদের বাড়ির বাইরের উৎপাদনমূলক কাজে জড়িত হওয়ার মোটেই কোনো সুযোগ থাকল না। ফলে শিল্পযুগে নারীরা পুনরায় ঘরের কাজে আবদ্ধ হয়ে পড়ল। এ অবস্থা চলতে লাগল বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পূর্ব পর্যন্ত। অতঃপর অল্প সময়ের ব্যবধানে দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হলো। বিশ্বের প্রধান দেশগুলি দুই শিবিরে ভাগ হয়ে যুদ্ধে উন্মত্ত হয়ে উঠল। ছোটো ছোটো দেশগুলো কোনো না কোনোভাবে এই দুই দলের এক দলে যোগ দিতে বাধ্য হলো। কেউ কেউ নামে মাত্র নিরপেক্ষ থাকতে চেষ্টা করলেও প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বিশ্বই যেন দুভাগ হয়ে যুদ্ধে মেতে উঠেছিল। যদিও সভ্যতার ইতিহাসে দুটি বিশ্বযুদ্ধের স্থিতিকাল অল্পই ছিল কিন্তু ঘটনা হিসেবে তা ছিল যুগান্তকারী।

যুদ্ধ-পূর্ববর্তী যুগ থেকে যুদ্ধ-পরবর্তী যুগের মানুষের ধ্যান-ধারণা, চিন্তাচেতনা, মূল্যবোধ ও আচার-আচরণ সম্পূর্ণ বদলে গেল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়ে গেল সম্পূর্ণ বিপরীত। বিশ্বযুদ্ধের মতো জঘন্য ঘটনাটির মাধ্যমে প্রমাণ হয়ে গেল যে, ক্ষমতা ও স্বার্থের লোভে মানুষ কতটা নিষ্ঠুর ও অবিবেচক হতে পারে। কতটা অবলীলায় বিপুল ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে পারে। কতটা নিপুণ-নিষ্কম্প হাতে মানববিধ্বংসী অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারে। যুদ্ধ-পূর্ব যুগে সৎগুণ সম্পন্ন প্রাণী হিসেবে মানুষের যে পরিচয় ছিল বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে সে পরিচয় ধূলিসাৎ হয়ে গেল। মানুষে মানুষে ভালোবাসা এবং মানব মনের কোমল দিক সম্পর্কে যে আস্থা ছিল তা ভেঙে গেল। যুদ্ধ-পরবর্তী যুগে মানুষে মানুষে সন্দেহ আর অবিশ্বাসই যেন সত্য হয়ে দেখা দিল। আর দশটা প্রাণীর মতো মানুষের মধ্যেও হিংসা, ঘৃণা, লোভ, ক্রোধ আছে তা স্পষ্টভাবে স্বীকার করে নেওয়া হলো। সাহিত্যের ভাষায় এ ঘটনাকে বলা হয় Disillusionment বা 'মোহভঙ্গ'। মানুষের ভালো ভালো গুণাবলি সম্পর্কে যে অবাস্তব কল্পনা বা 'মোহ' ছিল তা যেন ভেঙে গেল। পুরাতন আদর্শবাদী মূল্যবোধগুলো ভেঙে নতুন আধুনিক বাস্তববাদী মূল্যবোধ গঠিত হতে লাগল। নতুন এই মূল্যবোধগুলো ছিল মধ্যপন্থি এবং জীবনঘনিষ্ঠ। নতুন এই মূল্যবোধের বিচারে দেখা গেল মানুষ যেমন সর্বগুণের আঁধার কোনো স্বর্গীয় প্রাণী নয়, তেমনি মানুষ আবার পশুও নয়। মানুষ যদি সর্বগুণের আঁধার স্বর্গীয় কোনো প্রাণী হতো তবে পরপর দুটি মানবধ্বংসী বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হতো না। আবার সে যদি আর দশটা পশুর মতো একটা পশু হতো তবে সভ্যতার ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত সেই ভয়ংকর বিশ্বযুদ্ধ থামত না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষের বিবেক জাগ্রত হয়েছে।

যুদ্ধাক্রান্ত মানুষের কান্না, আহাজারি আর সভ্যতার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ভেবে মানুষ যুদ্ধ ছেড়ে আবার শান্তির পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। বিশ্বে শান্তি পুনঃস্থাপিত হয়েছে। গঠিত হয়েছে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর সম্মেলন কেন্দ্র জাতিসংঘ। গৃহীত হয়েছে আলোচনার মাধ্যমে সংঘাত নিরসনের নীতি। তাই যুদ্ধ-পরবর্তী যুগে এসে বলা হল মানুষ স্বর্গীয় প্রাণীও নয় আবার সে একেবারে পশুও নয়। মানুষ মানুষই। এভাবে শুধু জগতে মানুষের অবস্থান সম্পর্কেই নয়, নারীর অধিকার সম্পর্কে, নারী-পুরুষ বৈষম্য সম্পর্কে, পরিবারে উভয়ের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে পুরাতন মূল্যবোধ ভেঙে নতুন আধুনিক জীবনঘনিষ্ঠ মূল্যবোধ গঠিত হতে লাগল। সেই নতুন মূল্যবোধের নিরিখেই প্রশ্ন দেখা দিল নারীরা কেন অফিস-আদলত- কলকারখানা-ব্যাবসাবাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার পাবে না। এ প্রশ্নের জবাবে সকলেই যেন একটা উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করল। ফল হিসেবে যুদ্ধ-পরবর্তী যুগে অফিস-আদলত-ব্যাবসাবাণিজ্যসহ বাইরের কর্মজগতের সর্বত্র পুরুষের পাশাপাশি নারীর সদর্প উপস্থিতিকে মেনে নেওয়া হলো। এভাবে যুদ্ধ-পরবর্তী যুগে নারীরা বাইরের কর্মগজতে তাদের মেধা ও যোগ্যতার সাক্ষর রাখতে লাগল। কর্মজীবী নারীরা তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতার প্রভাবে পরিবারে আরো জোরালো ভূমিকা রাখতে লাগল। পুরুষের পাশাপাশি সকল কর্মে নারীর যোগ্যতাও প্রমাণ হলো। ফলে 'পুরুষের কাজ' আর 'স্ত্রীলোকের কাজ' বলে কোনো ভেদাভেদ থাকল না। পরিবারে 'স্বামীর কাজ' আর 'স্ত্রীর কাজ' বলে দুধরনের কাজের সীমারেখা থাকল না। সময়, সুযোগ, সুবিধা সর্বোপরি পরিবারের কল্যাণের প্রয়োজনে সংসারের সব ধরনের কাজ উভয়ে মিলেই করতে লাগল। আধুনিক যুগে পরিবর্তনশীল পারিবারিক গতিধারার আর একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হলো বড়ো পরিবার ভেঙে যাওয়া।

শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে এটা হচ্ছে বলে মনে হয়। কোনো একটি স্থানে একটি নতুন শিল্পকারখানা স্থাপন হলে সেই কারখানায় দূর-দূরান্ত থেকে শ্রমিক-কর্মচারীরা কাজ করতে আসবে। একসময় তারা চাইবে তাদের দূরবর্তী যৌথ পরিবার ছেড়ে কারখানার নিকটস্থ এলাকায় এসে শুধু নিজের স্ত্রী-সন্তান নিয়ে একক পরিবার গড়তে। আবার নগরায়ণের ফলে একটি পশ্চাদপদ জায়গায় নতুন নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ঐসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক ও কর্মচারীরা সকলেই একইভাবে যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবার গড়ে তুলবে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। আত্মীয়তার বন্ধন কমে যাচ্ছে। উন্নত বিশ্বে বিবাহ বিচ্ছেদের হার বাড়ছে। অবশ্য বিবাহ বিচ্ছেদের হার বাড়ার অর্থ পরিবার প্রথা উঠে যাচ্ছে তা নয়। এর অর্থ পরিবারের স্থিতিশীলতা কমে যাচ্ছে। বিবাহ বন্ধন দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না। এক পরিবারের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ঐ স্বামী/স্ত্রী পুনরায় অন্যত্র বিবাহের মাধ্যমে নতুন পরিবার গঠন করছে। বলা যায়, বর্তমানে উন্নত বিশ্বে পরিবার প্রথা একটি অস্থিতিশীল অবস্থার মধ্য দিয়ে চলছে। অন্যদিকে ইউরোপ, আমেরিকার মতো অতি উন্নত পশ্চিমা দেশগুলোতে বিবাহ প্রায়ই ভেঙে যায়। সেসব দেশে নারী এবং পুরুষ উভয়ের সমান অর্থনৈতিক ক্ষমতা, উভয়ের স্বাধীনচেতা মনোভাব এবং ব্যক্তিত্বের সংঘাতকেই এর কারণ হিসেবে মনে করা হয়। সেসব দেশে এমন ঘটনার কথাও শোনা যায় যে, বিছানার চাদরের রঙ কেমন হবে তা নিয়ে উভয়ে একমত না হতে পারায় বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়। শিক্ষাদীক্ষায়, অর্থনৈতিক ক্ষমতায় সমান স্বামী এবং স্ত্রীর মাঝে সামান্য বিষয়ে পছন্দ ও রুচিবোধের অমিল হলেই ব্যক্তিত্বের সংঘাত বেধে যায়। পশ্চিমা দেশের এসব ভাঙনমুখর পরিবারের সন্তানেরা প্রচণ্ড মানসিক সমস্যার মধ্যে পড়ে। পশ্চিমা বিশ্ব সুস্থ পারিবারিক ধারায় ফিরে না আসতে পারলে শীঘ্রই মানসিক রোগগ্রস্ত একটি উন্মত্ত প্রজন্মের মুখোমুখি হবে কি-না তা ভবিষ্যৎই বলতে পারবে।

লেখক: কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

করোনা বনাম গণসচেতনতা

ডা. মোহাম্মদ হাসান জাফরী

এ বছর শুরু থেকেই সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে যে আতঙ্ক বিরাজ করছে, তার নাম 'করোনা'। করোনায় প্রায় সকল কার্যক্রম বন্ধ। বাসায় থাকতে, আর এ বিষয়ক খবর ও পরিসংখ্যান দেখতে দেখতে নাভিশ্বাস উঠছে মানুষের। তাই এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য করণীয় বিষয়গুলোতে আরো সচেতন হতে হবে আমাদের।

করোনা মোকাবিলায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করছে। লকডাউন বা সান্ধ্য আইন যেমন আছে তেমনি আছে সাধারণ ছুটিও। বাংলাদেশ সরকার সাধারণ ছুটি ঘোষণার মাধ্যমে সংক্রমণ রোধের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন উঠছে, জীবন নাকি জীবিকা, কোনটা আগে? জীবন বাঁচাতে ঘরে থাকলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের চলবে কতোদিন? আবার জীবিকার তাগিদে বের হলে করোনা ছড়াবে দ্রুত। শুধু বাংলাদেশ নয়, উন্নত বিশ্বেও একই চিত্র। জীবিকার তাগিদে বের হতে হলেও আমাদের স্বাস্থ্য সচেতনতার দিকগুলো কঠোরভাবে মেনে চলতেই হবে।

আমরা সবাই জানি COVID-19 সাধারণত সংক্রমিত ব্যক্তির হাঁচি-কাশির মাধ্যমে সৃষ্ট বায়ুকণা (Respiratory Droplets) থেকে ছড়ায়। এছাড়া সংক্রমিত ব্যক্তির জীবাণু হাঁচি-কাশির কারণে বা জীবাণুযুক্ত হাত দিয়ে স্পর্শ করার কারণে পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর পৃষ্ঠতলে লেগে থাকলে এবং সেই ভাইরাসযুক্ত পৃষ্ঠতলে অন্য কেউ হাত দিয়ে স্পর্শ করলে নাকে-মুখে-চোখে হাত দিয়ে দেহে প্রবেশ করে। আক্রান্ত হওয়ার ২-১৪ দিনের মধ্যে উপসর্গ দেখা যায়। ব্যাধিটির সাধারণ উপসর্গ হিসেবে জ্বর, শুকনো কাশি এবং শ্বাসকষ্ট দেখা যায়। কিছু ক্ষেত্রে মাংসপেশীর ব্যথা, গলায় ব্যথা, সর্দি, পেটের পীড়া দেখা যেতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপসর্গগুলো নমনীয় আকারে দেখা যায়, কিন্তু কিছু গুরুতর ক্ষেত্রে ফুসফুস প্রদাহ (নিউমোনিয়া) এবং বিভিন্ন অঙ্গের বিকলঙ্গতাও দেখা যায়। সাধারণত RT-PCR-এর মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা হয়।

আমাদের সচেতনতা এজন্যই বেশি প্রয়োজন কারণ এ রোগের সুলভ প্রতিরোধক টিকা বা প্রতিষেধক এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। বিশ্বের নানা প্রান্তে বিজ্ঞানীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এ বিষয়ে কিছু আবিষ্কার করে মানবজাতিকে করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি দিতে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান করোনার টিকা আবিষ্কারের পথে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছেন। মানুষের দেহে পরীক্ষামূলক ট্রায়ালও হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা এবছর সেপ্টেম্বর নাগাদ করোনার টিকা বাজারজাতকরণের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। সম্প্রতি Remdesivir নামে একটি ওষুধ করোনায় আক্রান্ত ইমার্জেন্সি রোগীদের জন্য ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে আমেরিকা ও জাপান। তবে এখনো উপসর্গগুলোর চিকিৎসা, সহায়ক যত্ন, আইসোলেশন (উপসর্গযুক্ত ব্যক্তিদের আলাদা রাখা) এবং পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণই মূল করণীয়।

COVID-19 প্রতিরোধের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আতঙ্কিত না হয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধি

করা। ঘন ঘন সাবান-পানি বা ৬০% এলকোহলযুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধোয়া, নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখা এবং অন্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ থেকে বিরত থাকতে হবে, যথাসম্ভব বাসায় থাকতে হবে। করমর্দন বা কোলাকুলি থেকে বিরত থাকতে হবে। করোনা ভাইরাস কোনো লক্ষণ-উপসর্গ ছাড়াই দুই সপ্তাহ সময় ধরে যে-কোনো ব্যক্তির দেহে তার অজান্তেই বিদ্যমান থাকতে পারে। এজন্য করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তি সংস্পর্শে এলে অথবা সম্প্রতি বিদেশ থেকে আগত ব্যক্তিদের কোয়ারেন্টাইনে (উপসর্গবিহীন ব্যক্তিদের আলাদা রাখা) থাকতে হবে এবং উপর্যুক্ত উপসর্গ দেখা দিলে পরীক্ষা করাতে হবে। হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার মেনে চলতে হবে (টিস্যুপেপার দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে রাখতে হবে এবং সেটি সাথে সাথে ঢাকনাযুক্ত পাত্রে ফেলে দিতে হবে। টিস্যুপেপার না থাকলে কনুইয়ের ভাঁজে মুখ ঢেকে হাঁচি-কাশি দিতে হবে। মুখ না ঢেকে হাঁচি-কাশি দিলে করোনা ভাইরাস তার আশপাশে (১-২ মিটার পরিধির মধ্যে) বাতাসে কয়েক ঘণ্টা ভাসমান থাকতে পারে। সাধারণ ও সুস্থ ব্যক্তির সার্জিক্যাল মাস্ক ব্যবহার করা উচিত, আর আক্রান্ত ব্যক্তি কিংবা আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারেন এমন ব্যক্তি এবং তাদের পরিচর্যার লোকদের মাস্ক ব্যবহার অপরিহার্য। এ রোগে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি স্বল্প রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বেশি সাবধান থাকতে হবে কারণ তাদের জটিলতা বেশি।

ডাক্তার এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য, বিশেষত যাদের COVID-19 রোগীর সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা আছে, তাদের জন্য PPE (Personal Protective Equipment) বাধ্যতামূলক, কারণ

লকডাউনের একটি দৃশ্য

তা না হলে তিনি নিজে আক্রান্ত হওয়ার পাশাপাশি বিশাল জনগোষ্ঠীকে আক্রান্ত করে ফেলবেন। এছাড়া WHO, সরকার, IEDCRসহ বিভিন্ন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান আমাদের সকলকে যে পরামর্শ দিচ্ছে, ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন কোর্সের মাধ্যমে, তা পালন করতে হবে।

৮ই মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনা ভাইরাসের রোগী শনাক্ত হয়। এরপর নিয়মিত IEDCR এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ সম্মেলন হচ্ছে। বর্তমানে সারা দেশে অনেকগুলো নির্ধারিত স্থানে করোনা টেস্ট করানো হচ্ছে এবং শীঘ্রই আরো প্রতিষ্ঠানের COVID-19 স্ক্রিনিং শুরু করা হবে। সারা দেশে বেশ কয়েকটি করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতল করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ ব্যাপারে সার্বক্ষণিক তদারকি করছেন, ভিডিও কনফারেন্সে পরামর্শ দিচ্ছেন এবং অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রণোদনা ঘোষণা করেছেন। দরিদ্র জনগোষ্ঠী যেন বিপদে না পড়ে এবং দ্রব্যমূল্য যেন বৃদ্ধি না পায় এজন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে, এতে যেন কোনো দুর্নীতি না হয় এবং সবাই যেন ত্রাণ পায় তা ভালোভাবে মনিটর করতে হবে। বিপুল চাহিদার কারণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরি করছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং PPE-এর গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ উপরিউক্ত পরামর্শগুলোর পাশাপাশি বিশেষজ্ঞদের উপদেশ আমাদেরকে মেনে চলতে হবে। গুজবে কান দেওয়া যাবে না। ডাক্তার এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে পর্যাপ্ত PPE সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে, চিকিৎসা সংক্রান্ত এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। পরিশেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথা প্রণিধানযোগ্য, 'অতি প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে যাবেন না। বাইরে জরুরি কাজ সেরে বাড়িতে থাকুন।... আপনার পরিবারের সবচেয়ে সংবেদনশীল মানুষটির প্রতি বেশি নজর দিন। তাঁকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করুন।... আতঙ্কিত হবেন না। আতঙ্ক মানুষের যৌক্তিক চিন্তাভাবনার বিলোপ ঘটায়। সব সময় খেয়াল রাখুন আপনি, আপনার পরিবারের সদস্যগণ এবং আপনার প্রতিবেশীরা যেন সংক্রমিত না হন। আপনার সচেতনতা আপনাকে, আপনার পরিবারকে এবং সর্বোপরি দেশের মানুষকে সুরক্ষিত রাখবে। ১৯৭১ সালে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা শত্রুর মোকাবিলা করে বিজয়ী হয়েছি। করোনা ভাইরাস মোকাবিলাও একটা যুদ্ধ। এ যুদ্ধে আপনার দায়িত্ব ঘরে থাকা। আমরা সকলের প্রচেষ্টায় এ যুদ্ধে জয়ী হবো, ইনশাআল্লাহ।'

লেখক: চিকিৎসক ও কলামিস্ট

এডুকেশন ফর নেশন

দেশে চালু হলো নতুন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম 'এডুকেশন ফর নেশন'। ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের মাধ্যমে শুরু হওয়া প্ল্যাটফর্মটি নবম, দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির অনলাইন ক্লাস নিতে সহায়তা করবে।

❑ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক সম্প্রতি আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে 'এডুকেশন ফর নেশন' প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অনলাইন ক্লাস চালুর কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন।

❑ এ উপলক্ষে আয়োজিত প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, কভিড-১৯ মহামারি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেদের খাপ খাওয়াতে প্রযুক্তি ব্যবহারের বিকল্প নেই। বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সরবরাহসহ সকল বাণিজ্যিক কার্যক্রম চলমান রাখতে প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। তিনি বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফলকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা দেশে-বিদেশে চলমান রাখতে হবে।

❑ আইসিটি বিভাগের আইডিয়া প্রকল্পের মাধ্যমে প্রবর্তিত এই অনলাইন প্ল্যাটফর্ম শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, পর্যায়ক্রমে দেশের সবকয়টি সরকারি স্কুল ও কলেজে এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইন ক্লাস চালু করা হবে।

❑ রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের প্রথম অনলাইন ক্লাস চালুর উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, বৈষম্যমুক্ত গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শহর থেকে গ্রাম, কেন্দ্র থেকে প্রান্তে মহামারি ছাড়াও বিশেষ পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম বেগবান করা হবে।

❑ প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, যাদের ইন্টারনেট ও ডিজিটাল ডিভাইস নেই তাদের জন্য টোল ফ্রি নম্বর ৩৩৩৬ কলসেন্টারের মাধ্যমে শিক্ষাসহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অচিরেই এই সেবা চালু করা হবে।

❑ উল্লেখ্য, মহামারি সময়ে ঘরে বসেই মৌলিক সেবা অব্যাহত রাখতে আইসিটি বিভাগের পক্ষ থেকে নেয়া 'হেলথ ফর নেশন' এবং 'ফুড ফর নেশন' প্ল্যাটফর্ম-এর পর এবার চালু হলো 'এডুকেশন ফর নেশন'। জুম নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে 'এডুকেশন ফর নেশন'। প্রতিটি ক্লাস চলবে ৬০ মিনিট। এর মধ্যে ৪৫ মিনিট পাঠদান এবং বাকি ১৫ মিনিট প্রশ্ন উত্তর পর্ব থাকবে। প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হবে ৪টি করে অনলাইন ক্লাস।

প্রতিবেদন: শুভ আহমেদ

পরিযায়ী পাখির অভয়াশ্রম বাংলাদেশ

আবেদ রহমান

বিশ্বের অসংখ্য দেশের মধ্যে পরিযায়ী পাখির জন্য সুন্দর অভয় আশ্রম হচ্ছে বাংলাদেশ। আমাদের দেশের প্রায় প্রতিটি নদনদী, হাওর-বাঁওড়, বিলঝিলে এসব পাখিদের বিচরণ লক্ষ করা যায়। সংশ্লিষ্টদের মত অনুযায়ী, পাখির উপস্থিতি আমাদের দেশের পরিবেশ ও পর্যটন শিল্পকে প্রসারিত করছে। কেননা এরা স্বল্পকালের জন্য হলেও আমাদের প্রকৃতিতে একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে সার্বিক পরিবেশকে নতুন রূপদান করে। পাখির সৌন্দর্য, কলতান, পাখা মেলে উড়ে বেড়ানো আদিকাল থেকেই মানুষকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করে আসছে। পরিবেশ পর্যটনের জন্য বাংলাদেশের যে কয়টি স্থানে পরিযায়ী পাখির সমাগম ঘটে সেসব স্থানে পর্যটকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিযায়ী পাখির আবাসস্থল ও জলাভূমির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে– বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের বাইক্কার বিল। এশিয়ার বৃহত্তম হাওর হাকালুকি পরিযায়ী পাখির এক নম্বর আবাসস্থল। সোনাদিয়া, নিঝুম দ্বীপ, নীলফামারী জেলার নীলসাগর, ঢাকার মিরপুরের চিড়িয়াখানা ও জাতীয় উদ্যান, মিরপুর সিরামিক লেক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের জলাশয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, পুটিয়ার পচামাড়িয়া, সুনামগঞ্জ জেলার টাঙ্গুয়ার হাওর, দিনাজপুরের রামসাগর, বরিশালের দুর্গাসাগর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পাখি পরিযান বলতে নির্দিষ্ট প্রজাতির কিছু পাখির প্রতিবছর বা কয়েক বছর পর পর একটি নির্দিষ্ট ঋতুতে বা সময়ে কম করে দুটি অঞ্চলের মধ্যে আসা-যাওয়াকেই বোঝায়। জীবজন্তুর ক্ষেত্রে মাইগ্রেশনের সঠিক পরিভাষা হচ্ছে সাংবাৎসরিক পরিযান। যেসব প্রজাতির পাখি পরিযানে অংশ নেয়, তাদেরকে পরিযায়ী পাখি বলে। এ পাখিরা প্রায় প্রতিবছর পৃথিবীর কোনো এক বা একাধিক দেশ বা অঞ্চল থেকে বিশ্বের অন্য কোনো অঞ্চলে চলে যায় কোনো একটি বিশেষ ঋতুতে। সে ঋতু শেষে পরিযায়ী পাখিরা আবার ফিরে যায় যেখান থেকে এসেছিল সেখানে। এমন আসা-যাওয়া কখনো এক বছরে সীমিত থাকে না। এ ঘটনা ঘটতে থাকে প্রতিবছর এবং কমবেশি একই সময়ে।

পাখি পরিযানের অন্যতম দুটি কারণ হচ্ছে– খাদ্যের সহজলভ্যতা আর বংশবৃদ্ধি। উত্তর গোলার্ধের অধিকাংশ পরিযায়ী পাখি বসন্তকালে উত্তরে আসে অত্যধিক পোকামাকড় আর নতুন জন্ম নেওয়া উদ্ভিদ ও উদ্ভিদাংশ খাওয়ার লোভে। এসময় খাদ্যের প্রাচুর্যের কারণে এরা বাসা করে বংশবৃদ্ধি ঘটায়। শীতকালে বা অন্য যে-কোনো সময়ে খাবারের অভাব দেখা দিলে এরা দক্ষিণে রওনা হয়। আবহাওয়াকে পাখি পরিযানের অন্য আরেকটি কারণ হিসেবে ধরা হয়। শীতের প্রকোপে অনেক পাখিই পরিযায়ী হয়। হামিংবার্ডও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে খাবারের প্রাচুর্য থাকলে প্রচণ্ড শীতেও এরা বাসস্থান ছেড়ে অন্য স্থানে যায় না।

পাখিদের মধ্যে সাধারণত তিন ধরনের পরিযান লক্ষ করা যায় যথা:

১. স্বল্পদৈর্ঘ্য পরিযান: এ ধরনের পরিযায়ী পাখিগুলো প্রধানত স্থায়ী। তবে খাদ্যাভাব দেখা দিলে এরা তাদের স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্রের আশপাশে অন্য অঞ্চলে গমন করে। এদের পরিযান অনিয়মিত। চাতক, পাপিয়া, খয়েরিডানা পাপিয়া স্বল্পদৈর্ঘ্যের পরিযায়ী পাখি।

২. মধ্যদৈর্ঘ্য পরিযান: এ প্রজাতির পাখিরা প্রায়শ পরিযান ঘটায়, তবে পরিযানের বিস্তার স্বল্পদৈর্ঘ্যের পরিযায়ী পাখিদের তুলনায় অনেক বেশি হয়।

৩. দীর্ঘদৈর্ঘ্য পরিযান: এ প্রজাতির পাখিদের পরিযান এক বিশাল এলাকাজুড়ে ঘটে। এ ধরনের পাখিদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে এক বা একাধিক সপ্তাহ লাগে। এসময় এরা হাজার হাজার মাইল দূরত্ব পাড়ি দেয়। নীলশির, লালশির, কালো হাঁস, লেঞ্জা হাঁস, ক্ষুদ্র গাংচিল দীর্ঘদৈর্ঘ্যের পরিযায়ী পাখি।

বাংলাদেশে ৬ শতাধিক প্রজাতির পাখি রয়েছে যার মধ্যে ২০০ প্রজাতির পরিযায়ী পাখি আছে। জানা যায় যে, ইউরেশিয়ায় ৩০০ প্রজাতির বেশি প্রজননকারী পাখির এক-তৃতীয়াংশ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া– যা আফ্রিকায় পরিযান করে। এসব পাখির এক

তৃতীয়াংশ বাংলাদেশে আসে। বাংলাদেশের সাইবেরিয়া থেকে বেশি সংখ্যক পাখিই আসে, অধিকাংশই আসে হিমালয় ও উত্তর এশিয়া থেকে। বাংলাদেশ ১২ ও ১৩ই মে বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস বা ওয়ার্ল্ড মাইগ্রেনড বার্ড ডে হিসেবে পালন করে থাকে, যা আমাদের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ইউনিসেফ ও অন্যান্য সংস্থার উদ্যোগে ২০০৬ সাল থেকে প্রতিবছরই সারা বিশ্বে ৯ থেকে ১০ই মে পরিযায়ী পাখি দিবস পালন করে থাকে। ২০১৫ সালেও ৯-১০ই মে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশে বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস পালন করেছেন আমাদের পাখিবিদরা। ২০১৬ সালে ইউনেস্কোসহ বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা ১০ ও ১১ই মে দিন দুটিকে নির্ধারণ করে। কিন্তু আমাদের দেশে মূলত শীতকালে পরিযায়ী পাখি আসে। মে মাসে খুব একটা পাখি আসে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞরা পরিযায়ী পাখি ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিশ্বের নানা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে ২০১৬ সাল থেকে ১৮ই অক্টোবর দিনটি পালনের প্রস্তাব দেয়। এ প্রস্তাবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও মণিপুরের পরিবেশবাদীরা সমর্থন করে।

ইউনিসেফ ও অন্যান্য সংস্থা মনে করে, ১০ই মে'র কাছাকাছি সময়ে বিশ্বের সবচেয়ে ঘন উড়াল পথটি দিয়েই পরিযায়ী পাখিরা যাতায়াত করে। মে মাসের দ্বিতীয় শনিবার অর্থাৎ ১২-১৩ই মে কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। ২০১৭ সালের ২৬শে অক্টোবর ইউনিসেফ সিদ্ধান্ত নেয়, বছরের যে-কোনো সময়ে অর্থাৎ যে সময়ে যে এলাকায় পরিযায়ী পাখি আসে তখনই কার্যক্রম হাতে নেওয়া যেতে পারে। ২০১৮ সালে দুই দিন প্রচারণা ধার্য করার বিষয়টি ছাড়াও বিশেষত্ব হচ্ছে, সারা বিশ্ব একযোগে উদ্‌যাপন করেছে বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস বা ওয়ার্ল্ড মাইগ্রেনড বার্ড ডে। ২০১৮ সালের প্রচারণায় বিশ্বায়নে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এ অর্জনের অন্যতম অংশীদার বাংলাদেশ। গত এক যুগ ধরে পরিযায়ী পাখি গবেষণায় বাংলাদেশ অনেক সফল হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব কনজারভেশন ফর নেচার (আইইউসিএন) ও বাংলাদেশ বার্ড ক্লাবের শুমারির তথ্য মতে, গত পাঁচ বছর দেশে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা গড়ে ৮৫ হাজার বেড়েছে।

পরিযায়ী পাখি শুমারির তত্ত্বাবধায়ক ইনাম আল হক জানায়, টাঙ্গুয়ার হাওর, দোসার চর, হাকালুকি হাওর, বাইক্কার বিল ও সোনাদিয়া দ্বীপে জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত পাখি থাকে। আমাদের দেশে প্রায় ৫০-৩০০ প্রজাতির পরিযায়ী পাখি আছে।

আইইউসিএন ও বাংলাদেশ বার্ড ক্লাবের শুমারি অনুযায়ী, ২০১৫ সালে ১ লাখ ১২ হাজার পরিযায়ী পাখি পাওয়া গেছে। ২০১৪ সালে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা ছিল প্রায় ৮৫ হাজার। ২০১৩ সালে প্রায় ৮০ হাজার। আইইউসিএন তথ্য মতে, টাঙ্গুয়ার ও হাকালুকি হাওর এলাকায় অতিথি পাখির আসা বেড়েছে। ২০১০ সাল পর্যন্ত দেশে পরিযায়ী পাখির অন্যতম আবাসস্থল ছিল মৌলভীবাজারের বাইক্কার বিল। ২০১১ সালে এই বিলে মাছ ধরার নামে জীববৈচিত্র্য ও পাখির আবাসস্থল ধ্বংস করা হয়। ২০১৮ সালে বাইক্কার বিলে মাত্র ৪১৯টি পাখি দেখা গেছে। বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ ড. আলী রেজা খানের মতে, টাঙ্গুয়ার হাওর পরিযায়ী পাখির জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য স্থান। এই জলাশয়টিকে জাতিসংঘের রামসার কর্তৃপক্ষ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্যপূর্ণ জলাভূমি হিসেবে ২০০০ সালে স্বীকৃত দিয়েছে। এরপর থেকে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা বেড়েছে।

বাংলাদেশ ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০১১ সালে EAAFP (East Asia Australasian Flayway Partnership)-এর সদস্য হয়েছে এবং ৫টি এলাকাকে Flayway sile ঘোষণা করেছে– এর মধ্যে রয়েছে টাঙ্গুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর, হাইল হাওর, সোনাদিয়া ও নিঝুম দ্বীপ। এ সকল এলাকায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত স্ট্রেংদেনিং রিজিওনাল কো-অপারেশন ফর ওয়ার্ল্ড লাইফ প্রটেকশন প্রকল্পের আওতায় বনবিভাগ, এনজিও, বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে একাধিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। পাখিসমৃদ্ধ এলাকা ও পাখিপ্রেমী ব্যক্তিদেরকে উৎসাহিত করার জন্য Bangabandhu Award for Wildlife Conservation- প্রদান করা হচ্ছে। পাখিসমৃদ্ধ এলাকাকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় Ecological Critical Area ঘোষণা করেছে। এছাড়াও বর্তমান সরকারের আমলে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের প্রয়োগ বেড়েছে। ইতোমধ্যে সারা দেশে অপরাধ দমন ইউনিট গঠন করা হয়েছে এবং ২০১৭ সালে ৭৫০০ পাখি উদ্ধার করে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হয়েছে বলে বন অধিদপ্তরের সূত্র থেকে জানা যায়। বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২-এ উল্লেখ রয়েছে– কোনো ব্যক্তি পাখি বা পরিযায়ী পাখি শিকার অথবা হত্যা করলে অপরাধ বলে গণ্য হবে। এ অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ এক লাখ টাকার অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটালে সর্বোচ্চ দুই বছর কারাদণ্ড, দুই লাখ টাকার অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। এই অনুচ্ছেদে আরও উল্লেখ রয়েছে, কোনো ব্যক্তি পাখি বা পরিযায়ী পাখির ক্রয়-বিক্রয় বা পরিবহণ করলে সর্বোচ্চ ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। একই অপরাধের পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে দণ্ড দ্বিগুণ হবে। পাখি আমাদের জাতীয় সম্পদ বা ঐশ্বর্য। পরিযায়ী পাখি হচ্ছে জীববৈচিত্র্যের দূত। বিশুদ্ধ পরিবেশ বজায় রাখতে পরিযায়ী পাখিদের গুরুত্ব অপরিসীম। ক্ষতিকর পোকামাকড় দমন এবং এদের বিষ্টার মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বাড়ে। তাই এদের সংরক্ষণ করা জরুরি।

এক ঝাঁক পরিযায়ী পাখি

লেখক: প্রাবন্ধিক ও গবেষক

নিরাপদ মাতৃত্ব সকল মায়ের অধিকার

তানিয়া আক্তার

মাতৃত্ব! অদ্ভুত এক অনুভূতি। একজন নারীর জীবনের পূর্ণতা পায় সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে। এ যেন নারীর জীবনের নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা যা তাকে দেয় সৃষ্টির আনন্দ। সন্তানের হাসিতে খুঁজে পায় সে পৃথিবীর সকল সুখ। একজন মা অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে দশ মাস দশদিন একটি শিশুকে নিজের মধ্যে ধারণ করে শিশুটিকে পৃথিবীর মুখ দেখান। এরপর শত ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে পরম আদর-যত্ন-ভালোবাসায় শিশুটিকে বড়ো করে তোলেন। নিরাপদ মাতৃত্ব রক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টিতে ২৮শে মে 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' পালিত হয়। দিবসটি সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক নারী স্বাস্থ্য দিবস হিসেবে পালিত হলেও মাতৃস্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব ও এর কার্যকারিতা অনুধাবন করে ১৯৯৭ সাল থেকে বাংলাদেশে যথাযথভাবে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস পালিত হয়ে আসছে। মাতৃস্বাস্থ্য, নিরাপদ প্রসব, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবার গুণগতমান সম্পর্কে মা, পরিবার ও সমাজের সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সকলের প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করাই আন্তর্জাতিক নিরাপদ মাতৃত্ব দিবসের মূল উদ্দেশ্য।

নিরাপদ মাতৃত্ব হলো– মূলত মায়ের চাওয়া অনুযায়ী গর্ভধারণ, গর্ভকালীন সেবা, নিরাপদ প্রসব ও প্রসব পরবর্তী সেবা নিশ্চিত হওয়া। একজন নারীর অবশ্যই নিরাপদ মাতৃত্বের অধিকার রয়েছে। মূলত গর্ভকালীন জটিলতা, দক্ষ স্বাস্থ্য সেবাদানকারীর অনুপস্থিতি, প্রয়োজনীয় যত্নের অভাব, এ বিষয়ে পরিবারের অসচেতনতা, অবহেলা, প্রসব পরবর্তী সেবার অদূরদর্শিতায় একজন মা তার প্রাপ্ত ন্যূনতম এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। এখনো অসংখ্য পরিবারে দেখা যায় তারা অজ্ঞতা, বিভ্রান্তি, কুসংস্কারের কারণে চিকিৎসা সেবা নিতে আগ্রহী নন। ফলে ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছেন গর্ভবতী নারীরা। নিরাপদ মাতৃত্বের বিষয়টি কর্মজীবী মায়েদের জন্য আরো ঝুঁকিপূর্ণ। তাছাড়া দেশে ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে যাওয়া সিজারিয়ান পদ্ধতিতে সন্তান জন্ম দেওয়ার প্রবণতা মাতৃস্বাস্থ্যের জন্য অনেকাংশেই হুমকিস্বরূপ।

একজন গর্ভবতী মায়ের গর্ভকালীন সময়ে নিয়মিত স্বাস্থ্য সেবা, নিরাপদ প্রসব এবং প্রসব পরবর্তী স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা গর্ভবতীর স্বামীসহ পরিবারের সকলের সমান দায়িত্ব। নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণে গর্ভধারণের পরপরই একজন গর্ভবতী মহিলার গর্ভকালীন যত্নের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে হবে অথবা ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে। সাধারণত একজন গর্ভবতীকে ২৮ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতি মাসে একবার, ৩৬ সপ্তাহ পর্যন্ত ১৫ দিনে একবার এবং সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে একবার গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসেবার জন্য ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। অবশ্যই একজন গর্ভবতীকে টিটি টিকা নিতে হবে। মা ও গর্ভের শিশুর সুস্থতার জন্য একটু বেশি পরিমাণ পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। বিশেষ করে গর্ভের সন্তানের বেড়ে ওঠার জন্য আমিষ জাতীয় খাবার যেমন– মাছ, মাংস, ডিম, ডাল ও দুধ বেশি করে খেতে হবে। এছাড়া সবুজ, রঙিন শাকসবজি, ফল ও যেসব খাবারে আয়রন বেশি আছে যেমন কাঁচাকলা, পালংশাক, কচু, কচুশাক ও কলিজা ইত্যাদি বেশি পরিমাণে খেতে হবে এবং রান্নায় আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার করতে হবে। অনেকেরই ধারণা মা বেশি খেলে পেটের বাচ্চা বড়ো হয়ে যাবে এবং স্বাভাবিক প্রসব হবে না। কিন্তু এই ধারণা মোটেও সঠিক নয় বরং মা বেশি খেলে মা ও গর্ভের বাচ্চা উভয়ের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। মা প্রসবের ধকল সহ্য করার মতো শক্তি পায় এবং মায়ের বুকে বেশি দুধ তৈরি হয়। গর্ভকালীন সময়ে স্বাভাবিক কাজকর্ম করা মায়ের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। কিন্তু কিছু কিছু ভারি কাজ যেমন কাপড় ধোয়া, পানি ভর্তি কলস কাঁখে নেওয়া, ভারি জিনিস তোলা ইত্যাদি করা মোটেও উচিত নয়।

যদিও প্রসব একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া কিন্তু মনে রাখতে হবে যে-কোনো মুহূর্তে গর্ভবতীর জটিলতা দেখা দিতে পারে। অদক্ষ এবং অপরিচ্ছন্নভাবে প্রসব করানো হলে মা ও শিশু উভয়ের প্রসবকালীন সংক্রমণ এবং শিশুর ধনুষ্টংকার হতে পারে। তাই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা ক্লিনিকে প্রসব করানোই নিরাপদ। একটি পরিবারকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অবশ্যই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। যেমন– জরুরি প্রয়োজনে দ্রুত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা রাখতে হবে, ২/৩ জন রক্তদাতা ঠিক করে রাখতে হবে, গর্ভধারণের শুরু থেকেই টাকা পয়সা জমিয়ে রাখতে হবে, যদি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা ক্লিনিকে প্রসব করানো সম্ভব না হয় তবে বাড়িতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রী বা স্বাস্থ্যকর্মীকে দিয়ে প্রসব করাতে হবে। এজন্য তার সাথে আগে থেকেই যোগাযোগ রাখতে হবে, বাড়িতে প্রসব হলে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম যেমন– পরিষ্কার সুই-সুতা, সাবান, শুকনা সুতি কাপড়/তোয়ালে, ব্যান্ডেজ, ক্লিপ সংগ্রহ করে রাখতে হবে, প্রসবের জায়গা অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে, প্রসবকালীন সময়ে যে-কোনো জটিলতা দেখা দিলে গর্ভবতীকে দ্রুত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে।

প্রসবের পরেও একজন মা স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারেন। কারণ, প্রসবের পর মায়ের জরায়ু ও অন্যান্য প্রজনন অঙ্গ পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে সাধারণত ৬ সপ্তাহ সময় লাগে। এই সময়কালকে পিউরপেরিয়াম (Pureperium) বলে। এই পিউরপেরিয়াম সময়ে মায়ের প্রসবোত্তর স্বাস্থ্যসেবা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

বর্তমানে করোনা মহামারির এই সময়ে অনেক গর্ভবতী নারীই হাসপাতালে যাওয়া, চেকআপ করানো, সুস্থ বাচ্চা প্রসব ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তিত। অনেকের মনেই প্রশ্ন–নিরাপদে মা হতে পারবেন তো? এ সময়ে গর্ভধারণ মা ও শিশুর জন্য ঠিক কতটা ঝুঁকিপূর্ণ এবং বাচ্চা ও মায়ের ওপর তার কতটুকু ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে

পারে তার সুনিশ্চিত তথ্য প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে তা একেবারে শূন্যের কোঠায় তাও কিন্তু নয়। গর্ভকাল থেকে বা আগে থেকেই যদি কোনো কো-মরবিডিটি যেমন– ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, শ্বাসতন্ত্রে মারাত্মক জটিলতা বা কিডনির সমস্যা ইত্যাদি থাকে তাদের করোনায়

আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। গর্ভকালীন সময়ে একজন নারীর গঠনগত ও শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় ঘটে নানাবিধ পরিবর্তন। তাই বাচ্চা বা মায়ের ওপর কোভিড-১৯ কেমন প্রভাব বিস্তার করবে তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তবে মা করোনায় আক্রান্ত হলে গর্ভপাত, বাচ্চার ওজন কম হওয়া বা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ডেলিভারি হওয়ার কোনো প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এমনকি আক্রান্ত মায়ের শরীর থেকে প্লাসেন্টার মাধ্যমে তার গর্ভস্থ শিশু অথবা ডেলিভারির সময়, এমনকি মায়ের বুকের দুধের মাধ্যমে শিশুর সংক্রমণ হতে পারে এমন কোনো প্রমাণ গবেষণায় মেলেনি। তাই ইউনিসেফ-এর মতে, স্তন্যপান করানো মায়েদেরকে তাদের নবজাতকের থেকে পৃথক করা উচিত নয়। মায়েরা নিম্নলিখিত সতর্কতা অবলম্বন করে যতক্ষণ প্রয়োজন ততক্ষণ স্তন্যদান চালিয়ে যেতে পারেন। যথা: করোনার পর্যাপ্ত লক্ষণ সংবলিত একজন মা বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় মাস্ক পরা উচিত, শিশুর সংস্পর্শে আসার পূর্বে এবং পরে (খাওয়ানোসহ) হাত ধোয়া এবং পরিষ্কার/জীবাণুমুক্ত করা উচিত, কোনো মা যদি বুকের দুধ পান করানোর ক্ষেত্রে খুব অসুস্থ হন তবে তাকে একটি পরিষ্কার কাপে দুধ বের করে চামচ দিয়ে শিশুকে দেওয়া যেতে পারে। তবে সেসময় অবশ্যই মাস্ক পরা, শিশুর সংস্পর্শে আসার পূর্বে এবং পরে হাত ধোয়া এবং স্তনের উপরিভাগ ও চারপাশ পরিষ্কার/জীবাণুমুক্ত করতে হবে। করোনা বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য একজন গর্ভবতী মা corona.gov.bd ওয়েবসাইটে পেতে পারেন।

জাতীয় উন্নয়নে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষা অপরিহার্য। সরকার গর্ভবতী মা ও নবজাতকের মানসম্মত পরিচর্যা এবং রোগ প্রতিরোধে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে ব্যাপক কর্মসূচি। বর্তমান সরকার মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাসে উন্নীত করেছে। বর্তমান করোনা মহামারিতে গর্ভবতী মায়েদের অফিসে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত এবং মাতৃমৃত্যু হ্রাসে মিডওয়াইফরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই সরকার মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সার্ভিসকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে আসছে। বর্তমানে সারা দেশে প্রায় ১৩৪৪২টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে সরকার বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যু হার ১.৫ শতাংশে কমিয়ে আনার ঘোষণা দিয়েছেন। মাতৃস্বাস্থ্য এবং নবজাতকের মৃত্যুহার কমিয়ে আনা এমডিজি-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আর এমডিজি অর্জনে বাংলাদেশ সফল হয়েছে। ২০০১ সালে প্রতি লাখে মাতৃমৃত্যু হার ছিল ৩২২ জন। ২০১০ সালে এই হার কমিয়ে ১৯৪-এ আনা হয় এবং বাংলাদেশ এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সফল হয়। তাই ২০১০ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এমডিজি পুরস্কার দেওয়া হয়। এসডিজি'র আওতায় আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে সন্তান প্রসবকালীন মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি লাখে ৭০ বা তার নিচে নামিয়ে আনতে হবে।

স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে রোল মডেল। টেকসই উন্নয়ন ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাতৃমৃত্যু ও নবজাতকের মৃত্যু হার কমানোর জন্য প্রয়োজন জনসচেতনতা, প্রসব পূর্ব, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। তাই এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, সুশীল সমাজ এবং সকল স্তরের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। সুন্দর জীবন ও সুস্থ সবল নবজাতকের জন্য নিরাপদ মাতৃত্বের বিকল্প নেই। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হার হ্রাস পাবে– এই হোক নিরাপদ মাতৃত্ব দিবসে আমাদের একান্ত প্রত্যাশা।

লেখক: প্রাবন্ধিক

দেশে দেশে ঈদ উদ্‌যাপন

নূর মোহাম্মদ হোসেন

সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাস এখন এক আতঙ্কের নাম। করোনা পরিস্থিতির এই ভয়াবহ সময়ে ২৫শে মে সারা দেশে পবিত্র ঈদুল ফিতর পালিত হয়। অন্যান্য বছরগুলোতে ঈদের জামাত ঈদগাহে হলেও এবার ঈদগাহে না গিয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মসজিদে মসজিদে ঈদের নামাজ আদায় করতে হয়েছে মুসল্লিদের। প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাসের ছোঁয়া এড়াতে গিয়ে ময়দানে নামাজ না পড়ে, কোলাকুলি না করে, হাতে-হাত না মিলিয়ে সারা দেশে এভাবেই ঈদের জামাত উদ্‌যাপিত হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এরকম আর ঘটেনি। তবে আমাদের দেশে যা ঘটেছে মুসলিম অন্যান্য দেশেও তা-ই ঘটেছে। করোনা ঠেকাতে কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সৌদি আরব। সেখানে ঈদের দিন ২৪ ঘণ্টা কারফিউ ছিল। ২৩-২৭শে মে পর্যন্ত চলে এই কারফিউ। করোনায় ঈদ উৎসবে নাগরিকদের নানা বিধিনিষেধে ঘরে আটকে থাকতে হয়েছে ইন্দোনেশিয়ায়। ইন্দোনেশিয়ায় ঈদুল ফিতরকে 'লেবারান' বলা হয়। রমজানের শেষ দিনে সন্ধ্যা হতে না হতেই ঢোল বাজানো, নাচ, গান, নামাজ আর বয়ানের ভিতর দিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় ঈদ উৎসব শুরু হয়ে যায়। এবার সে চিত্র দেখা যায় নাই। করোনায় ঈদের চিত্র বদলে গেছে দুবাইয়ে। দুবাই মসজিদ, প্রার্থনার জায়গাগুলো বন্ধ রাখা হয়েছিল। ঈদে সম্পূর্ণ লকডাউন ছিল। এসময় বাইরে বের হলে বা সামাজিক দূরত্ব না মানলে জরিমানা করা হয়। প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঘর থেকে বাইরে বের হতে পারেনি। তাই পরিবারের কাছে যেতে পারেনি অনেকে। ব্যাংক নোট দিয়ে করোনা ছড়াতে পারে, তাই সেখানে শিশুদের ঈদে সালামি না দিতে অনুরোধ করা হয়েছিল। ঈদের নামাজের আগে সেখানে টিভিতে ১০ মিনিট ঈদ তাকবির প্রচার করা হয়েছিল। জর্ডানে ঈদের দিন ছিল কারফিউ। রাত ৮টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত কারফিউ ছিল। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল যান চলাচল। ঈদের দিন কেউ বাইরে বের হতে পারেনি। মিশরেও এবার ঈদের উৎসব হয়েছে ঘরে ঘরে। কারণ ঈদের দিন কারফিউ ছিল। তুরস্কেও করোনা ঠেকাতে সরকারের পক্ষ থেকে কড়াকড়ি বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। ঈদের দিন ঘর থেকে কেউ বাইরে বেরুতে পারেনি। মালয়েশিয়ায় বিধি মেনে ঈদ উৎসব পালিত হয়েছে। সেখানে ছোটো ছোটো দলে নামাজ পড়ার অনুমতি দিয়েছিল সরকার। কারণ সেখানে অন্য দেশগুলোর তুলনায় করোনা পরিস্থিতি একটু ভালো ছিল। পাকিস্তানে মার্চের পর থেকেই করোনায় কাঁপতে থাকে দেশটি। ৪০ হাজার আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে যাওয়ার পরও দেশটিতে ঈদের আগেই তুলে দেওয়া হয়েছিল লকডাউন। সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার উপরেও কঠোরতা ছিল না। খুলে দেওয়া হয়েছিল শপিংমল। মানুষও ঈদের কেনাকাটার জন্য ভিড় করেছেন দোকানে। ঈদকে সামনে রেখে পাকিস্তানের শিথিল আচরণ নিয়ে সমালোচনা হলেও দেশটির মানুষের মধ্যে ঈদের উৎসব আয়োজনে প্রস্তুতি দেখা গেছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জার্মানিতে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়নি। করোনার কারণে বেশিরভাগ দেশেই ছিল লকডাউন। ঘরের বাইরে চলাচলে নিষেধ বা সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার আইনের কঠোরতা ছিল। তাই ঈদে যার যার ঘরে থেকেই ঈদের উৎসব পালন করেছে মুসলিম কমিউনিটির মানুষজনেরা করোনা পরিস্থিতির উন্নতির কারণে ইরানে লকডাউন শিথিল করায় ঈদকে সামনে রেখে দেশটিতে ব্যবসা ও কর্মজীবীদের বাইরে বের হতে দেখা যায়। তবে ঈদের দিন দান করাকে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাই দান করেই ঈদ উৎসব উদ্‌যাপন করেছে ইরানবাসী।

আমাদের দেশে অনেকে আবার মসজিদে না গিয়ে ঘরেই আদায় করেছে ঈদের নামাজ। এবার ঢাকা ধানমন্ডিসহ অনেক ভবনের ছাদে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ঈদের জামাতের আয়োজন করেছিল।

এবার জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয়

তবে ঈদকে ঘিরে যে সামাজিক আনন্দ উচ্ছ্বাস থাকার কথা ছিল তা এবার করোনা মহামারির কারণে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বঙ্গভবনের দরবার হলে পরিবারের সদস্য ও সিনিয়র সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করেছিলেন। সাধারণত তিনি জাতীয় ঈদগাহে ঈদের নামাজ আদায় করতেন। এবার রাজধানীর হাই কোর্ট সংলগ্ন জাতীয় ঈদগাহে ঈদের জামাত হয়নি। শত বছরের ঐতিহ্য ঐতিহাসিক শোলাকিয়া ময়দানের ঈদ জামাত এবার হয়নি। তবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে প্রতিবছরের মতো এবারো ঈদের ৫টি জামাত হয়। প্রত্যেকটি জামাতেই মুসল্লিদের ভিড় ছিল লক্ষণীয়। অনেকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঈদের নামাজ আদায় করেছেন। নামাজ শেষে করোনার প্রভাব থেকে মুক্তি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া দেশে ও বিশ্বে করোনায় আক্রান্তের আরোগ্য কামনা করে দোয়া করা হয়। তবে এবারের ঈদে আত্মীয়-পরিজনের বাসায় যাওয়া, ঈদে সালামি দেওয়া-নেওয়া বা ঈদ আপ্যায়নের চিরাচরিত কোনো আমেজ লক্ষ করা যায়নি।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস

রিয়া আহমেদ

বন ও জীববৈচিত্র্য পরিবেশ ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বন ও বন্যপ্রাণী ক্ষতিগ্রস্ত হলে পরিবেশ, পরিবেশ ব্যবস্থা ও জীববৈচিত্র্যের ওপর নেমে আসে বিপর্যয়। জীববৈচিত্র্যের স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট হলে মানুষের অস্তিত্বের ওপর আসে আঘাত। তাই, সমবেত প্রচেষ্টায় সুরক্ষিত রাখতে হবে দেশের বন ও জীববৈচিত্র্য।

২২শে মে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন বন অধিদপ্তরের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস-২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনলাইন আলোচনাসভায় তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে যুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন।

জীববৈচিত্র্যে হচ্ছে খাদ্য নিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। বিশ্ব অর্থনীতির ৪০ শতাংশ এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদার ৮০ শতাংশ আসে জৈবসম্পদ থেকে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজনে ধ্বংস হচ্ছে বন-বনানী। সেই সাথে হারিয়ে যাচ্ছে প্রাচুর্যময় স্থলজ ও জলজ জীববৈচিত্র্যের ভাণ্ডার। তাই এখনই উপযুক্ত সময় এই প্রাচুর্য হারিয়ে ফেলার আগেই তা রক্ষায় একযোগে কাজ করার। এবারের আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস ২০২০-এর প্রতিপাদ্য 'Our solution are in nature', 'প্রকৃতিতেই রয়েছে আমাদের সমাধান'।

পরিবেশ মন্ত্রী আরো বলেন, বাংলাদেশের বনাঞ্চলসমূহ, অভ্যন্তরীণ জলাভূমিসমূহ এবং বঙ্গোপসাগরে রয়েছে বিপুল জীববৈচিত্র্যের সমাহার। বাংলাদেশে প্রাণীবৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে– ১৩০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৭১১ প্রজাতির পাখি, ১৬৪ প্রজাতির সরীসৃপ, ৫৬ প্রজাতির হাঙ্গরসহ নানা প্রজাতির অমেরুদণ্ডী প্রাণী। উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে রয়েছে– বাংলাদেশে ১৯৮৮ প্রজাতির শৈবাল, ২৭৫ প্রজাতির ছত্রাক, ২৪৮ প্রজাতির মস জাতীয় উদ্ভিদ, ১৯৫ প্রজাতির ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ, ৭ প্রজাতির নগ্নবীজী এবং ৩ হাজার ৬১১ প্রজাতির গুপ্তবীজী উদ্ভিদ। অত্যাধিক জনসংখ্যার চাপ, প্রাকৃতিক সম্পদের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার, বন উজাড়, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ধ্বংস, দূষণ, বন্যপ্রাণী শিকার ও হত্যার ফলে পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য হুমকির মুখে। একসময় বাংলাদেশের প্রায় ১৭টি জেলায় বাঘ ছিল। কিন্তু বর্তমানে শুধুমাত্র সুন্দরবনে বাঘ সীমাবদ্ধ রয়েছে। ইতোমধ্যে হারিয়ে গেছে এক শিংওয়ালা গন্ডার, ময়ূর, বুনো গরু, বুনো মহিষ, মিঠা পানির কুমিরসহ ৩১ প্রজাতির প্রাণী।

মন্ত্রী বলেন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের ওপর নেমে আসা বিপর্যয় মোকাবিলায় আমাদের সরকার বদ্ধপরিকর। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করেন। তারই ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে আইন ২০১১-এর ১২ ধারাবলে ১৮ক অনুচ্ছেদে বাংলাদেশে সংবিধানের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ক ধারা সন্নিবেশিত করেন; যাতে বলা হয়েছে– 'রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।' এছাড়াও দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষেণের জন্য সরকার বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন-২০১২ এবং বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন-২০১৭ প্রণয়ন করেছে আইনের আলোকে বাংলাদেশের সর্বমোট ৪৮টি রক্ষিত এলাকা ঘোষিত হয়েছে। এর মধ্যে ২৩টি অভয়ারণ্য এবং ১৮টি জাতীয় উদ্যান, ২টি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা, ১টি মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া, ৩টি ইকোপার্ক ও ১টি উদ্ভিদ উদ্যান রয়েছে। এছাড়া ২টি ভালচার সেফ জোন রয়েছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, বাঘ, হাতি ও কুমিরের আক্রমণে নিহত ও আহত পরিবারকে সহায়তা দানের জন্য ২০১০ সালে 'বন্যপ্রাণীর আক্রমণে জানমালের ক্ষতিপূরণ নীতি' প্রণয়ন করা হয়েছে। বন্যপ্রাণী কর্তৃক নিহত ব্যক্তির পরিবারকে ১ লাখ ও আহত ব্যক্তির পরিবারকে ৫০ হাজার করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। ইতোমধ্যেই বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণবাদী ব্যক্তি, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণায় নিয়োজিত ব্যক্তি এবং সংস্থাকে জাতীয়ভাবে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন' প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রতিবছর মোট ৩টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম এবং জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে বর্তমানে বাংলাদেশের বৃক্ষ আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ দেশের মোট আয়তনের ২২.৩৭%, যা ২০২৫ সালের মধ্যে ২৪% এর বেশি উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। মন্ত্রী আরো বলেন, সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা এবং বননির্ভর মানুষের বিকল্প আয়ের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে বনের উন্নয়ন করার লক্ষ্যে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সুন্দরবনে হরিণের দল

পরিবেশ মন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমানার বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে। এখন এই সুনির্দিষ্ট সমুদ্রসীমানার মধ্যে আমাদের জীববৈচিত্র্য ও অন্যান্য সমুদ্র সম্পদের বিষয়ে জ্ঞান, অনুসন্ধান, সংরক্ষণ ও আহরণ সবই বাড়ানো হবে। আর এজন্য সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

মমতাময়ী মা

জুয়েল মোমিন

মা, আম্মু, আম্মা– শব্দগুলো কতই না সুমধুর। হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে উচ্চারিত একটি ডাক। গর্ভধারণ করে নিজে মৃত্যুর মুখে গিয়ে একটি প্রাণকে জন্মদান করেন মা। এ ভালোবাসা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে নিঃস্বার্থতম ভালোবাসা। সেটা একমাত্র মা-ই পারে।

সুখে, দুখে প্রতিটি সময় মায়ায়, স্নেহে, ভালোবাসায় যিনি জড়িয়ে রাখেন, তিনিই মা। মা হচ্ছেন– মমতা-নিরাপত্তা-অস্তিত্ব, নিশ্চয়তা ও আশ্রয়ের স্থল। মা সন্তানের অভিভাবক, পরিচালক, ফিলোসফার, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও বড়ো বন্ধু। মা পৃথিবীর সবচেয়ে আপন ও প্রাণপ্রিয় একজন মানুষ। মা– শব্দটিতেই লুকিয়ে থাকে গভীর ভালোবাসা আর মমত্ববোধের আকুলতা। সন্তানের হাজারো বায়না, হরেক রকমের গল্প শুধুমাত্র মমতাময়ী মায়ের কাছেই। আর মায়েরা মনের সব লুকোনো কথাগুলো কেমন করে যে জেনে যায় সেটা সৃষ্টিকর্তাই জানেন। সব সুখ-দুঃখের একমাত্র প্রিয় বন্ধু হয় মা।

পৃথিবীর হাজার হাজার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষী থাকতে পারে। কিন্তু মা-ই একজন মানুষ যাকে শত আঘাত দেওয়ার পরও সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়েই ভেবে যান দিন-রাত। দুষ্টুমি হোক কিংবা বাবার বকুনি– সব কিছুতেই পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় মায়ের আঁচল। সন্তানকে বাঁচাতে তারা হাসিমুখে মেনে নেন সব অপমান ও গঞ্জনা। যত কষ্টই হোক না তার সন্তানের মুখে যেন হরদম হাসির ছোঁয়া লেগেই থাকে সে চেষ্টা করতে থাকেন। মায়েরা সন্তানের সবদিক খেয়াল করতে করতে নিজের ভালো-মন্দের কথাও ভুলে যান। সন্তানের জন্য নিমিষেই ত্যাগ করেন সকল ভোগ-বিলাস। সন্তানের কোনো ক্ষতি হবে এমন কোনো কাজ করা থেকে মা বিরত থাকেন। সন্তানকে বাঁচাতে কিংবা রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন এমন মায়ের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে মায়ের শ্রেষ্ঠত্বের জানান দিয়ে যাচ্ছে।

পৃথিবীতে মা-ই একমাত্র মানুষ যিনি নিঃস্বার্থ ভালোবাসার প্রতীক। মা তার সন্তানকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসেন। আবার মা-ই সবচেয়ে বড়ো স্বার্থপর মানুষে পরিণত হন যখন সন্তানের স্বার্থে আঘাত আসে। সন্তানের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি আত্মীয়স্বজন এমনকি গোটা পৃথিবীর সঙ্গে কলহে জড়িয়ে যেতে দ্বিতীয়বার ভাবেন না। সন্তানের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হোক এমন কোনো কাজ আটকাতে মা এক মুহূর্তও চিন্তা করেন না। কারণ মায়ের কাছে তার সন্তান একদিকে আর অন্যদিকে গোটা পৃথিবী। মায়ের সমস্ত মায়া ও মমতার চাদরে ঢাকা থাকে সন্তান এবং এরই মধ্যে থেকে সন্তান পৃথিবীতে চলার মতো উপযুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসে। এজন্যই কবি কাজী নজরুল তাঁর 'মা' কবিতায় লিখেছেন–

যেখানেতে দেখি যাহা
মা-এর মতন তাহা
একটি কথায় এত সুধা মেশা নাই,
মায়ের মতন এত
আদার সোহাগ সে তো
আর কোনখানে কেহ পাইবে ভাই!
হেরিলে মায়ের মুখ
দূরে যায় সব দুখ,
মায়ের কোলেতে শুয়ে জুড়ায় পরান,
মায়ের শীতল কোলে
সকল যাতনা ভোলে
কত না সোহাগে মাতা বুকটি ভরান।

লেখক: প্রাবন্ধিক

'শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম'

বৃদ্ধ পিতা–মাতাকে অবহেলা নয় সময় দিন

পিআইডি

তামাক থেকে মুক্ত থাকুক তরুণ প্রজন্ম

শিহাব শুভ

'তামাক কোম্পানির কূটচাল রুখে দাও– তামাক ও নিকোটিন থেকে তরুণদের বাঁচাও' (Protecting youth from industry manipulation and preventing them from tobacco and nicotine use) শীর্ষক প্রতিপাদ্য নিয়ে এ বছর 'বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস' ৩১শে মে উদ্‌যাপিত হয়। কিশোর-তরুণদের তামাক কোম্পানির আগ্রাসন থেকে সুরক্ষা প্রদানের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে এ বছর এই প্রতিপাদ্যটি নির্ধারণ করা হয়েছে। বছরের পর বছর ধরে তামাক এবং অন্যান্য নিকোটিন পণ্যে শিশু-কিশোর এবং তরুণদের আকৃষ্ট করতে অত্যন্ত কৌশলী এবং আগ্রাসী প্রচারণা চালিয়ে আসছে তামাক কোম্পানিগুলো। শিশু-কিশোর ও তরুণদের তামাক ও নিকোটিনযুক্ত পণ্যে আকৃষ্ট করতে

ইচ্ছাকৃতভাবে নানা কারসাজির আশ্রয় নেয় কোম্পানিগুলো। তরুণদের লক্ষ্য করে উদ্ভাবনী বিজ্ঞাপন এবং আকর্ষণীয় ডিজাইনে নিত্যনতুন পণ্য বাজারজাতকরণ, সুগন্ধিযুক্ত তামাকপণ্য তৈরি, মিডিয়া/সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের ব্যবহার, অনুষ্ঠানের ব্যয় ভার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশপাশে তামাকপণ্য সহজলভ্য করাসহ নানা কৌশল অবলম্বন করে থাকে তারা। বিশ্বব্যাপী বছরে তামাক কোম্পানিগুলো ৯০০ কোটি ডলার ব্যয় করে তরুণদের নিজস্ব ব্র্যাণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট করতে।

ধূমপানকে বলা হয় মাদক সেবনের প্রবেশপথ। তামাক সেবনের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম প্রতিনিয়ত অন্ধকারের দিকে অগ্রসর হয়। না জেনেই তারা ধীরে ধীরে আসক্ত হয়ে পরে তামাক ও নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবনে। এতে তাদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে শুরু করে, মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে, পারিবারিক অন্তঃকলহে জড়িয়ে পড়ে এবং মাদক সেবনের অর্থ জোগাড়ের জন্য অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। তামাকসেবী তরুণ প্রজন্ম পরিবার ও রাষ্ট্রের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শুধু তাই নয় এদের তামাক সেবন পরোক্ষভাবে অধূমপায়ীদের সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

তামাক অত্যন্ত নেশাদায়ক পদার্থ। তামাকে আগুন দিয়ে, সিগারেট, বিড়ি, চুরুট, হুঁকো ও অন্যান্য ধূমপানের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়। ধূমপান ছাড়াও তামাক নানারকমভাবে ব্যবহার হয়। যেমন– জর্দা, গুল, নস্যি ইত্যাদি। তামাকের ধোঁয়াতে নিকোটিন ছাড়াও নানা ক্যান্সারপ্রদায়ী পদার্থ থাকে। আর আশ্চর্যজনক বিষয় হলো সিগারেটের প্রত্যেকটি প্যাকে এসব বিষয়ে স্পষ্ট সতর্কবাণী দেওয়া থাকে, তারপরও উচ্চমূল্যে এসব পণ্য ক্রেতারা কিনছে। ক্যান্সার, স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক এমনকি মৃত্যু হতে পারে জেনেও শিশু-কিশোর থেকে বৃদ্ধ সকলেই এই মরণকে নিজ উপার্জিত অর্থ দিয়ে কিনছে। তামাক এতটাই বিষাক্ত পদার্থ যে, একটি পুরো সিগারেটের পুরো তামাক যদি মানুষের শরীরে প্রবেশ করত তা থেকে দ্রুত মৃত্যু অনিবার্য।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে, যারা কিশোর বয়সে ধূমপানে আসক্ত হয়, তাদের অ্যালকোহলে আসক্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা স্বাভাবিকের তুলনায় তিনগুণ বেশি, গাঁজায় আটগুণ এবং কোকোনের ক্ষেত্রে ২২ গুণ বেশি। অর্থাৎ তামাক ও নিকোটিন কেবল আসক্তির পথেই পরিচালিত করে।

আর বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা ধূমপান, তামাক ও ভ্যাপিং পণ্য ব্যবহারকারীদের সর্তক করেছেন। কারণ এতে তাদের করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকি ১৪ গুণ বেশি। তামাক সেবন ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। তারা মনে করেন এতে তাদের জীবনই শুধু বাঁচবে না– অর্থ ও পরিবেশও বাঁচবে।

তরুণরাই ভবিষ্যৎ প্রগতির কর্ণধার। তাদের হাত ধরেই এগিয়ে যাবে দেশ ও জাতি এবং দেশের উন্নয়ন ও অর্থনীতি। তরুণ জনগোষ্ঠীকে যে-কোনো উপায়ে তামাকের ছোবল থেকে রক্ষা করতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমানে সারা বিশ্ব করোনা ভাইরাসের প্রভাবে সৃষ্ট মহামারি মোকাবিলায় ব্যস্ত। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাসহ জনস্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণায় দেখা গেছে, ধূমপান করলে কোভিড ১৯-এ আক্রান্ত হওয়ার মৃত্যুঝুঁকি বেড়ে যায়। এ সময় তামাকজাত পণ্য ও ধূমপান বর্জনের নির্দেশনার সাথে সব সংগঠন একমত পোষণ করেছে।

বাংলাদেশ সরকার মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। জনস্বাস্থ্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ২০১৩ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ সংশোধন করেছে এবং ২০১৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। এতে তামাকজাত দ্রব্যের সব ধরনের প্রচার-প্রচারণা এবং শিশুদের তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য ১৮ বছরের নিচের শিশুদের নিকট বা তাদের দ্বারা তামাকজাত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তামাক ও ধূমপান সংক্রান্ত এসকল আইন ও বিধি-বিধানের সঠিক প্রতিপালন নিশ্চিত করতে দরকার সকলের সমান চেষ্টা। তামাক ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করতে সচেতন নাগরিক সমাজ, তামাক ও ধূমপান বিরোধী বিভিন্ন সংগঠন ও সর্বোপরি গণমাধ্যমগুলোর সমন্বিত প্রয়াস প্রয়োজন।

লেখক: প্রাবন্ধিক

করোনায় প্রকৃতি ফিরেছে স্বমহিমায়

নিয়াজ মোহাম্মদ হোসেন

প্রাণঘাতী ভাইরাস করোনার থাবায় বিশ্বজুড়ে মানুষ এখন আতঙ্কিত। ভীত সন্ত্রস্ত। ভাইরাসটি ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে সারা পৃথিবীকে। এর মধ্যে ১৮৫টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে মরণ ভাইরাস করোনা।

এই পরিস্থিতিতে বিশ্বের অধিকাংশ দেশকে লকডাউনের আওতায় আনা হয়েছে। বাংলাদেশও একই পথে হাঁটছে। গত ২৬শে মার্চ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয় অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, কলকারখানা। ইটের ভাটাগুলোর কাজ বন্ধ, গণপরিবহণ বন্ধ। তাই রাস্তাঘাটে কমেছে মানুষের আনাগোনা। এই ফাঁকে মনুষ্য তাণ্ডবের আড়ালেই চলছে যেন প্রকৃতির জাগরণের খেলা। নীরব, নির্জন, কোলাহলমুক্ত পরিবেশে মায়াময় প্রকৃতি যেন নিজের সৌন্দর্যরাশি একের পর এক তুলে ধরছে।

করোনায় সব কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকায় সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তন চোখে পড়ে রাজধানী ঢাকায়। গ্রীষ্মে ফোটে কৃষ্ণচূড়া, রাজধানীর পথের ধারে, পার্কে প্রায়ই চোখে পড়ে কৃষ্ণচূড়া ফুলের শোভা। এবারে এ ফুলের রক্তবর্ণটি যেন টকটকে এবং গাঢ় রঙের। ২৬শে মার্চ থেকে সব কর্মকাণ্ড বন্ধ ছিল। তাই যেখানে-সেখানে রাস্তাঘাটের খোঁড়াখুঁড়ি নেই। ঢাকার রাস্তায় ধুলোবালি নেই। বায়ুদূষণের মাত্রায় বিশ্বে শীর্ষে থাকা ঢাকার বাতাস যেন অনেকটাই দূষণমুক্ত, এ কারণে গাছের পাতাগুলো অনেক বেশি সবুজ এবং সতেজ। অন্যদিকে ঢাকার চারপাশ ঘিরে থাকা সবগুলো নদীর পানির রঙেও কিছুটা পরিবর্তন এসেছে।

নভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে যানবাহনের সাথে সাথে নৌপথে লঞ্চ চলাচলও বন্ধ, তাছাড়া কলকারখানার বর্জ্যও পড়ছে না নদীতে। করোনা সংক্রমণের আগে ঢাকায় যানবাহনের হর্ণের শব্দে পাখির কিচিরমিচির শব্দ প্রায় শোনাই যেত না। এখন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কানে ভেসে আসে নানা ধরনের কিচিরমিচির শব্দ। আকাশটাও যেন তুলনামূলক গাঢ় নীল দেখায়।

গত ১৮ই মার্চ থেকে প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে সব পর্যটনকেন্দ্রে। এ নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকতও। কোলাহলমুক্ত সৈকত পেয়েই যেন সাগরলতা ডালপালা মেলে দিয়ে শান্ত হচ্ছে। সাগরলতার ইংরেজি নাম রেলরোড, যার বাংলা অর্থ রেলপথ লতা। ১টি সাগরলতা ১০০ ফুটের বেশি লম্বা হতে পারে।

দেশের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজারে শেষ ডলফিন দেখা গেছে তিন দশক আগে। করোনার কারণে পর্যটকশূন্য সৈকতে ফিরেছে ডলফিনের দল। ওরা সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত নীল সাগরে খেলা করছে। তেমনি আবার কুয়াকাটা ও গঙ্গামতি পয়েন্টে চলছে লাল কাঁকড়ার নয়নাভিরাম মিছিল। পর্যটকদের পদচারণা আর মোটরসাইকেলের চলাচলে কাঁকড়ারা লুকিয়ে থাকে গর্তে। এখন সেটি না থাকায় যেন দীর্ঘদিন পর বেদখল হয়ে যাওয়া বেলাভূমি পুনরুদ্ধার করেছে কাঁকড়ার দল। দেশের একমাত্র প্রবালদ্বীপ সেন্ট মার্টিন দ্বীপ ফিরে পেয়েছে তার পুরোনো চেহারা। রাতের আলো, পর্যটকদের অত্যাচার আর কুকুরের ভয়ে বেলাভূমিতে আসতেই পারত না যে কচ্ছপ, সেখানেই পর্যটকশূন্য সেন্ট মার্টিন দ্বীপে নির্ভয়ে ডিম পাড়ছে মা কচ্ছপ।

ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যের স্থান সুন্দরবনও ফিরে পাচ্ছে নিজের আপন রূপ। পর্যটকদের ভিড়ে আগে যেখানে বন্যপ্রাণী দেখা যেত না, এখন সেখানে দেখা মিলছে হরিণ, শূকর ও পাখিসহ অন্যান্য বন্যপ্রাণী।

পরিবেশবিদদের মতে, নভেল করোনা ভাইরাসে লাখো মানুষের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে। অর্থনীতি বিপর্যস্ত করে তুলছে। করোনা ভাইরাসের এই বিপর্যয়ের মধ্যে প্রকৃতি তার আপন মহিমায় ফিরে এসেছে। প্রকৃতিকে তার স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে দিলে আমাদের চারপাশটা কত সুন্দর থাকে তা উপলব্ধি করার সময় এসেছে। তাই করোনা পরবর্তী সময়ে প্রকৃতিকে নিজের মতো চলতে দেওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করার তাগিদ দিয়েছেন পরিবেশবিদরা।

লেখক: প্রাবন্ধিক

বঙ্গবন্ধুর কথা বলতে এসেছি

মিলি হক

শেখ মুজিবুর রহমান একটি নাম
শেখ মুজিবুর রহমান
একটি জাতির নাম একটি ভাষার নাম
শেখ মুজিবুর রহমান
একটি দেশের নাম পতাকার নাম
স্বাধীনতার নাম।
স্বাধীনতা কী আমরা জানতাম না
তুমি কবি
তুমি পয়েট অব পলেটিক্স
৭ই মার্চের ভাষণে যে কবিতা রচনা করেছিলে
ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা
স্বাধীনতা এনেছিল।
সেই স্বাধীনতা! হায় স্বাধীনতা!
যে স্বাধীনতায় জাতির পিতাকে হত্যা করা হলো
যে স্বাধীনতায় জাতির স্থপতিকে বুলেটবিদ্ধ হতে হলো
যে স্বাধীনতায় শিশু রাসেলকে মেরে ফেলা হলো
সেই স্বাধীনতা।
তুমি বাংলার মানুষকে ভালোবাসতে
তুমি বাংলার মানুষকে একটু বেশি ভালোবাসতে
বাংলার এক মুঠো মাটি তুমি চেয়েছিলে
আজ তোমার সমস্ত শরীর বাংলার
মাটিতে আচ্ছাদিত।
জাতির পিতা সালাম তোমাকে
সালাম সালাম সালাম।

এক নীলবিদ্রোহীর কাব্যগাথা

(নীলবিদ্রোহী জমিরউদ্‌দীন মোল্লার স্মরণে)

মিয়াজান কবীর

জেপি ওয়াইজ নামে ছিল যে এক অত্যাচারী নীলকর,
নীলচাষে ধূসরিত করেছিল ধলেশ্বরীর চর!
নীলকুঠিতে কাজ করে শ্রমিকরা সন্ধ্যায় পেত ছুটি,
হাড়ভাঙা শ্রমের বিনিময়ে পেত না একখান রুটি।
নীলচাষে নীলকণ্ঠ বরণ করেছিল বাংলার চাষি,
নীলের শাপে মলিন হয়েছিল তাদের মুখের হাসি।
নীলকরের বিরুদ্ধে জমিরউদ্‌দীন মোল্লা দাঁড়ালেন রুখে,
সিঙ্গাইরের সিংহপুরুষ তেজোদ্দীপ্ত সাহস তাঁর বুকে।
জমিরউদ্‌দীন মোল্লা বাড়িয়ে দিলেন প্রতিবাদী হাত,
প্রতিবাদের দাবানলে নীল কুঠিয়াল হলো সম্পাত!
জমিরউদ্‌দীন মোল্লা নীলবিদ্রোহী ইরতার দামাল সন্তান,
মানুষের মুখে মুখে আজও শুনি তাঁর জয়গান।

হে কবিতা হে জীবন থাকো কষ্ট-বুকে

সৈয়দ শাহরিয়ার

হে কবিতা হে জীবন তুমি থাক–
কষ্ট বুকে অমিত শ্বাস-প্রশ্বাসে
ঘন বুক ব্যথা চলে যাক, কবিতার কষ্ট
থাক বেঁচে থাক
অদেখায়।

সময় এখন

শাহরিয়ার নূরী

হে কবিতা বাজে জীবন সঙ্গী নাকি হৃদয়ে,
ধরব কেমন করে
আমি তো চলার পথে
বুঝতে পারছি ঢেউ বিশাল বহরে
উত্তাল সাগর ধ্বনি
তলিয়ে দেবে পৃথিবী
ব্যাকুল গতিতে
সময় এখন
আদিম পৃথিবী গড়বার...

বিচ্ছিন্নতা বটে

রাবেয়া নূর

আগের মতোই থাকে আকাশ জমিন
তবুও বদলে যায় জীবনের ধারা
হয়ত আগের মতো হবে সামনে কোনোদিন
ক'দিন যাক পহেলা ধাক্কা শেষ হোক,
মানুষের কি হবে সেদিন
ঠেলাঠেলি করে বাসে ওঠা
এই এক গজ ব্যবধান রেখে চলা
না চেয়েও আজ
একি কবি তোমার প্রার্থিত বিচ্ছিন্নতা এল!

মায়ের নাম রেনুআরা

দেলওয়ার বিন রশিদ

মায়ের নাম রেনুআরা
কষ্ট যে হয় মাকে ছাড়া
মায়ের নামে ফুলের ঘ্রাণ
সে ঘ্রাণে জুড়ায় প্রাণ
মায়ের নামে মধু আছে
সুখের চাবি মায়ের কাছে
মায়ের আঁচল শীতল ছায়া
মায়ের বুকে অশেষ মায়া
স্বপ্ন আশা জীবনজুড়ে
সবই গাঁথা মায়ের সুরে
মায়ের দোয়ায় পথ চলি
বিপদ বাধা পায়ে ঠেলি
মায়ের কথা মনে হলে
ভিজে দুচোখ লোনা জলে
ভাল্লাগেনা মাকে ছাড়া
মায়ের নাম রেনুআরা।

বৈশাখি ধুলো

ইমরুল কায়েস

তালুকদার বাড়ির পুরোনো ব্রিজ। লাল রঙের ইট সুড়কির পুরোনো ইংরেজ আমলের দুটি ব্রিজ পাশাপাশি যেন নীরবে নিভৃতে হাত পাঁচেক দূরত্বে একই মায়ের দুই সহোদর। ইটের ফাঁক খুঁজে খুঁজে চরম বিদ্রোহ প্রকাশ করে পাকুড় গাছের অনেক চারা বের হয়েছে। মাটির অভাব থাকলেও ব্রিজের নিচের খালের পানি আর ইটের রসদ পেয়ে কয়েকটির শেকড় আবার নাচের তালের মুদ্রার মতো এঁকেবেঁকে পানির দিকে এগিয়ে গেছে। ব্রিজ দুটিকে নিয়ে গ্রামে নানান উপকথা, গল্প; সেই পাকুড় গাছের লেজের মতো আরো বিস্তৃত ঘটনা রটিয়েছে। এক বাড়ির সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি থেকে পাঁচ বছরের শিশু পর্যন্ত জানে ব্রিজে ভূতের ইতিহাস আছে। ভূতুড়ে এই ব্রিজ দুটোর কাহিনি শুনতে সোহেল রানা আর তার ছোটো ভাই সাকিবের কৌতূহলের অন্ত নেই।

তালুকদার বাড়ির পুরোনো আমলের লম্বা লম্বা ইটের বাড়ির সামনে লাগোয়া খালটি সাপের মতো লেজ মেলিয়ে ঘাঘট নদীতে মিলেছে। খালের ওপারে অনেকদিন পরে থাকা ধানিজমি এখন বিস্তীর্ণ সবুজ ঘাসের মাঠ। প্রত্যেকবার এই মাঠে চৈত্রের শেষ থেকে শুরু হয় বৈশাখি মেলার আয়োজন। তালুকদারদের পূর্ব বংশ থেকে বর্তমান বংশধর পর্যন্ত রংপুর, গাইবান্ধা কোর্টের পেশকার থেকে যত কেরানি, সবাই জানে এই মাঠের মামলার ১০০ বছরের ধারাবাহিক উপন্যাস। এখন মাঠের একক মালিকানা কারো নেই। মাঠের মালিকানার মামলায় দু'দলের মধ্য থেকে কয়েকজন আর স্থানীয় মেম্বারসহ মুরুব্বি মিলে বৈশাখি মেলার কমিটি করা হয়। বৈশাখি মেলার জন্য মাঠটি গত ৩০ বছর ধরে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ঐতিহাসিক তালুকদারি এই মাঠের বৈশাখি মেলায় যেতে হলে সেই ভূতুড়ে ব্রিজ পার হয়ে যেতে হয়। সোহেলের ভূতের গল্প শুনলে তেমন গা শির শির করে না। শুনলে মজা লাগে, কল্পনায় ডুব দিতে তার বুঝ বয়স থেকে ভালো লাগে। দুই ভাইয়ের মধ্যে সোহেল পাড়া ঘোরায় পটু, যেখানে যায় দিন কাবার তার। সাদাকালো টিভির বাংলা সিনেমা দেখা, আলিফ লায়লা দেখা, বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো এই তার কম্ম। সাকিব সোহেলের ঠিক উল্টো। সে মা পাগল ছেলে। মায়ের আচঁল তার দুনিয়ার সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। একটু খানি সন্ধ্যে হলে বড়ো ভাই সোহেলের হাত ধরে টানবে আর বলবে-'চল ভাই বাড়ি যাই। মা চিন্তা করবে, ডাকাডাকি করবে'।

ফলে, সোহেল অনেক সময় না বলে অনেক জায়গায় যেত। ছোটো ভাইটি তার একটু পর পর এসে খোঁজ নিত। যে ভাই কী করছে। মা কে গিয়ে সে খবর জানানোর পটু। সাকিব ছোটো হলেও কি হবে, তার টাকা জমানোর হাত ভালো। প্রতিবছর যত মেলা আসুক, দূর্গাপূজা, বান্নির মেলা, গাজির মেলা, চড়ক মেলা আর বৈশাখি মেলা–সব মেলার বেলায় সোহেল একই কাণ্ড করে থাকে। এমন কি মেলাগুলোর ঢোকার রাস্তার দু পাশে গামছা বিছিয়ে জুয়াড়িরা যে তিনতাস খেলার বাহারি হাঁক দেয়, সোহেল সেই তিনতাসের বদলে সাত তাসের টাকা দ্বিগুণ করার লোভে চুরি করে টাকা ধরে। প্রথমে ১০ টাকা ধরলে সে ৩০ টাকা পায়। লোভ শুরু হয়। পরের বার থেকে সব পই পই করে চলে যায়। পরনের ইংলিশ প্যান্টের সামনের ডান-বাম, পেছনের পকেট দ্রুত হাতড়িয়ে কোনো টাকাতো পায়ই না, খালি খালি পকেটের ফলস কাপড়ের ফুটোটিতে আঙুল দিতে দিতে পকেটটি টাকা না রাখার হাল করে ছাড়ে। মেলার গেট পেরুনোর আগেই সোহেলের এই ফতুর হওয়ার দশা। ভরসা থাকে তখন ওর সাথে শার্টের কোণা ধরে দাঁড়িয়ে থাকা ছোটো লক্ষ্মী সাকিব। সোহেলের টাকা মেলা ঢোকার আগেই রাস্তা অবধি ফুড়ুৎ। পরে সাকিবের টাকায় তার সমান ভাগ। সাকিব ও বড়ো ভাই পাগল মহাভারতের একনিষ্ঠ লক্ষণ। তিনতাসে ফতুর হয়ে সোহেল কানের দুই লতনি ধরে কড়া করে চিমটি কাটছে, একা একা আর জীবনে মেলায় না ঢুকে গেটে বা রাস্তার তিনতাসের গামছায় নজর দিবে না। কখনো না কোনোদিনও না।

সচিত্র বাংলাদেশ এখন
ফেসবুকে

ভিজিট করুন
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

চৈত্রের শেষ, তালুকদারদের সেই মাঠে বৈশাখি মেলার আর দুইদিন বাকি। সোহেলের মনে শত পরিকল্পনা কিভাবে সে মেলায় ঘুরঘুর করবে। মেলা কমিটির মিটিং এর- সময় সে পাশে দুই পা প্যাঁচ দিয়ে কদম গাছের সাথে পিঠ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে বড়ো তালুকদার খন্দকার বেলায়েত বাহাদুরের কথা শুনছিল, এবারের বৈশাখি মেলায় কী কী নতুন আকর্ষণ থাকবে আর বিবিসির মতো সবার আগে সে খবরটা জানাবে এই উদ্দেশ্য।

মেলা কমিটির মিটিং-এ সোহেল শোনে যে, এবারের মেলায় বিশেষ আকর্ষণ থাকছে–পুতুল নাচ, রাতে জারি গান, লাঠিখেলা, আর নাগোরদোলা। গত মেলায় দু দলের জমি নিয়ে ঝগড়া করে লাঠিখেলা হয়নি। একদল চায় যাত্রা গান আনতে আর এক দল লাঠিখেলা। পরে দু'দলের কোনটাই হয়নি। এবার থানার বড়ো বাবু দারোগা-বলরাম বসু নিজে আসবে মেলা দেখতে। তাই যাত্রা নিয়ে আসার কোন প্রস্তাব তো দূরে থাক যাত্রার য-পর্যন্ত কেউ উচ্চারণ করেনি। মনে মনে বলরাম বাবুকে ভালো লাগার মানুষ মনে হয় সোহেলের। তার সুবাদেই সে এবার লাঠিখেলার মতো মজাদার জিনিস দেখতে পাবে।

আর মাত্র একদিন বাকি। সোহেলের এই একটি রাত যেন পুরো একবছরের লম্বা রাত মনে হচ্ছে। সকাল হলে সে সবার আগে মেলার মাঠে যাবে। কোন দিকে কোন কোন জিনিসের দোকান বসল। নাগোরদোলাটা কোন দিকে বসছে, গতবারের মেলায় পুবদিকের বড়ো পুকুর পাড়ের সাথে বসেছিল এবার সেখানে বসল কিনা। পুকুর পাড়ে বসলে তো দারুণ এক মজা থাকে। সোহেল কল্পরাজ্যের রাজপুত্তুর। নাগোরদোলায় উঠলে ঘুরতে ঘুরতে যখন পুকুরের পানির উপরে ঘুরে আসে তখন কি ভালো লাগে সোহেলের তখন মনে হয় খালের বর্ষাকালের স্বচ্ছ পানির উপরে সে সাদা ধবধবে গাঙচিল। এই লোভে গত মেলায় তিনবার নাগোরদোলায় চেপেছে সোহেল। এই দিক দিয়ে আবার সাকিব খুব ভীতু। সাকিব নিচে দাঁড়িয়ে, মাথার উপর দিয়ে বড়ো ভাই বার বার ঘুরে যাচ্ছে ও একেবারে মাথার উপরে আসলে তো উপুর হয়ে দেখতে পারে না। একবার তো বড়ো ভাই দুষ্টু রামতুল্য সোহেল কেমন মজা করে দেখতে মাথা তুলতে তুলতে পেছন পাশে দড়াম করে ধানের নাড়া আলা জমিতে পরে গিয়েছিল।

রাতের উসখুসানিতে আর নানান কল্পনায় সোহেলের ঘুম আসেনি। ফজরের আজানের অপেক্ষায় কান বাদুড়ের চেয়ে বেশি খাড়া করে আছে। কখন আজান হবে। অবশেষে মাইকে- 'আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউ'...। এক লাফে বিছানা থেকে উঠে চোখ দু হাত দিয়ে ডলতে ডলতে সে খালি পায়ে মেলার মাঠ দেখার জন্যে একাই দৌড়। সোহেল দেখে মেলার মাঝে বড়ো বাঁশের মাথায় লাল কাপড়ের তিন কোনা নিশানা আর তিনটি লম্বা লম্বা মুখআলা মাইক তিনদিকে তাক করে লাগানো। বাঁশের সাথে লম্বা সুতলি দিয়ে মেলার মাঠের চারদিকে চারটি বড়ো কলা গাছ পুঁতে সেই কলা গাছের সাথে বেঁধে লাল, নীল, গোলাপি, সবুজ, হলুদ কাগজ কেটে ময়দার আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া আছে। সকালের স্নিগ্ধতায় ফাঁকা মাঠের চারদিকে ঘুরে ঘুরে বই রিভিশন দেওয়ার মতো করে আবার মুখস্থ করে সে রোদ উঠলে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। সোহেলের তাড়া করে বাড়ি আসার কারণ হলো সকালে ঘুম ভাঙলে যখন সাকিব দেখবে ভাই নাই সে বাড়ির সামনে তিন রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে– ভাই কখন আসবে, মেলার সাজগোজ নিয়ে সব শুনবে পরে দু'ভাই বাড়ি এসে পানতা ভাত শুকনা মরিচ আর ইলিশ মাছের বদলে পেঁয়াজ দিয়ে খাবে। দুপুর না গড়াতে সুন্দর করে সেজে দল বল নিয়ে মেলায় যাবে। সেই ভূতুড়ে ব্রিজের উপর দিয়ে বীরদর্পে পার হয়ে যাবে, যেন সেনাপতি তার সৈন্য নিয়ে মার্চ করতে করতে সাজ সাজ রবে যাচ্ছে...।

ছোটো ভাই সাকিবসহ পানতা ভাত খেয়ে উঠে বাড়ির বাইরে এসে অন্য ছেলে ছোকড়াদের ডেকে নিল– সোহাগ, ছবু, রুবেল, আকাশ, বজলু সমবয়সি একটু ছোটো এমন সাত জনের বহর নিয়ে সোহেল মেলার পথে আবার পা বাড়াল। চৈত্রের শেষের দিনগুলো থেকে শুরু হয় উদাসি ফাগুনের হাওয়া, মাটির রাস্তায় হাঁটু ছুঁই ছুঁই ধূলো। রোদ, সাথে বাতাসে উড়ে আসে আমের মুকুলের গুটি গুটি ফুল, জামের ফুলের ছোটো ছোটো অংশ, রাস্তার দু ধারে সব গাছে কচি কচি সবুজ পাতা। সাথে অলস করা বাতাসে রাস্তা দিয়ে হেঁটে পুরো ব্যাটেলিয়ন নিয়ে চলছে সোহেল। হাঁটতে হাঁটতে ব্রিজের কাছে এসে সবাই জোড়ে জোড়ে হেঁটে দুটো ব্রিজেই পার হয়ে মেলার গেট অবধি আসে। সোহেল দলবলের সাথে থাকায় রাস্তার পাশের সেই

তিনতাসের লোভনীয় তিনগুণ অফারে কান ও মনোযোগ দিতে পারেনি আজ। তাই দুই ভাইয়ের পকেট বেশ কড়কড়া টাকায় ভরপুর। আগের অভ্যেসের মতো ইংলিশ প্যান্টের দু'পকেটে হাত দিয়ে দেখে টাকা অক্ষত আছে। প্রথমে সবাইকে নিয়ে মেলার সব দোকান ও অন্যান্য আয়োজনগুলো একঝলক দেখে দেখে শেষ করে সোহেল। দলের নেতা হিসেবে ১০ টাকা দিয়ে কাটি লজেন্স কিনে নেয়। সাথের ছোটো বড়ো ব্যাটেলিয়নদের মাঝে একটি করে লজেন্স দেয় সে। এরপর আবার সবাই যে যার মতো মেলায় পছন্দসই দোকান ঘোরা শুরু করে। সবার এক কথা, যে দিকে যাক আর যার মন মতো ঘুড়ুক না কেন মেলার গেটের ডান পাশের খোলা জায়গায় চারদিক বাঁশ দিয়ে ঘিরে যে লাঠিখেলার মাঠ তার পাশে সবাই আসবে।

বিকাল ৫ টায় লাঠিখেলা। থানার বড়ো বাবু বলরাম বসু আসবে। বলরামের মুখের ইয়া বড়ো মোটা গোঁফ দেখে ছোকরারা মনে মুখে আস্তে আস্তে কানে মুখে বলবে– 'ছাগলের ছোটো খোপ...বলরাম বাবুর মোটা গোফ' এ একজনকে বলবে ও আর একজনকে বলবে। সাথে ছোটো ভাই সাকিব না থাকলে সোহেলের অতো চিন্তা থাকত না। একটু সন্ধ্যে হলে ওর আবার বাড়ি যেতে হবে। তাছাড়া ছোটো মানুষ ওর ভয়টাও বেশি। সবাই যে যার মতো চলে গেল। সোহেল সাকিবের কাঁধে হাত রেখে প্রথমে বাতাসা, মুড়ি, মুড়কির দোকানে যায়। সাকিবের ইচ্ছে বাতাসা মুড়কি নিবে বেশি করে মায়ের জন্যে, সাকিব ফেরিওয়ালার দোকানের দিকে হাত দেখিয়ে বলে-ভাই, চল মার জন্য আলতা, স্নো নিই। সোহেল না করে না, নিষেধ করলে পরে আবার বাড়তি কিছু টাকা সাকিবের কাছ থেকে পাবে না। আলতা স্নো, বাতাসা নিয়ে মাটির জিনিসপত্রের দোকানের দিকে চলল। দুই ভাই দুটি মাটির নকশা করা ব্যাংক কিনে আর বলে টাকা জমিয়ে একটি ছাগলের বাচ্চা কিনবে। এবার সোহেল সাকিবের হাত ধরে সোজা একটা খেলনার দোকানের দিকে নিয়ে যায়। সোহেল মেলায় আসলে কখনোই ছোটো ভাইয়ের হাত ছাড়ে না এক মিনিটের জন্য না। খেলনার দোকানে গিয়ে সোহেল দুটি টিনের সাদা পিস্তল কিনে। পিস্তলের সাথে ফোটানোর জন্য টোটা লাগে। দুই ভাই বেশি করে সবাইকে এই পিস্তল কিনতে বলছে আগেই। কেননা পরের দিন স্কুল থেকে ফিরে চোর-পুলিশ খেলতে সবার হাতে এই পিস্তল থাকা চাই।

সোহেল সাকিবকে বলে এই শোন, আজকে সব টাকা সাবাড় করা যাবে না। কালকে বিকালে তো পুতুল নাচ হবে। বাড়ির সবাই আসবে, তখন টাকা কই পাব? তাই দুই ভাই আর বেশি কিছু কেনার চেষ্টা না করে সোজা নাগরদোলার কাছে যায়। এবার সোহেল সাকিবকে বলে– তুই নিচে না থেকে চল মোর সাথে উঠবি। সাকিব কোনোমতে উঠবে না। পরে সোহেল সাকিবকে একপাশে জমির আইলে জিনিসপত্তরসহ বসিয়ে রেখে নাগরদোলায় উঠে। তিন চক্কর দিয়ে নামে। ঐ দিকে আবার লাঠিখেলার ঢাকের বারি শুরু হয়েছে। লাঠিখেলার এই এক আলাদা মজা, ঢাকের তালে খেলা চলে। বেশি থাকার ইচ্ছে থাকলেও সোহেল নাগরদোলা থেকে নেমে আসে।

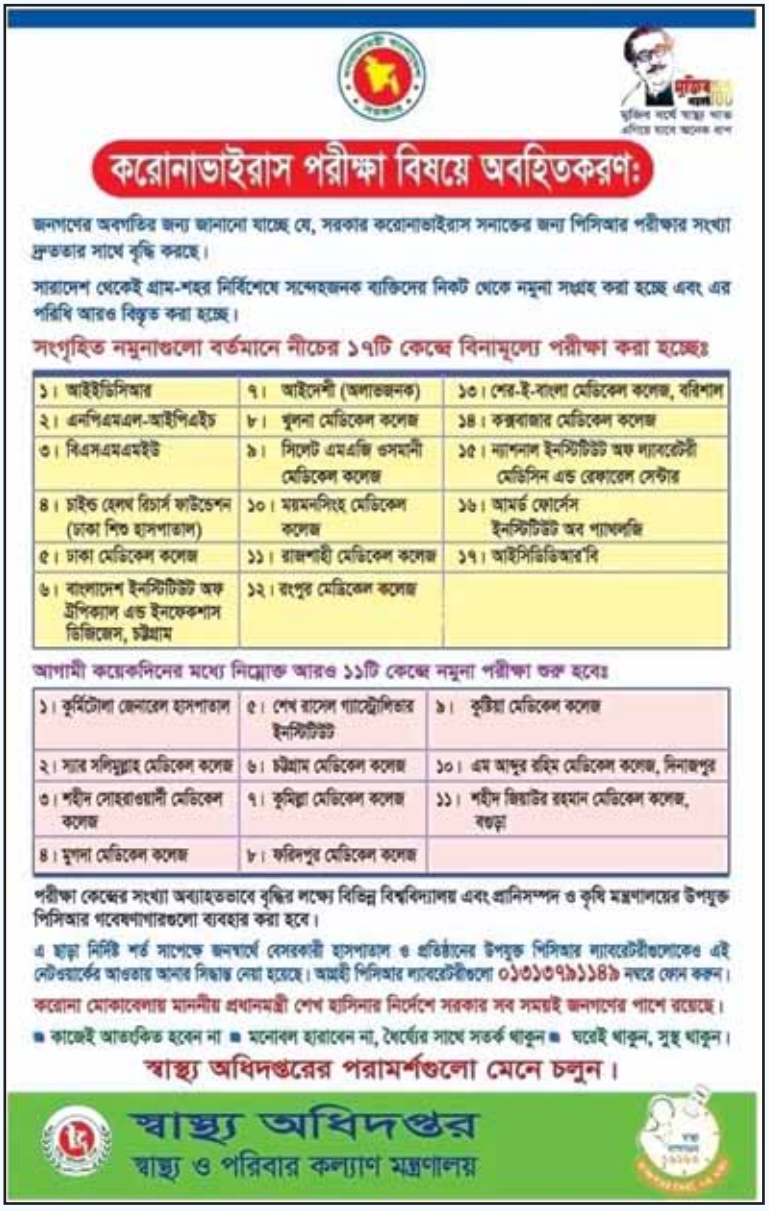

আগেই সবাইকে বলে দেওয়ার মতো জায়গায় এসে দুই ভাই দাঁড়ায়। বিকাল পাঁচটা পার হয়ে যায়। ঢাক বাজে খেলা শুরু হবে। দুই দিকে দুই দলের ৫ জন করে লাঠি হাতে সারিবদ্ধভাবে আছে। একদল সাদা ফতুয়া কোমরে লাল গামছা, সাদা ধুতি আর অন্যদল হলুদ ফতুয়া লাল ধুতি কোমরে সবুজ গামছা বেঁধে সাজ সাজ রবে দাঁড়িয়েছে। এমন সময় পূর্বদিক থেকে জোড়ে বাতাস বইতে শুরু করল। বাতাসের জোরে ফরাত ফরাত করে মেলার সামিয়ানা আর কাগজ উড়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে ধুলার কুণ্ডলী পাকিয়ে ঝড়ের মতো আসছে। সবাই এ দিক সেদিক ছোটাছুটি শুরু করল। সোহেল সাকিবের হাত ধরে মুখে চিৎকার করে সবার নাম ধরে ডাক দিয়ে দেয় এক ভোঁ দৌড়। চোখে ধুলোর ঝাপটা এসে লাগছে; আন্দাজে দৌড় আর দৌড়। সাকিব ধুলোর মধ্যে পরে যায়, সাকিবকে ধুলো থেকে তুলে-সোহেল পিঠে নিয়ে ধুলো আর অন্ধকারের মধ্যে ব্রিজ পার হয়...।

অচেনা পথ

অজন্তাদেব বর্মন

অনেক অনেকদিন হাঁটেনি সেই চেনা পথে,
বড়োই স্বাদ জাগে তার আবারো চলতে গলির পথটি ধরে।
নিজেকে নিজেই চিনতে পারেনি আজও
অবজ্ঞা হিংসা যন্ত্রণায় আক্রে আছে হৃদয়।
পশ্চিম আকাশে রক্তিম সূর্য করছে বিদ্রূপ গোধূলিবেলায়।
সব সখ আহ্লাদ যেন ফুরিয়ে গেছে
তাই জাগাতেও আসবে না জানা।
সে কি সত্যিই ভালোবাসে সুখ পাখি? তবে কেন যাতনাময়।
আজও অমবস্যার রাতে দূর উত্তাল সাগরের ঢেউয়ে ভেসে আসে প্রেমচ্ছাস।
একান্ত বিশ্বাসে হৃদয়ের বেদনায় ফিরেছে চেতনা।
যেখানে নেই হতাশা, ভালোবাসার ইচ্ছে নিয়ে আজও প্রশান্ত মনে বসে থাকা।
কোমল প্রতীক্ষা নিয়ে তাকিয়ে আছে নিরালায়,
তার কাছে হৃদয় গচ্ছিত রেখে একাকী।
অন্তরের নীরবতা যেখানে মুখরিত করে স্মৃতিবিজড়িত চোখ দুটি,
হৃদ স্পন্দন শুনতে কান পেতে রয়।
নিশান্তে গভীর শান্তি এনেছে অনুভবে।
সে যদি হারিয়ে যায় পাবে কি শান্তি?

পায় একটি দেশের অবয়ব

তাপসী নূর

ইজ্জত সম্ভ্রম যায় যুদ্ধে
শেষে পায় একটি দেশ
অথবা কখনো দু'টুকরো স্বদেশ
এক জার্মানি হারিয়ে যায়
যুদ্ধ শেষে দেখি দুটি দেশ
বেশ পরে এক দেশ আজ
ইতালি আর জাপান
যুদ্ধে হেরেছিল ওরা কেউ,
ঔপনিবেশিক শক্তির পদানত
উপমহাদেশ আর নেই
জার্মানির নারী– এগারো থেকে একান্ন
কে হারায়নি কী
এখন কোথায় বিজয়ীরা। ধুঁকছে কেন বিজয়ে।

শ্রমিক দিবস

বশিরুজ্জামান বশির

মে দিবস শ্রমিক দিবস
প্রতিবছর ঘুরে ঘুরে
দেশে আসে মে দিবস।
মে দিবসের ফান্ডগুলো
শ্রমিকের উন্নয়ন আনে
শ্রমিকেরা স্বপ্ন দেখে
নতুন দিনের আশাতে।

একটি মুজিব

প্রজীৎ ঘোষ

এই দেশে এক মুজিব ছিল সবাই তাঁকে চিনি;
বাংলাদেশের কারিগর সে জাতির পিতা তিনি।
ছোট্টবেলায় নানা গুণে গুণান্বিত ছিলেন;
এক হৃদয়ের ভালোবাসা উজাড় করে দিলেন।
আমার সেদিন পরীক্ষাটা হতো না আর দেওয়া;
মুজিব যদি আমার গাঙে না ভাসাতো খেয়া।
গাঁও গেরামের গরিব তনু স্কুলে যায় বৃষ্টি ভিজে;
মুজিব তাঁকে ছাতা দিয়ে সেই বৃষ্টিতে ভিজে নিজে।
না খেয়ে আজ দীনু মিয়া কাটায় সারাদিন;
শুনে মুজিব কেঁদে ফেলে দুঃখ সীমাহীন।
চালের বস্তা মাথায় করে দীনু মিয়ার ঘরে;
বলেন তিনি ভাত রাঁধ দীনু খাবে পেটটা ভরে।
এমনি করে ঘরে ঘরে মুজিব মুজিব নাম;
একটি নামে চেনে সবাই ভাসে সারাগ্রাম।
ধীরে ধীরে গ্রামটা ছেড়ে শহরে মুজিব এল;
তাঁর ছোঁয়াতে নীরব আকাশ মোহনীয়তা পেল।
নামের আগে 'বঙ্গবন্ধু' বাঙালি দেয় জুড়ে;
এমন মানুষ কজন মেলে সারা পৃথিবী ঘুরে।
ভাষার জন্য দেশের জন্য হলেন তিনি বন্দি;
তবু তিনি করেননি তো বৈরীর সাথে সন্ধি।
একাত্তরে তিনি হলেন জাতির কর্ণধার;
সোনার বাংলা গড়বেন তিনি স্বপ্ন বুকে তাঁর।
পাতায় পাতায় বৈরী ঘোরে নরপিশাচ শয়তান;
এক নিমিষেই ধ্বংস করে সোনার বাংলার ময়দান।
শ্রাবণ রাতে নীরব হলো মুজিব পরিবার;
রক্ত গঙ্গায় ভেসে গেল বুড়িগঙ্গার পাড়।

শতবর্ষে বঙ্গবন্ধু

রবিউল ইসলাম

হাজার লক্ষ বছর তুমি রবে অম্লান
হে বাঙালির জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
তুমি বাংলার আকাশের সূর্য
বাঙালির শক্তি ও প্রাণ
তুমি পৃথিবীর মানব সভ্যতার
এক মহৎ মহানায়ক মহাপ্রাণ
তোমার আদর্শ রবে চলমান
শতবর্ষে তোমাকে জানাই–
হৃদয়ভরা শ্রদ্ধা আর লক্ষ কোটি প্রণাম।

করোনা হতে সাবধান

মোখলেছা খাতুন

করোনা কাউকে সে ডরায় না,
রাজা প্রজা কিছুই মানে না।
'করোনা' আর মেলো না ডানা,
করে দিলাম তোকে মানা।
দেব এমনতর সাজা,
বুঝবি তখন কেমন মজা।
মানুষ মেরে করছ বড়াই,
তোর সাথে চলবে লড়াই।
বন্দি থেকে মুক্তি চাই,
ভেবেছ মানুষের বুদ্ধি নাই ?
হাত ধোব বার বার,
মাস্ক পরে যাব বার।
মানুষের ভিড়ে যাব না আর,
'করোনা' কি করবি তার ?
হাত মেলাব না কারো সাথে,
তুই ছুঁতে না পারিস যাতে।
ঋতু বদলের এই কারণে,
হাঁচি কাশি জ্বর হতেই পারে,
ভেব না 'করোনা' ধরেছে তোমারে।
ডাক্তারের পরামর্শ মানতে হবে,
গরম খাবার খেতে হবে,
'ভিটামিন সি' অভাব না রবে।
সবাই মিলে হব সচেতন,
করোনা হবে তখন অচেতন।

করোনায় বিধ্বস্ত মানবতা

মঈনুল হক চৌধুরী

উজ্জ্বল আকাশটা হঠাৎ কেমন যেন কালো মেঘে ঢেকে
মনটাতে ক্ষতের চিহ্ন এঁকে দিল–
এক অজানা ভাইরাস থমকে দিল সারা বিশ্বকে
থেমে গেল চলমান গতি
হলো সকল শুভকামনার সমাপণ।
নভেল ভাইরাস নাম তার–
এ ভাইরাসের গোপন আক্রমণে
বিশ্বজুড়ে ঝরে গেল কত তাজা প্রাণ,
চোখের জলে বুক ভাসায় স্বজনেরা–
তাকে যেন রুধিবার সাধ্য নেই কারো
অসহায় আজ বিশ্ববাসী।
করোনা থেকে বাঁচতে হলে ধুতে হবে হাত
বাইরে বেরুলে মুখে চাই মাস্ক
হাঁচি, কাশি দিতে হবে মুখ ঢেকে–
জানে না কেউ বিশ্ব থেকে করোনা বিদায় নেবে কবে
তাই সকলকে মানতে হবে সামাজিক দূরত্ব
এছাড়া নেই আর কোনো বিকল্প।
মনে তাই প্রশ্ন জাগে–করোনা ভাইরাস?
কখন হবে তোমার প্রস্থান?
তোমার ভয়াল থাবা থেকে কবে মুক্ত হবো আমরা ?
স্বপ্নের জাল বুনে দিন কাটে মানবের হৃদয়–
বুকভরে শ্বাস নিতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু পারি না
অদেখা শত্রু তুমি মিশে আছো
ভুমি আর আক্রান্ত মানবের শ্বাস- প্রশ্বাসে,
তাই আজ বিধ্বস্ত মন, বিধ্বস্ত মানবতা।

ইবাদত

রুস্তম আলী

সাহিত্য, গণিত কিংবা অন্য পাঠ পড়
হাদিস তাফশির পড়ে নসিয়াত কর।
গরিব যদিও হও কিংবা ধনবান
তথাপি জানিও অভাব প্রধান।
হালাল-হারাম বেছে যদি নাহি চলো
চাল-চালন কথা-বার্তায় মানুষ,
ব্যথা পায় যদি মনে
রোজা-নামাজ, ইবাদত করে কী ফল হবে ভবে।
আপন চরিত্র যদি সৎ নাহি হবে
লিখিয়া –পড়িয়া মান বাড়াইবে কবে।
মানুষের পিছনে যদি গিবত বলো,
মহাপাপ তবে।
মানুষের উপকারে যদি চয়ন নাহি চলে,
তজবী নিয়ে মসজিদে বসে
দ্বীনের কাজ কী সম্পূর্ণ হবে।

মা

সুষমা ফাল্গুনী

মাগো তুমি সবার উপর
সবার সেরা তুমি
তুমি ছাড়া জীবন আমার
শুধুই মরুভূমি।
তুমি যখন হাসো মাগো
ঝরে চাঁদের হাসি।
তোমার চোখের তারা যেন
জ্যোৎস্না রাশি রাশি।
তোমার কথায় আছে গো মা
অনেক সুধা মেশা
তোমার আদর ভালোবাসায়
মিটে মনের আশা।
তুমি আমার পৃথিবী মা
তুমি আমার খুশি
জনম আমার ধন্য মাগো
তোমায় ভালোবাসি।

বিধ্বস্ত হৃদয়

শাহ্ সোহাগ ফকির

অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে আমাদের হাত
বিশ্বাস হারাচ্ছে তিন ইন্দ্রিয়।
বিষ বাষ্পে ঘুরছে বায়ু মণ্ডল
নীরব যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা,
যুদ্ধ থামানোর নেই কোনো ওঝা বৌদ্য
দ্রুত ফুরাচ্ছে জীবনের পথ্য।
বিপরীত স্রোতে সময়ের গতির ধ্বংষণ
বিধ্বস্ত পৃথিবী! বিধ্বস্ত হৃদয়!!
শিখা হারাচ্ছে ধূপ,ফুরিয়ে আসছে কফিনের স্তূপ
পালাচ্ছে মাটির অন্তায় তার মাঝে স্বজন।
পালাচ্ছি আমরা দ্রুত ভয়ার্ত মুখে খুঁজতেছি ফুসরত।
বিধাতা পানি দাও মুমূর্ষ শিশু পৃথিবীর মুখে।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সাথে ১৩ই এপ্রিল ২০২০ বঙ্গভবনে বাংলাদেশ পুলিশের আইজিপি ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী বিদায়ী সাক্ষাৎ করেন–পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

সকল অশুভ-অসুন্দরের ওপর সত্য-সুন্দরের জয় হোক

অতীতের সব গ্লানি ও বিভেদ ভুলে বাংলা নববর্ষ জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমাদের ঐক্যকে আরো সুসংহত করবে। সকল অশুভ ও অসুন্দরের ওপর সত্য ও সুন্দরের জয় হোক। করোনা ভাইরাস সংকুল পরিস্থিতিতে ১৪ই এপ্রিল ২০২০ বাঙালির সর্বজনীন উৎসব 'বাংলা নববর্ষ-১৪২৭' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এভাবে সবাইকে শুভেচ্ছা জানান। বাণীতে রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন, এ বছর এমন একটা সময়ে আমরা বাংলা নববর্ষের দিনটি অতিবাহিত করছি যখন সারা বিশ্ব নভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে বিপর্যস্ত। বিশ্বব্যাপী প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এ ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে এবং মৃত্যুবরণ করছে। বাংলাদেশও আজ এ ভাইরাসের আক্রমণের শিকার। তাই এখন আমাদের সবচেয়ে বড়ো দায়িত্ব হচ্ছে দেশ ও দেশের জনগণকে করোনার ছোবল থেকে রক্ষা করা। আর এজন্য স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে চলা ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, সরকার ইতোমধ্যে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তাই আসুন আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন হয়ে করোনা মোকাবিলা করি। নিজে সতর্ক হই, অন্যকেও সতর্ক করি।

রমজানে দুস্থদের সহায়তায় এগিয়ে আসার আহ্বান

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে দেশবাসীসহ মুসলিম উম্মাহকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানিয়ে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, বছর ঘুরে বরকতময় মাহে রমজান আমাদের মাঝে সমাগত। অশেষ বরকত, মাগফিরাত ও নাজাতের এ মাস মহান আল্লাহর নৈকট্য এবং তাকওয়া অর্জনের অপূর্ব সুযোগ এনে দেয়। সংযম, আত্মশুদ্ধি ও মাগফিরাত লাভের জন্য যথাযথ মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এ মাসটি পালন করে থাকে। ২৪শে এপ্রিল ২০২০ দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। এছাড়া বাণীতে রাষ্ট্রপতি বিশ্ব মহামারি করোনা পরিস্থিতিতে সমাজের সচ্ছল জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করে দুস্থ ও দরিদ্র মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, বিশ্বব্যাপী নভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে সৃষ্ট মহামারির ফলে এ বছর পবিত্র রমজান মাস ভিন্ন প্রেক্ষাপটে পালিত হবে। এজন্যে রমজান মাসে নিজ নিজ ঘরে ইবাদত বন্দেগি করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

শ্রমিক-কর্মচারীদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার আহ্বান

শুধু করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তির জন্য নয় বরং শ্রমিক-কর্মচারীদের সার্বিক সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ২৮শে এপ্রিল জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি এই কথা বলেন। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, শোভন কর্মপরিবেশ হোক সবার'। বাণীতে রাষ্ট্রপতি বলেন, এ বছর এমন একটি দুর্যোগময় মুহূর্তে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস পালিত হচ্ছে যখন করোনা ভাইরাস সংক্রমণে সৃষ্ট মহামারির ফলে সারাবিশ্বে স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি আরো উল্লেখ করে বলেন, বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শকে সামনে রেখেই বর্তমান সরকার দেশের সকল শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৩১ দফা নির্দেশনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২রা এপ্রিল করোনা ভাইরাসের কোনো উপসর্গ দেখা দিলে জনগণকে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন এবং কোনো গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে ৩১ দফা নির্দেশনা প্রদানকালে এ আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনগণকে অবশ্য পালনীয় হিসেবে ৩১ দফা নির্দেশনাগুলো হচ্ছে–

১) করোনা ভাইরাস সম্পর্কে চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ভাইরাস সম্পর্কিত সচেতনতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে

২) লুকোচুরির দরকার নেই, করোনা ভাইরাসের উপসর্গ দেখা দিলে ডাক্তারের শরণাপন্ন হোন

৩) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) সাধারণভাবে সকলের পরার দরকার নেই। চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য পিপিই নিশ্চিত করতে হবে। এই রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত পিপিই, মাস্কসহ সকল চিকিৎসা সরঞ্জাম জীবাণুমুক্ত রাখা এবং বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে

৪) কোভিড-১৯ রোগের চিকিৎসায় নিয়োজিত সকল চিকিৎসক, নার্স, ল্যাব টেকনিশিয়ান, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, অ্যাম্বুলেন্স চালকসহ সংশ্লিষ্ঠ সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে

৫) যারা হোম কোয়ারেন্টাইনে বা আইসোলেশনে আছেন, তাদের প্রতি মানবিক আচরণ করতে হবে

৬) নিয়মিত হাত ধোয়া, মাস্ক ব্যবহার ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে

৭) নদীবেষ্টিত জেলাসমূহে নৌ-অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করতে হবে

৮) অন্যান্য রোগে আক্রান্ত রোগীদের যথাযথ স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা সেবা অব্যাহত রাখতে হবে

৯) পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা। সারা দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে

১৬) সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে। যাতে বাজার চালু থাকে

১৭) সাধারণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে

১৮) জনস্বার্থে বাংলা নববর্ষের সকল অনুষ্ঠান বন্ধ রাখতে হবে, যাতে জনসমাগম না হয়। ঘরে বসে ডিজিটাল পদ্ধতিতে নববর্ষ উদ্‌যাপন করতে হবে

১৯) স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সমাজের সকল স্তরের জনগণকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি। প্রশাসন সকলকে নিয়ে কাজ করবে

২০) সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলো জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সঙ্গে সমন্বয় করে ত্রাণ ও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন

২১) জনপ্রতিনিধি ও উপজেলা প্রশাসন ওয়ার্ডভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করে দুস্থদের মধ্যে খাবার বিতরণ করবেন।

২২) সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী যেমন: কৃষি শ্রমিক, দিনমজুর, রিকশা/ভ্যান চালক, পরিবহণ শ্রমিক, ভিক্ষুক, প্রতিবন্ধী, পথশিশু, তালাক/বিধবা নারী এবং হিজড়া সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ নজর রাখাসহ ত্রাণ সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে

২৩) প্রবীণ নাগরিক ও শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩শে এপ্রিল ২০২০ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস মহামারি মোকাবিলায় আঞ্চলিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক একশন গ্রুপের ভার্চুয়াল উদ্‌বোধনী সভায় অংশ নেন–পিআইডি

১০) আইনশৃঙ্খলা বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে। জাতীয় এ দুর্যোগে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগসহ সকল সরকারি কর্মকর্তাগণ যথাযথ ও সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছেন–এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে

১১) ত্রাণ কাজে কোনো ধরনের দুর্নীতি সহ্য করা হবে না

১২) দিনমজুর, শ্রমিক, কৃষক যেন অভুক্ত না থাকে। তাদের সাহায্য করতে হবে। খেটে খাওয়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অতিরিক্ত তালিকা তৈরি করতে হবে

১৩) সোশ্যাল সেফটিনেট কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে

১৪) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেন স্থবির না হয়, সে বিষয়ে যথাযথ নজর দিতে হবে

১৫) খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে, অধিক প্রকার ফসল উৎপাদন করতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যা যা করা দরকার করতে হবে। কোনো জমি যেন পতিত না থাকে

২৪) দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (এসওডি) যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সকল সরকারি কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি

২৫) নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন, সরবরাহ ও নিয়মিত বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া মনিটরিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন

২৬) আতঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত পণ্য ক্রয় করবেন না। খাদ্যশস্যসহ প্রয়োজনীয় সব পণ্যের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে

২৭) কৃষকগণ নিয়মিত চাষাবাদ চালিয়ে যাবেন। এক্ষেত্রে সরকারি প্রণোদনা অব্যাহত থাকবে

২৮) সকল শিল্প মালিক, ব্যবসায়ী ও ব্যক্তি পর্যায়ে নিজ নিজ শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বাড়িঘর পরিষ্কার রাখবেন

২৯) শিল্প মালিকেরা শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে উৎপাদন অব্যাহত রাখবেন

৩০) গণমাধ্যমের কর্মীরা জনসচেতনতা সৃষ্টিতে যথাযথ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের গুজব ও অসত্য তথ্য যাতে বিভ্রান্তি ছড়াতে না পারে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে

৩১) গুজব রটানো বন্ধ করতে হবে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নানা গুজব রটানো হচ্ছে। গুজবে কান দিবেন না এবং গুজবে বিচলিত হবেন না।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

তথ্যমন্ত্রী: বিশেষ প্রতিবেদন

অস্ত্রের প্রতিযোগিতা নয়, হোক মানুষকে সুরক্ষার প্রতিযোগিতা

বৈশ্বিক দুর্যোগ করোনা মহামারির মধ্যে সাংবাদিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন। সবকিছু লকডাউন হলেও গণমাধ্যম খোলা থাকে উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, এ পর্যন্ত দেশে প্রায় ৬০ জন গণমাধ্যমকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এবং আমি আমার প্রিয় বন্ধুপ্রতীম সাংবাদিক হুমায়ুন কবীর খোকনকে হারিয়েছি। ৬ই মে ঢাকার সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি-ডিআরইউ'তে ডিজইনফেকশন চেম্বার উদ্‌বোধনকালে এসব কথা বলেন তিনি।

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ৬ই মে ২০২০ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে স্থাপিত স্বয়ংক্রিয় ডিজ ইনফেকশন চেম্বার (প্রবেশদ্বার)-এর উদ্‌বোধন শেষে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

সাংবাদিকদের প্রতি গভীর মমতার কথা উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, আমি সবসময় মন্ত্রী ছিলাম না বা থাকব না, কিন্তু আমি সবসময় সাংবাদিকদের সাথে ছিলাম। বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে আমি সকল সাংবাদিকের করোনা পরীক্ষার বিশেষ ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ করেছি, তারা সে ব্যবস্থা করেছে। বিশেষ বুথের জন্যও আমি তাদের তাগাদা দেব। সেইসাথে দুস্থ সাংবাদিকদের জন্য আমরা সরকারের পক্ষ থেকে যথাসম্ভব কিছু করার চেষ্টা করছি। শিগগিরই কিছু করতে পারব বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, বিশ্বে রাষ্ট্রীয়ভাবে মেডিকেল গবেষণায় যে অর্থ ব্যয় হয়, তারচেয়ে অনেক বেশি ব্যয় হয় সামরিক খাতে। কিন্তু সমগ্র বিশ্ব আজ এক অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত, যেখানে শুধু মাস্ক, স্যানিটাইজার আর জীবাণুনাশক নিয়েই আমাদের কাজ করে যেতে হচ্ছে। আমার প্রশ্ন, এখনো কি আমরা অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় থাকব, না কি সম্মিলিতভাবে মানব সমাজের জন্য কাজ করব?' আর অস্ত্রের প্রতিযোগিতা নয়, সবাই মিলে মানুষের সুরক্ষার জন্য কাজ করাই হোক পৃথিবীর সব রাষ্ট্রের ব্রত।

তথ্যমন্ত্রী এ সময় করোনা ভাইরাসের বৈশ্বিক রূপ তুলে ধরে বলেন, এটি কোনো জাতীয় দুর্যোগ নয়, এটি বৈশ্বিক মহামারি। এ সময় মানুষ যেন হতাশাগ্রস্ত হয়ে না পড়ে, সেজন্য সাংবাদিকদের আশাব্যঞ্জক সংবাদ পরিবেশন করার আহ্বান জানান তিনি।

এ প্রসঙ্গে সরকারের কর্মতৎপরতার কথা উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় মানুষের জীবন ও জীবিকা রক্ষা, অর্থনৈতিক প্রণোদনাসহ দেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষকে সরকারি সহায়তার আওতায় এনে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছেন, তা আজ সমগ্র বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম, বিশ্বখ্যাত ম্যাগাজিন ফোর্বস এমনকি দি ইকনোমিস্ট-ও প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগের প্রশংসা করেছে।

চালু হলো টেলিমেডিসিন সেন্টার 'আপনার ডাক্তার'

করোনা মহামারির এই সময়ে আর্তমানবতার সেবায় তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসানের উদ্যোগে চালু হলো টেলিমেডিসিন সেন্টার 'আপনার ডাক্তার'। 'পাশেই আছি সারাক্ষণ'– এ স্লোগানকে ধারণ করে এ সেন্টার সংগঠনের পটভূমিতে বলা হয়েছে, আপনারা সবাই জানেন যে করোনা ভাইরাসের ভয়াল থাবা সারা পৃথিবীকে গ্রাস করেছে। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশও এই বিপদের বাইরে নয়। করোনা ভাইরাসের এই মহামারিতে নিজের জীবনের ওপর ঝুঁকি নিয়ে আমাদের দেশের চিকিৎসকেরা মানুষের জীবন রক্ষার জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। করোনার এই ভয়াল সময়ে অন্য রোগের রোগীরাও তাদের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী হাসপাতালে যেতে পারছেন না। আবার ঘরে থাকার কারণে সময়মতো চিকিৎসকের পরামর্শও নিতে পারছেন না। এমতাবস্থায় দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে কর্মরত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি পরিবার আপনাদের সেবায় টেলিমেডিসিন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সঠিক চিকিৎসা বিষয়ক পরামর্শ প্রদানের ব্রত গ্রহণ করেছেন। আপনারা সম্পূর্ণ বিনা খরচে প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তে এই চিকিৎসাসেবা যেন পান সেলক্ষ্যেই এই চিকিৎসকেরা কাজ করে যেতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

এই মহৎ উদ্যোগের সহউদ্যোক্তা প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসানের সহধর্মিণী ডা. জাহানারা আহসান, প্রধান সমন্বয়ক ডা. মোঃ আশরাফুজ্জামান সজীব, সহ-সমন্বয়ক ডা. ফাইম চৌধুরী সনি, ডা. খন্দকার মুস্তাক আদনান ও ডা. মমতাজুল হাসান শিমুল। দেশের খ্যাতনামা ৪০ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সমন্বয়ে গঠিত এ সেন্টারের সেবা পেতে ফোন করতে হবে ০৯৬১১৫৫৫২২২ নাম্বারে। সেন্টারের ফেইসবুক পেইজেও যোগাযোগ করা যাবে। টেলিমেডিসিন সেন্টার প্রসঙ্গে তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান বলেন, পৃথিবীজুড়ে চলমান করোনা মহামারি মোকাবিলায় সবাইকে স্ব স্ব অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখতে হবে। আর সে তাগিদ থেকেই এ উদ্যোগ। তিনি জানান, পরিবর্তিত চাহিদানুসারে টেলিমেডিসিন সেন্টারের সেবার পরিধি বৃদ্ধি করা হবে।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই মে ২০২০ গণভবনে সীমিত পরিসরে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন–পিআইডি

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস

২রা এপ্রিল: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস'

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস

৭ই এপ্রিল: ভয়াবহ ছোঁয়াচে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে গোটা বিশ্ব যখন হিমশিম খাচ্ছে, প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ আক্রান্ত ও মারা যাচ্ছে, সংকটপূর্ণ স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ডাক্তার, নার্স, টেকনোলজিস্টসহ স্বাস্থ্যকর্মীরা হিমশিম খাচ্ছেন, এমনই এক বৈশ্বিক দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে 'বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস' হিসেবে পালিত হয়। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'সেবিকা ও ধাত্রীদের সহায়তা করুন'

শবে বরাত

৯ই এপ্রিল: সারা দেশে ভাবগাম্ভীর্য ও যথাযথ মর্যাদায় পবিত্র শবে বরাত পালিত হয়

বাংলা বর্ষবরণ

১৪ই এপ্রিল: সারা দেশে লকডাউন থাকায় সবাই এবার ঘরে বসে ডিজিটাল বর্ষবরণের আনন্দ ভাগ করে নিয়েছে। বাইরে ছিল না কোনো প্রকার র‍্যালি বা বর্ষবরণ উৎসবের আয়োজন

বিশ্ব কণ্ঠ দিবস পালিত

১৬ই এপ্রিল: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সরকারি-বেসরকারিভাবে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব কণ্ঠ দিবস'

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালিত

১৭ই এপ্রিল: ৩১ বার তোপধ্বনি, জাতীয় সংগীতের সুরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অপর্ণের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে 'ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস' পালিত হয়। করোনা ভাইরাসের কারণে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসের কর্মসূচি সংক্ষিপ্ত করা হয়

বিশ্ব ধরিত্রী দিবস

২২শে এপ্রিল: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব ধরিত্রী দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল–'ক্লাইমেন্ট একশন'

বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস

২৫শে এপ্রিল: অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হয় 'বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস' । এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'আমিই করব ম্যালেরিয়া নির্মূল'

আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস

২৯শে এপ্রিল: সারা বিশ্বে প্রতিবছর ২৯শে এপ্রিল 'আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস' পালন করা হয়

প্রতিবেদন: আখতার শাহীমা হক

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

করোনা ভাইরাস থাকবে আরো অনেক দিন

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে বিশ্বজুড়েই নাজেহাল অবস্থা। সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে দেশে দেশে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। কিছু দেশ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আসার ইতিবাচক ইঙ্গিত পেয়ে এরই মধ্যে বিধি-নিষেধ শিথিল করতে শুরু করেছে। কিন্তু বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা সতর্ক করে বলেছে করোনার এই প্রাদুর্ভাব আরো অনেক দিন থাকবে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এবং বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান সায়েম সোবহান ১৭ই মে ২০১৩ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) আক্রান্তের চিকিৎসায় অস্থায়ীভাবে নির্মিত দেশের বৃহত্তম হাসপাতাল উদ্‌বোধন করেন

সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ২২শে এপ্রিল সংবাদ ব্রিফিংয়ে এভাবেই বিশ্ববাসীকে সতর্ক করেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মহাপরিচালক তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস। তিনি বলেন, 'কোনো ভুল করবেন না। আমাদের আরো অনেকটা পথ যেতে হবে। এই ভাইরাস আমাদের সঙ্গে আরো অনেক দিন থাকবে।'

আধানোম আরো বলেন, 'আমরা বিভিন্ন অঞ্চলে সংক্রমণের বিভিন্ন ধারা লক্ষ করছি। আবার একই অঞ্চলে একেক এলাকায় একেক ধরনও দেখা যাচ্ছে। তিনি বলেন, ঘরে থাকা, সামাজিক দূরত্বের নিয়মকানুন মেনে চলাসহ করোনা ঠেকাতে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ অনেক দেশেই সংক্রমণ ছড়ানোর হার কমিয়েছে। কিন্তু এই ভাইরাস এখানো অত্যন্ত বিপজ্জনক রয়ে গেছে। প্রাথমিক যে তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যাচ্ছে, তাতে দেখা গেছে যে, বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষই করোনার সংক্রমণের ঝুঁকিতে রয়েছে। তেদরোস আধানোম সতর্ক করে বলেন, 'করোনা মহামারির আগে বিশ্বটা যেমন ছিল তেমন আর থাকবে না।

করোনায় দেশের বাইরে বাংলাদেশিদের মৃত্যু ৮২১

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে যুক্তরাষ্ট্রে ও যুক্তরাজ্যের পর এবার মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরবেও বাংলাদেশিদের মৃত্যুর সংখ্যা ২০০ ছড়িয়েছে। ৩রা জুন পর্যন্ত দেশটিতে করোনা সংক্রমণে ২১৭ জন বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে করোনায়।

সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত গোলাম মসিহ ৩রা জুন জানান, করোনায় আক্রান্ত বাংলাদেশির সংখ্যা ১১ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। তবে সুস্থ হওয়ার হারও ভালো। প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের মধ্যে যারা আর্থিক সমস্যা ও খাবারের কষ্টে আছেন তাদের সহযোগিতা দিচ্ছে দূতাবাস। এ পর্যন্ত ১০ হাজারের বেশি প্রবাসীকে খাবারসহ অন্যান্য সহযোগিতা দেওয়া হয়েছে।

করোনায় সৌদি আরবের চেয়ে বেশি বাংলাদেশি মারা গেছেন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে। যুক্তরাষ্ট্রে ২৬৪ জন এবং যুক্তরাজ্যে ২১০ বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাতে ৪৬ জন। কুয়েতে ২৫ জন, ইত্যালিতে ৯ জন, কানাডায় ৯ জন, সুইডেন ৮ জন, কাতারে ৬ জন, ফ্রান্সে ও স্পেনে ৫ জন করে এবং বাহরাইন, মালদ্বীপ, পর্তুগাল, কেনিয়া, লিবিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও গাম্বিয়া একজন করে বাংলাদেশি মারা গেছেন।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

করোনা হাসপাতাল উদ্‌বোধন

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) আক্রান্তের চিকিৎসায় চালু হলো ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) নির্মিত দেশের বৃহত্তম হাসপাতাল ১৭ই মে ২০১৩ শয্যার হাসপাতালটি উদ্‌বোধন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এবং বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান সায়েম সোবহান। এ সময় বসুন্ধরা গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সাফওয়ান সোবহানও উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ বিপর্যয় শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং সরকারের যত দিন ব্যবহারের প্রয়োজন শেষ না হবে ততদিন বসুন্ধরা গ্রুপের পক্ষ থেকে আইসিসিবিকে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়েছে। বসুন্ধরার কাছ থেকে আইসিসিবি'র সকল স্থাপনা বুঝে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে রূপ দিতে ১২ই এপ্রিল কাজ শুরু করে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতর (এইচইডি)। জনবল নিয়োগসহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা শেষে ১৭ই মে চিকিৎসা সেবার জন্য খুলে দেওয়া হলো হাসপাতালটি। ২০১৩ শয্যার এই আইসোলেশন সেন্টারটি দেশের সবচেয়ে বড়ো আইসোলেশন সেন্টার। এছাড়া এখানে অক্সিজেন,

ভেন্টিলেশনসহ ৭১ বেডের আইসিইউ প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন। প্রয়োজন হলেই রোগীকে আইসিইউ সেবা দেওয়া যাবে।

মসজিদে আর্থিক অনুদান সরকারের

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আওতাধীন দেশের প্রতিটি জেলায় অবস্থিত সিটি করপোরেশন, পৌরসভা এলাকা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত সব মসজিদের জন্য ১২২ কোটি ২ লাখ ১৫ হাজার টাকার আর্থিক অনুদান দিয়েছে সরকার। দুই লাখ ৪৪ হাজার ৪৩টি মসজিদকে পাঁচ হাজার টাকা করে প্রদান করা হবে। ২১শে মে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের (ইফা) মহাপরিচালক আনিস মাহমুদ স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়েছে, বিশ্বব্যাপী বিরাজমান করোনা ভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব অনুসরণসহ নানা কারণে দেশের মসজিদগুলোতে মুসল্লিরা স্বাভাবিকভাবে দান করতে পারছেন না। এতে দানসহ অন্যান্য সাহায্য কমে যাওয়ায় মসজিদের আয় কমে গেছে। ফলে মসজিদের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। চিঠিতে বলা হয়, বর্তমান বিদ্যমান পরিস্থিতিতে মসজিদের আর্থিক অসচ্ছলতা দূর করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিটি মসজিদের অনুকূলে পাঁচ হাজার টাকা হারে অনুদান অনুমোদন করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি মসজিদের অনুকূলে এ অনুদান ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ, জেলা কার্যালয়ের পরিচালক, উপপরিচালকের ব্যাংক হিসেবে পাঠানো হয়।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে সেবা পৌঁছে দিতে উৎসাহিত করবে। প্রতিটি জায়গায় প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। খাবার ও স্বাস্থ্যের পর শিক্ষাসহ অনেক মৌলিক সেবায় পাঠাও যুক্ত হবে।

অনলাইনে আইওটির প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল-বিপিসি'র যৌথ উদ্যোগে ইন্টারনেট অব থিংস-আইওটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০শে মে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় বাংলাদেশে আইওটির সম্ভাবনা ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার বিভিন্ন দিক ও বাণিজ্যিক সম্ভাবনা তুলে ধরা হয়। আগামীতে অভ্যন্তরীণ বাজার সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরিতে দরকারি কাঁচামাল সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ২০শে এপ্রিল ২০২০ তাঁর সরকারি বাসভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কোভিড-১৯ ট্র্যাকারের উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

ডিজিটাল বাংলাদেশ

পাঠাও টেলিমেডিসিন সেবার উদ্‌বোধন

১৩ই মে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে 'পাঠাও টেলিমেডিসিন' সেবার উদ্‌বোধন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। তিনি বলেন, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ডিজিটাল স্বাস্থ্য সেবা গেম চেঞ্জার হিসেবে আবির্ভূত হবে। ডিজিটাল সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তথ্য সুরক্ষা ও সাইবার নিরাপত্তার দিকে গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

টেলিমেডিসিন খরচ ও ঝুঁকি কমায়। ইতোমধ্যেই প্রভা, সহজ ও পাঠাওয়ের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো টেলিমেডিসিন সেবা চালু করছে। এটা শুধু প্রযুক্তির ব্যবহারই বাড়াচ্ছে না, ঝুঁকি ও খরচও কমাবে।

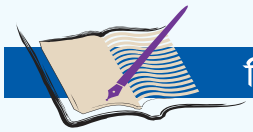

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১শে মে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সারা দেশের ১১টি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা ২০২০-এর ফলাফল প্রকাশ করেন। শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি সচিবালয় থেকে অনলাইনে পরীক্ষার ফলের সংক্ষিপ্তসার প্রধানমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করেন। এবারো সারা দেশে গড় পাসের হার ছিল ৮২.৮৭ শতাংশ। ফলাফল প্রকাশকালে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের ঘরে বসে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করার আহ্বান জানান। যারা পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি তাদের মন খারাপ না করে আবার লেখাপড়া করে যেসব বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হয়েছে, সেসব বিষয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার সুযোগ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১শে মে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

গ্রহণের আহ্বান জানান তিনি। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী করোনা ভাইরাসের কারণে দেশের অর্থনীতিতে একটি বিরাট ধাক্কা এলেও সরকার শিক্ষা খাতে যেসব সহযোগিতা দিয়ে আসছে সেগুলো বন্ধ হবে না বলে উল্লেখ করেন। তিনি কৃতকার্য হওয়া শিক্ষার্থী, তাদের অভিভাবক, শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানান।

স্নাতক ও সমমান শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি কার্যক্রমের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ই মে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে স্নাতক ও সমমান শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন।

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের প্রবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে

কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাবে সৃষ্ট বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব কাটিয়ে উঠতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বাংলাদেশি পণ্যের যুক্তরাষ্ট্রে অগ্রাধিকারযুক্ত বাজারে প্রবেশাধিকারে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বাংলাদেশে দেশটির আরো বিনিয়োগ ভালো ভূমিকা রাখতে পারে।

৩০শে এপ্রিল অর্থমন্ত্রী আ.হ.ম. মুস্তফা কামাল ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্লে রবার্ট মিলারের সঙ্গে করোনা পরিস্থিতি এবং সহযোগিতা নিয়ে টেলিফোনে আলাপ করেন। এসময় অর্থমন্ত্রী রাষ্ট্রদূতের কাছে এসব কথা তুলে ধরেন। অর্থ মন্ত্রণালয় একটি বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অর্থমন্ত্রী বলেন, করোনা ভাইরাসের কারণে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী থমকে দাঁড়িয়েছে অর্থনীতি, যা বিশ্বের সাম্প্রতিক ইতিহাসে নজিরবিহীন। এ মহামারির কারণে সব থেকে বড়ো অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর। এ মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি মানুষের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত স্বল্প আয়ের জনগণের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশি পণ্যের অন্যতম বৃহত্তম রপ্তানি বাজার উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী আ.হ.ম মুস্তফা কামাল বলেন, কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাবে সৃষ্ট বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব কাটিয়ে উঠতে যুক্তরাষ্ট্র এখন বাজার সুবিধা দিয়ে এবং আরো বিনিয়োগ করে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করতে পারে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত সহযোগিতা যেমন প্রকল্প সহায়তা, খাদ্য সহায়তা এবং পণ্য সহায়তা হিসেবে এযাবৎ ৪৬০ কোটি ডলার সহায়তার জন্য এবং কোভিড-১৯ প্রস্তুতি ও প্রতিক্রিয়ামূলক কর্মসূচিতে ৩৪ লাখ মার্কিন ডলার জরুরি সহায়তার জন্য অর্থমন্ত্রী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি ১১ই মে ২০২০ সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য অংশীদারিত্ব বিষয়ে ভারতীয় পক্ষের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

বিনিয়োগ: বিশেষ প্রতিবেদন

সামিট পাওয়ারে ১,১৯০ কোটি টাকার বিদেশি অর্থায়ন

গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান সামিট গাজীপুর-২ পাওয়ার লিমিটেড সিঙ্গাপুরের ক্লিফোর্ড ক্যাপিটাল ও জাপানের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাংক সুমিতোমো মিতসুই ব্যাংকিং করপোরেশন (এসএমবিসি) থেকে ১৪ কোটি মার্কিন ডলারের দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প অর্থায়ন পেয়েছে। এই অর্থ বাংলাদেশের প্রায় ১ হাজার ১৯০ কোটি টাকার সমান।

সামিট, ক্লিফোর্ড ও এসএমবিসি ১৫ই মে ২০২০ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে। এতে বলা হয়, এটি বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক। দেশের বেসরকারি খাতে সামিট প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে এই বিনিয়োগ পেয়েছে। আগে বিদ্যুৎ খাতে বিদেশি বিনিয়োগের পুরোটা বা অধিকাংশই ডিইজি, এফএমও, আইএফসি, এডিবি, আইএসডিবি, সিডিসি এসব আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আসত।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুর উভয় দেশে লকডাউনের পরিস্থিতিতে ২২শে এপ্রিল এই অর্থায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এই অর্থায়ন প্রক্রিয়া দ্রুত ত্বরান্বিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক চলমান লকডাউনের মধ্যে প্রয়োজনীয় অনুমোদন প্রদান করে।

সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আজিজ খান বলেন, 'কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যেও বাণিজ্যিক ঋণদাতাদের কাছে থেকে দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প অর্থায়ন পাওয়ায় আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর কাছে সামিট ও বাংলাদেশের মর্যাদা এবং সুনামের প্রতিফলন ঘটেছে। আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে আমরা উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাবো।'

ক্লিফোর্ড ক্যাপিটালের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) অদ্রা লো বলেন, 'সিঙ্গাপুরভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠান সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনালের বাংলাদেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবসা সম্প্রসারণের সহযোগী হতে পেরে ক্লিফোর্ড ক্যাপিটাল আনন্দিত। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, অর্থায়নের মাধ্যমে সিঙ্গাপুরভিত্তিক কোম্পানিগুলোকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিনিয়োগে সহায়তা করা।'

এসএমবিসির এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের স্ট্রাকচারড ফাইন্যান্স বিভাগের হেড অব পাওয়ার, রিনিউয়েবলস অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার জীন সো বলেন, 'এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতেও এমন গুরুত্বপূর্ণ লেনদেন সম্পন্ন করতে পারায় আমি পুরো দলকে অভিনন্দন জানাতে চাই। আমরা এসএমবিসি ও সামিট করপোরেশনের মধ্যে দীর্ঘ ও ফলপ্রসূ পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক প্রত্যাশা করছি।'

প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের ব্যাংক এশিয়া, সিটি ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক ও মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক ইতঃপূর্বে সামিট গাজীপুর-২ পাওয়ার প্রকল্প নির্মাণে অর্থায়ন করেছিল।

সামিট করপোরেশন ও সামিট পাওয়ার লিমিটেডের যৌথ মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান সামিট গাজীপুর-২ পাওয়ার লিমিটেড। প্রকল্পটি বাংলাদেশের বেসরকারি খাতে বৃহত্তম জ্বালানি তেল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সামিট অয়েল অ্যান্ড শিপিং কোম্পানি লিমিটেডের (এসওএসসিএল) সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি সরবরাহ চুক্তি করে এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে (বিপিডিবি) ১৫ বছরের চুক্তির আওতায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। এই প্রকল্পটি ২০১৮ সালের ১০ই মে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করে। তখন থেকেই এটি জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে আসছে।

প্রতিবেদন: উষা রানী রায়

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার

কোভিড-১৯ মহামারির বিস্তার নিয়ন্ত্রণে চলমান লকডাউনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ৫০ লাখ পরিবারকে ঈদ উপলক্ষে আড়াই হাজার টাকা করে নগদ সহায়তা দিচ্ছে সরকার। ১৪ই মে ২০২০ গণভবন থেকে সুবিধাভোগীদের মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্টে নগদ অর্থ পাঠানোর কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটাই ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল। হাতে হাতে টাকা নিতে হবে না, কারও কাছে ধার নিতে হবে না, কাউকে বলতে হবে না। টাকা সরাসরি মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে পৌঁছে যাবে।

'প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার' হিসেবে অসহায় মানুষদের এই টাকা দেওয়া হচ্ছে। এই ৫০ লাখ পরিবারের মধ্যে ১৭ লাখ পরিবারের কাছে টাকা পৌঁছে দিচ্ছে ডাক বিভাগের মোবাইল আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান 'নগদ'। প্রথম দিনেই দুই লাখ পরিবারের কাছে এই টাকা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকার ১ হাজার ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। প্রতি পরিবারে চারজন সদস্য ধরে এই নগদ সহায়তা সুবিধা পাবে প্রায় দুই কোটি মানুষ।

রিকশাচালক, ভ্যানচালক, দিনমজুর, নির্মাণ শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক, দোকান কর্মচারী, ব্যক্তি উদ্যোগে পরিচালিত বিভিন্ন ব্যবসায় কর্মরত

পরিবেশ মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন ৭ই মে ২০২০ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন-এর মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলামের নিকট করোনা দুর্গত অসহায় মানুষের মাঝে বিতরণের জন্য খাদ্যসামগ্রী হস্তান্তর করেন–পিআইডি

শ্রমিক, পোল্ট্রি খামারের শ্রমিক, পরিবহন শ্রমিক ও হকারসহ নিম্ন আয়ের নানা পেশার মানুষের মাঝে এ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

এদিকে এই টাকা যেন সবাই ঈদের আগেই পায় সেজন্য চারটি মোবাইল আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানকে নিরবচ্ছিন্ন সেবা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। তালিকাভুক্তদের কাছে নগদ ছাড়াও বিকাশ, রকেট ও শিওরক্যাশের মাধ্যমে সরাসরি এই টাকা চলে যাবে, ফলে কোনো ঝামেলা পোহাতে হবে না তাদের। টাকা পাঠানোর খরচও সরকার বহন করবে।

নগদের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি পরিবারের কাছে এই টাকা পৌঁছে দেওয়া হবে; ১৭ লাখ। বিকাশের মাধ্যমে ১৫ লাখ, রকেটের মাধ্যমে ১০ লাখ এবং শিওরক্যাশের মাধ্যমে ৮ লাখ পরিবারকে প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

কৃষি প্রণোদনা দিয়ে যাচ্ছে সরকার

কৃষি খাতে ৫ হাজার কোটি টাকা ৪ শতাংশ সুদে ঋণ প্রণোদনা ঘোষণা করেছে সরকার। এর সাথে ৯ হাজার কোটি টাকার ভরতুকি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পাশাপাশি করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে সার্বিক কৃষি খাতের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে ১৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা কৃষিঋণ ৯ শতাংশ সুদের স্থলে মাত্র ৪ শতাংশ সুদে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২রা মে টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসন আয়োজিত 'করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করণীয় ও বর্তমান পরিস্থিতি' শীর্ষক বিশেষ সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব জানান কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক।

সভায় সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে কৃষিমন্ত্রী বলেন, বোরোর বাম্পার ফলন হয়েছে। জমিতে যে ফসল আছে তা যদি সঠিকভাবে ঘরে তোলা যায় তাহলে বাংলাদেশে আগামী ৭-৮ মাসের মাধ্যে খাদ্যের কোনো ঘাটতি হবে না। বরং কিছু খাদ্য উদ্বৃত থাকতে পারে।

কৃষিমন্ত্রী আরো বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে কৃষি উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখা এবং উৎপাদন বাড়াতে ভবিষ্যতের ফসলের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আউশের জন্য বীজ ও সার প্রভৃতি প্রণোদনা বিনামূল্যে সারা দেশে কৃষকের কাছে সরবরাহ করা হয়েছে। পাটবীজ ও তিলের বীজ দেওয়া হয়েছে। গ্রীষ্মকালীন শাকসবজির জন্যও প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশানুযায়ী কৃষি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যাতে বাংলাদেশে খাদ্য সংকট না হয় বরং বিশ্বের খাদ্য সংকটেও যেন বাংলাদেশ সহযোগিতা করতে পারে সেকথাও জানান তিনি।

নজরকাড়া বেগুনি রঙের সুন্দরী ধান

দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার পুটিমারা ইউপি'র চড়ারহাটের পশ্চিম পাশে বিরামপুর-যোড়াঘাট পাকা সড়কের উত্তরধারে সবার নজর কাড়ছে বেগুনি রঙের 'সুন্দরী ধান'। চারদিকে সবুজ রঙের ইরি-বোরো ধান। বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে বোরো ধানের ক্ষেত ধারণ করেছে সোনালি রং। কিন্তু এগুলোকে ছাপিয়ে কৃষক আবদুল হাকিমের সুন্দরী ধান নজর কাড়ছে সবার। তার ধান চাষ দেখে আগ্রহী হয়ে উঠছেন অনেক চাষি সুন্দরী ধান চাষে। বেগুনি রঙের নতুন জাতের সুন্দরী ধানের হয়েছে ব্যাপক ফলন। গত মৌসুমে প্রতি কেজি ধান বীজ ১ হাজার টাকায় বিক্রি করেছেন আবদুল হাকিম। এবার তিনি আশা করছেন বিঘায় ৩০ মণ ধান পাবেন।

২৯শে এপ্রিল হাওড়ে ধানকাটা পরিদর্শন করেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

করোনা মোকাবিলায় প্রশংসনীয় নারী নেতৃত্বের তালিকায় শেখ হাসিনা

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় প্রশংসনীয় পদক্ষেপের জন্য ইতোমধ্যে সুনাম কুড়িয়েছে বিশ্বের বেশ কয়েকটি নারী নেতৃত্বাধীন দেশ। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের নামও রয়েছে। তাইওয়ান, জার্মানি, নিউজিল্যান্ডের মতো বাংলাদেশ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে করোনা মোকাবিলায় কিছু আগাম উদ্যোগ গ্রহণের ফলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় মৃত্যুহার অনেক কম রয়েছে। সম্প্রতি সিএনএন ও ফোর্বস-এর নিবন্ধে এ তথ্য উঠে এসেছে।

২২শে এপ্রিল অনলাইনে প্রকাশিত ফোর্বস-এর নিবন্ধে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় শেখ হাসিনাসহ আটটি দেশের নারী নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা হয়। এতে শেখ হাসিনা সম্পর্কে বলা হয়, দেশের সবচেয়ে বেশি সময়ের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে চীন থেকে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছেন, মার্চ মাসের শুরুর দিকে প্রথম করোনা ভাইরাস আক্রান্ত শনাক্ত হওয়ার পর তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ এবং জরুরি প্রয়োজন ছাড়া সব ব্যাবসা-বাণিজ্য অনলাইনে পরিচালনার নির্দেশ দেন। পরে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলোতে স্ক্রিনিং ডিভাইস বসানো হয়, যাতে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ বহনকারীদের শনাক্ত করা যায়। এর মাধ্যমে প্রায় সাড়ে ছয় লাখ মানুষের স্ক্রিনিং হয়। এদের মধ্যে ৩৭ হাজার ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হয়েছে। যে উদ্যোগ এখনো বাস্তবায়ন করছে যুক্তরাজ্য।

১০ গরবিনী মায়ের নাম ঘোষণা

সমাজের নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ১০ জন গরবিনী মায়ের নাম ঘোষণা করেছে ইউনিভার্সেল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। ১০ই মে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ নামগুলো ঘোষণা করা হয়। তাঁরা হলেন– রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব সেলিম রেজার মা বেগম রৌশন আক্তার বানু, ডিএমপি কমিশনার মোহা. শফিকুল ইসলামের মা সুফিয়া বেগম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মজিব উদ্দিন আহমদের মা লুৎফা আহমদ, বাংলাদেশ প্রতিদিন সম্পাদক নঈম নিজামের মা ফাতেমা বেগম, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের লাইন ডিরেক্টর মোহাম্মদ শরীফের মা খোজেস্তা আক্তার, কণ্ঠশিল্পী পার্থ বড়ুয়ার মা আভা বড়ুয়া, অভিনেত্রী দিলারার মা সুফিয়া বেগম, অভিনেতা আরিফিন শুভর মা খাইরুন নাহার, ক্রিকেটার আকবরের মা সাহিদা বেগম ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রকেট বিজ্ঞানী হাসান সাদ ইফতির মা সেলিনা সুলতানা। ২০১৪ সাল থেকে মা দিবস উপলক্ষে এই বিশেষ সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করে আসছে ইউনিভার্সেল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (সাবেক আয়েশা মেমোরিয়াল হাসপাতাল)। শুরুতে ৫ জন মাকে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। পরে প্রতিবছর ১০ জনকে এই সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

বিদ্যুৎ: বিশেষ প্রতিবেদন

মুজিববর্ষ উপলক্ষে শতভাগ বিদ্যুতায়ন

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে সরকার শতভাগ বিদ্যুতায়নের দিকে যাচ্ছে। মুজিববর্ষে বাংলাদেশের জনগণের এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষ থেকে এটাই সবচেয়ে বড়ো উপহার।

রাজধানীর খিলক্ষেত পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের জেনারেল ম্যানেজার সম্মেলনের প্রথম দিনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী বলেন, শতভাগ বিদ্যুতায়নের সবচেয়ে বড়ো সফলতা বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের জুনের মধ্যে দেশের শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হবে। অফগ্রিড এলাকায় অন্তত ডিসেম্বরের মধ্যে বিদ্যুতের আওতায় আনা হবে।

তিনি আরো বলেন, বিদ্যুৎ ব্যবহারের ইনডেক্স দিয়ে সে দেশের অন্যান্য বিষয় ক্যালকুলেশন করা যায় পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ৯৮ কিলোওয়াট প্রতি ঘণ্টায় ব্যবহার করছে। বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ করতে হবে। এটাকে ১২শ থেকে ১৭শ কিলোওয়াট করতে হবে। বিদ্যুতের কারণে গ্রামের জীবনযাত্রা উন্নত হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নতি সার্কেল বিদ্যুতের ওপর নির্ভর করে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থার পাশাপাশি চিকিৎসা ও শিক্ষাব্যবস্থা উন্নত হলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

বরিশালের দুর্গম চরাঞ্চলের বিদ্যুৎ

বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার পূর্ব পাড়ের চরাঞ্চলবাসীর বিদ্যুতের দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। অবশেষে মেঘনার তলদেশ দিয়ে

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক ১৩ই মে ২০২০ ঢাকায় বিসিপিএস অডিটোরিয়ামে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারে নবনিয়োগপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে তিন কিলোমিটার বিদ্যুতের তার টেনে প্রাথমিকভাবে প্রায় ২০ হাজার গ্রাহককে বিদ্যুতের আলো আলোকিত করা হয়েছে। বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়ে প্রধান অতিথি হিসেবে বিদ্যুৎ সংযোগের উদ্‌বোধন করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য পঙ্কজ নাথ। সাংসদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০১৯ সালে সাড়ে তিনশ কিলোমিটার বিদ্যুৎ অনুমোদন করে সরকার। স্বল্প সময়ের মধ্যে হিজলা উপজেলার গৌরনদী, মেমানিয়া ও হরিনাথপুর ইউনিয়নের আংশিক এলাকায় হাটবাজারসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

করোনাযুদ্ধে যুক্ত আরো দুই হাজার চিকিৎসক ও পাঁচ হাজার নার্স

করোনা ভাইরাসে সংক্রমণের চিকিৎসার গতি বাড়াতে নতুন দুই হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, ১২ই মে ২০২০ চিকিৎসকদের কর্মস্থলে যোগ দিতে হবে। কর্মস্থলে যোগদানের পর কোভিড ১৯-এর রোগীদের সেবা নিশ্চিত করবেন নতুন নিয়োগ পাওয়া চিকিৎসকরা। এছাড়া চাকরি স্থায়ীকরণের সময় করোনাকালে চিকিৎসকদের কর্মদক্ষতা বিবেচনায় নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে এপ্রিল ২০২০ গণভবন থেকে রাজশাহী বিভাগের ৮টি জেলা প্রশাসনের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে করোনা ভাইরাসের চিকিৎসার জন্য নতুন করে আরো দুই হাজার ডাক্তার ও ছয় হাজার নার্স নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিষয় জানিয়ে বলেন, এই চিকিৎসক ও নার্সদের করোনা চিকিৎসার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

করোনা সংক্রমণের চিকিৎসায় চিকিৎসক সংকট মোকাবিলার জন্য নতুন দুই হাজার চিকিৎসক নিয়োগের প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা লক্ষ করেছি, বেশ কিছু হাসপাতালে রোগীদের সেবা দিতে গিয়ে আমাদের চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা আক্রান্ত হয়েছেন। এজন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করি এবং তাঁদের সুস্থতা কামনা করি। এ অবস্থায় যেহেতু নতুন নতুন হাসপাতাল করোনার সংক্রমণে আক্রান্ত রোগীদের জন্য প্রস্তুত করছি এবং বেশ কিছু চিকিৎসককে কোয়ারেন্টাইনে যেতে হয়েছে, তাই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে নতুন দুই হাজার চিকিৎসক এবং ছয় হাজার নার্স আমরা নিয়োগের ব্যবস্থা করছি। আশা করি, এই নিয়োগের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা আরও জোরদার হবে।'

সরকারের নির্দেশনায় করোনা ভাইরাসে সংক্রমণের চিকিৎসার গতি বাড়াতে দ্রুত দুই হাজার চিকিৎসক ও পাঁচ হাজার নার্স নিয়োগের বিষয়টি চূড়ান্ত করে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন। ৩৯তম বিসিএসের অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে এ দুই হাজার চিকিৎসককে নিয়োগ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

অন্যদিকে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সেবা পরিদপ্তরের আওতায় চার হাজার সিনিয়র স্টাফ নার্স ও ৬০০ মিডওয়াইফ নিয়োগের জন্য ২০১৭ সালে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। সে সময় পরীক্ষায় অংশ নেন ১৬ হাজার ৯০০ জন। চূড়ান্ত ফলে ১০ হাজার প্রার্থী উত্তীর্ণ হন। ২০১৮ সালের ১৯ আগস্ট তাদের মধ্য থেকে চূড়ান্তভাবে পাঁচ হাজার ১০০ জনকে নিয়োগের জন্য বাছাই করে পিএসসি। যারা তখন নিয়োগ পাননি, তাদের মধ্যে থেকে এখন পাঁচ হাজার ৫৪ জনকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করে পিএসসি।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

সারা দেশে বৃক্ষরোপণ

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সারা দেশে ২ কোটি বৃক্ষরোপণ করবে। এরই অংশ হিসেবে সারা দেশে ৩৩ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১০০টি করে মোট ৩৩ লাখ বৃক্ষরোপণ করছে। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে জাতীয় সংসদ ভবনে ১০০টি বৃক্ষরোপণ করা হয়। ১৭ই মার্চ বৃক্ষরোপণের উদ্‌বোধন করেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

সুন্দরবন বিশ্বের সম্পদ

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী

বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্লে রবার্ট মিলার বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র সুন্দরবন সুরক্ষাসহ জলবায়ু পরিবর্তনে বর্তমান সরকারের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রকল্পে ফান্ড দিচ্ছে। সুন্দরবন শুধু বাংলাদেশের নয়, বিশ্বের সম্পদ। সম্প্রতি বাগেরহাটের মোংলা উপজেলার জয়মনিরঘোলে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত কয়েকটি সংগঠনের সাথে বৈঠক শেষে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় তিনি প্রথমবারের মতো সুন্দরবনে এসে আড়াই দিন থাকার অভিজ্ঞতাকে অনন্য বলে অভিহিত করেন। মিলার বলেন, সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা আবারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি বিশ্বের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আশাব্যঞ্জক। সুন্দরবনে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, ডলফিন, চিত্রা হরিণসহ যেসব দুর্লভ প্রাণী রয়েছে, তাদের সুরক্ষায় সবারই কাজ করা উচিত। মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্লে রবার্ট মিলারের সুন্দরবন ভ্রমণে সঙ্গী ছিলেন বাংলাদেশে ইউএসএইড মিশনের পরিচালক ডেরিক ব্রাউন।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

গণপরিবহণের ভাড়া সমন্বয় করে প্রজ্ঞাপন

করোনা ভাইরাস রোগ (কোভিড-১৯)-এর বিস্তার রোধকল্পে শর্ত সাপেক্ষে সীমিত পরিসরে নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রী নিয়ে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকল্পে আন্তঃজেলা ও দূরপাল্লার, ঢাকা মহানগর ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকা এবং চট্টগ্রাম মহানগরে চলাচলকারী বাস ও মিনিবাসের সর্বোচ্চ ভাড়া পুনর্নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

আন্তঃজেলা ও দূরপাল্লার রুটে বাস ও মিনিবাস চলাচলের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ভাড়ার (প্রতি কিলোমিটার সর্বোচ্চ ১.৪২ টাকা) ৬০ শতাংশ; ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে বাস ও মিনিবাস চলাচলের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ভাড়ার (ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে চলাচলরত বাস ও মিনিবাসের সর্বোচ্চ ভাড়া প্রতি কিলোমিটার যথাক্রমে ১.৭০ টাকা ও ১.৬০ টাকা। বাস ও মিনিবাসের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ভাড়ার বিদ্যমান হার ৭ টাকা ও ৫ টাকা) ৬০ শতাংশ; ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কোঅর্ডিনেশন অথরিটি (ডিটিসিএ)-এর আওতাধীন নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ ও ঢাকা জেলার অভ্যন্তরে চলাচলকারী বাস ও মিনিবাস উভয় ক্ষেত্রে ভাড়ার হার প্রতি কিলোমিটার ১.৬০ টাকার ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

চলাচলের সময় একজন যাত্রীকে বাস, মিনিবাসের পাশাপাশি দুইটি আসনের একটি আসনে বসিয়ে অপর আসনটি অবশ্যই ফাঁকা রাখতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি অনুসারে শারীরিক ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। কোনোভাবেই সংশ্লিষ্ট মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে উল্লিখিত মোট আসন সংখ্যা অর্ধেকের বেশি যাত্রী বহন করা যাবে না এবং দাঁড়িয়ে কোনো যাত্রী বহন করা যাবে না বলে প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে। বিদ্যমান হারে প্রচলিত ভাড়ার সাথে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ভাড়া বৃদ্ধির হার যোগ করে নতুন ভাড়া নির্ধারিত হয়। এছাড়া স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক বাস ও মিনিবাস পরিচালনা করতে হবে। অনুমোদিত ভাড়ার হার করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) জনিত সংকটকালের জন্য প্রযোজ্য হবে। এ সংকট দূর হলে বিদ্যমান হারের ভাড়া পুনঃপ্রযোজ্য হবে। জনস্বার্থে জারিকৃত এ ভাড়ার হার ১লা জুন থেকে কার্যকর হবে বলে সড়ক পরিবহণ ও সেতু বিভাগের প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে।

স্বাস্থ্যবিধি সব যানবাহন ব্যবহারে প্রযোজ্য

দেশে সাধারণ ছুটি শেষে খুলেছে সব অফিস-আদালত। চালু হয়েছে গণপরিবহণও। তাই বলে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ আশঙ্কা কমে

যায়নি। কাজেই সুস্থ থাকতে যানবাহন ব্যবহারে বিশেষ কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে– ১. সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি সব ধরনের যানবাহন ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। যেমন মাস্ক পরা, সাবান-পানি দিয়ে ঘন ঘন হাত ধোয়া, নাক-মুখ-চোখ স্পর্শ না করা, হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার মানা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ইত্যাদি, ২. রেলস্টেশন, বাসস্টেশনে ওয়েটিং রুমে অন্যদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে অপেক্ষা করুন, ৩. যানবাহনে ওঠার আগে লাইনে দাঁড়ান পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রেখে। ঘরের বাইরে, বিশেষ করে জনসমাগম স্থলে থাকা অবস্থায় কোনোমতেই মাস্ক খুলবেন না, ৪. যানবাহনে ওঠার আগে হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করে নিন। এই ব্যবস্থা বাস বা যানবাহন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকেই থাকবে, ৫. যানবাহনে গাদাগাদি করে না বসে প্রতি দুই যাত্রীর মাঝে একটি আসন ফাঁকা রেখে বসুন, ৬. বারবার হাত পড়ে এমন জায়গা যেমন বাসের দরজার হাতল, সিটের সামনে রেলিং ইত্যাদি বারবার জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। এটিও যানবাহন কর্তৃপক্ষেরই করার কথা। যাত্রা শুরুর আগে বিষয়টি যাচাই করে নিন, ৭. চালক ও তার সহকারী আলাদা প্রকোষ্ঠে থাকবেন। এ ব্যবস্থা না থাকলে পলিথিন বা কাচ দিয়ে প্রকোষ্ঠ তৈরি করে তাদের আলাদা থাকার ব্যবস্থা করতে হবে, ৮. গাড়িতে একাধিক দরজা থাকলে যাত্রীরা পেছনের দরজা ব্যবহার করবেন। এতে চালক ও তার সহকারী কিছুটা নিরাপদে থাকবেন, ৯. যানবাহনের জন্য অপেক্ষার জায়গায় করোনার লক্ষণ ও স্বাস্থ্যবিধি ছবির মাধ্যমে প্রদর্শন করতে হবে। নাগরিক ও যাত্রী হিসেবে বিষয়টির খোঁজ নেওয়ার দায়িত্ব আপনারও, ১০. যানবাহনে ওঠার আগে যাত্রীদের শরীরের তাপমাত্রা মাপার ব্যবস্থা থাকতে হবে। যানবাহন কর্তৃপক্ষই এ ব্যবস্থা করবে, ১১. যাত্রা শেষে যানবাহন কর্তৃপক্ষ গাড়ির আসন, মেঝেসহ সব জায়গা ভালোভাবে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করবে।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

আট জোড়া ট্রেন চলাচল

করোনা ভাইরাস-এর কারণে সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ রেলওয়ের আট জোড়া ট্রেন ৩১শে মে থেকে চলাচল করছে। এ বিষয়ে রেলপথ মন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন ৩০শে মে রেলভবনে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। এ সকল ট্রেন করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি মোতাবেক সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নিয়মিতভাবে চলাচল করবে।

সুবর্ণ এক্সপ্রেস, চট্টগ্রাম-ঢাকা-চট্টগ্রাম; সোনার বাংলা এক্সপ্রেস, চট্টগ্রাম-ঢাকা-চট্টগ্রাম; কালনী এক্সপ্রেস, সিলেট-ঢাকা-সিলেট, পঞ্চগড় এক্সপ্রেস, বী মু সিরাজুল ইসলাম-ঢাকা-বী মু সিরাজুল ইসলাম, বনলতা এক্সপ্রেস, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-ঢাকা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ; লালমনি এক্সপ্রেস, লালমনিরহাট-ঢাকা-লালমনিরহাট; উদয়/পাহাড়িকা এক্সপ্রেস, চট্টগ্রাম-সিলেট-চট্টগ্রাম; চিত্রা এক্সপ্রেস, খুলনা-ঢাকা-খুলনার মধ্যে চলাচল করবে।

পরবর্তীতে ৩রা জুন থেকে চলবে ১১ জোড়া ট্রেন। তিস্তা এক্সপ্রেস, ঢাকা-দেওয়ানগঞ্জ বাজার-ঢাকা; বেনাপোল এক্সপ্রেস, বেনাপোল-ঢাকা-বেনাপোল; নীলসাগর এক্সপ্রেস, চিলাহাটি-ঢাকা-চিলাহাটি; রূপসা এক্সপ্রেস, খুলনা-চিলাহাটি; কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস, খুলনা-রাজশাহী-খুলনা; মধুমতি এক্সপ্রেস, রাজশাহী-গোয়ালন্দঘাট-রাজশাহী; মেঘনা এক্সপ্রেস, চাঁদপুর-চট্টগ্রাম-চাঁদপুর; কিশোরগঞ্জ এক্সপ্রেস, ঢাকা-কিশোরগঞ্জ-ঢাকা; উপকূল এক্সপ্রেস, নোয়াখালী-ঢাকা-নোয়াখালী; ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস, দেওয়ানগঞ্জ বাজার-ঢাকা-দেওয়ানগঞ্জ বাজার; কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস, কুড়িগ্রাম-ঢাকা-কুড়িগ্রামের মধ্যে চলাচল করবে।

যাত্রী সাধারণকে যেসব বিধি মেনে ট্রেনে চলাচল করতে হবে সেগুলো হলো– প্রত্যেক যাত্রী নিজেকে সুরক্ষার জন্য সচেষ্ট থাকবেন। সহযাত্রীকে সুরক্ষায় সহযোগিতা করবেন। ট্রেনের ৫০% টিকেট বিক্রি করা হবে। সকল ট্রেনের টিকেট অনলাইনে সংগ্রহ করতে হবে, কাউন্টারে টিকিট বিক্রি হবে না। যাত্রী সাধারণকে আত্যাবশ্যকীয়ভাবে মাস্ক পরিহিত অবস্থায় স্টেশন এলাকায় বা ট্রেনে প্রবেশ করতে হবে। ট্রেনের অভ্যন্তরে যাত্রীদের নির্দিষ্ট আসনে অবস্থান করতে হবে। ট্রেনের আরোহন এবং অবতরণের জন্য নির্দিষ্ট দরজা ব্যবহার করতে হবে। বর্তমান স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার লক্ষ্যে ট্রেনে খাবার সরবরাহ বন্ধ থাকবে। যাত্রার তারিখসহ ৫দিন পূর্ব থেকে টিকেট ক্রয় করা যাবে।

যাত্রীদের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানীয় সঙ্গে নিতে হবে। তাপমাত্রা পরিমাপের সুবিধার্থে যাত্রীদের ট্রেন চাড়ার কমপক্ষে ৬০ মিনিট পূর্বে স্টেশনে পৌছাতে হবে। কোনো অবস্থাতেই টিকিট ছাড়া প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করা যাবে না। দর্শনার্থী/প্ল্যাটফরম টিকেট বিক্রয় বন্ধ থাকবে। মাসিক/স্বল্প দূরত্বের যেমন: ঢাকা বিমানবন্দর, জয়দেবপুর, নরসিংদীতে কোনো ট্রেন থামবে না।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

শরীরে সরাসরি জীবাণুনাশক ছিটানো বন্ধের নির্দেশ

মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর জীবাণুনাশক সরাসরি শরীরে ছিটানো বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এপ্রিলের শুরুতে অধিদপ্তরের রোগনিয়ন্ত্রণ শাখার এক চিঠিতে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক ৫ই মে ২০২০ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে করোনায় টেকনিক্যাল কমিটির সভা ও সমসাময়িক স্বাস্থ্য বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন–পিআইডি

দেশের সব সিভিল সার্জনের কাছে পাঠানো এই নির্দেশনায় বলা হয়, বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় মানবদেহে সরাসরি জীবাণুনাশক ছিটানোর ছবিসহ প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, এসব জীবাণুনাশক তৈরিতে ব্লিচিং পাউডারের (হাইপোকোরাইড) দ্রবণ ব্যবহার করা হচ্ছে, যা মানবদেহের উন্মুক্ত অঙ্গসহ চোখ-মুখের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর, চিঠিতে বলা হয় এ ধরনের জীবাণুনাশক সরাসরি মানবদেহে ছিটানো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুযায়ী বিধিবদ্ধ নয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুসরণ করে। তাই এ ধরনের কার্যক্রম বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হলো।

চিকিৎসা না দিলে লাইসেন্স বাতিল

করোনাকালীন বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান যদি চিকিৎসা না দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকে তাহলে সরকার তাদের বিরুদ্ধে লাইসেন্স বাতিলসহ কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে। ৪ঠা এপ্রিল কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতল পরিদর্শনে গিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এ কথা বলেন।

মানসিক স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার এবং রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীরা এই চিকিৎসা দিচ্ছেন। গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে চারটি পৃথক সময়ে এই সেবা পাওয়া যাবে বলে জানানো হয়েছে। সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ০১৭৮০৮৩৯৯৪৪, ০১৯১৩৫৬৬৪৭৭, ০১৬৭৬০৯৫১৫৯, ০১৬৭৬০৯৫১৫৯, ০১৭৭৭৩৩৭০৮৯ নম্বরে এবং দুপুরে ১২টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত ০১৭১৫২৯৭৯৪৪, ০১৯১৯১৩৭৩৩১, ০১৭২৩৫৪৫৭৩১, ০১৮৪৭৪৬১৮৮৮ নম্বরে এ সেবা পাওয়া যাবে।

এছাড়া বেলা ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ০১৭২৭২০৯০৭০, ০১৫১৫৬২১৩১৭, ০১৮৪৭৬১৮৮০ নম্বরে এবং সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ০১৯১৪৩১৭৮৫৬, ০১৭৬৬৩৫৬০৯৪, ০১৭৬১৩৬২০২০, ০১৬৭৩৭১৯৮৯৪ নম্বরে মানসিক চিকিৎসা সেবা পেতে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

ধূমপায়ীদের করোনায় আক্রান্তের ঝুঁকি ১৪ গুণ বেশি

'ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, 'ধূমপান মৃত্যু ঘটায়;', 'ধূপমান হৃদরোগের কারণ; 'ধূমপানের কারণে স্ট্রোক হয়'– এই সমস্ত

'শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম'

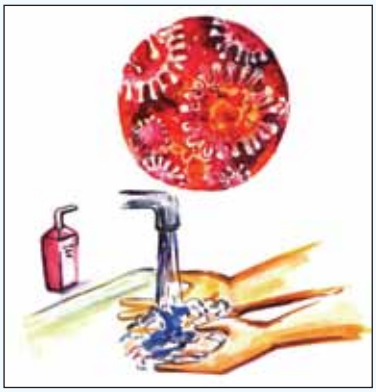

করোনা ভাইরাস সংক্রমন প্রতিরোধে
বারবার জীবাণুনাশক বা সাবান
অথবা হ্যান্ডওয়াস দিয়ে
হাত ধোয়া উচিত।

পিআইডি

সতর্কীকরণ সিগারেটের প্যাকেটে লেখা থাকা সত্ত্বেও প্রতিনিয়ত এই প্যাকেটগুলো বিক্রি হচ্ছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ এগুলো সেবন করছেন। ধূমপান করার কারণে তারা ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন। শুধু তাই নয় তারা পরোক্ষভাবে সাধারণ অধূমপায়ী মানুষদেরও ক্ষতি করছেন।

বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে বিশ্বজুড়ে বিরাজ করছে মহামারিতে আক্রান্ত হওয়ার আতঙ্ক। করোনা ভাইরাসের কোনো ভ্যাকসিন এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। একে প্রতিরোধ করার একমাত্র উপায় ইমিউন সিস্টেম।

প্রতিদিনই বাড়ছে বিশ্বজুড়ে করোনা রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা। এমন পরিস্থিতিতে তামাক পণ্যের বিক্রয় সীমিত করলে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকি হ্রাসের পাশাপাশি মৃত্যু ঝুঁকিও এড়াতে পারবেন ধূমপায়ীরা। বিশেজ্ঞরা মত দিয়েছেন, সাধারণ মানুষের তুলনায় ধূমপায়ীদের করোনায় আক্রান্তের ঝুঁকি ১৪ গুণ বেশি। তাই ধূমপান ছেড়ে দিতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ধূমপান ফুসফুস রোগের কারণ। ধূমপান ফুসফুস ও হৃদপিণ্ডের কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেয়। এতেই মৃত্যুঝুঁকি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। করোনা ভাইরাসের প্রাথমিক উপসর্গ হলো– হালকা জ্বর, সর্দি ও কাশি তবে এটি ফুসফুসকে আক্রমণ করে বসলে ঝুঁকি রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আপনার ফুসফুস এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষতি করছে ধূমপান। এটি আপনাকে Covid-19 সংক্রমণের জন্য আরো ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে। সুস্বাস্থ্য এবং নিরাপদ জীবনের জন্য ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার এখনই উপযুক্ত সময়।

অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব নিউ সাউথ ওয়েলস'র কিরবি ইনস্টিটিউটের বায়োসিকিউরিটি বিভাগের প্রধান রেইনা মকন্টায়ার বলেন, যাদের ফুসফুসজনিত সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য এই ভাইরাস খুবই নির্দয়।

ধূমপায়ীদের শরীরে মুহূর্তে কামড় বসাতে পারে কোভিড-১৯। তাদের আক্রান্ত হবার আশঙ্কা রয়েছে এ সতর্কবাণী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা শুরু থেকেই বলে আসছে। তাই বিশ্ব জোড়া করোনা আক্রান্তের পরিসংখ্যানও বলছে আক্রান্তরা বেশিরভাগই ধূমপায়ী।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

১৫৯ বছরে অন্য এক ২৫শে বৈশাখ

২৫শে বৈশাখ। বাংলা সাহিত্যের মহীরুহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৯তম জন্মদিন। বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ। ইংরেজি ১৮৬১ সালের ৭ই মে কলকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রতিবছর ২৫শে বৈশাখ ভোর থেকেই শঙ্খ বেজে ওঠে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে বিশ্বভারতীয় উপাসনা প্রাঙ্গণে, তখন ধ্বনিল রে-এর সুর। সেজে ওঠে কবিগুরুর বাড়ি। দিনভর অনুষ্ঠান সূচি ফেরে মানুষের হাতে হাতে। রবীন্দ্র সদন থেকে শুরু করে পাড়ার ওলি-গলিতে, মহাসমারোহে পালিত হয় রবীন্দ্র জয়ন্তী। রবীন্দ্র সংগীত থেকে শুরু করে কবিগুরুর কবিতা, নৃত্যনাট্যে ভরে ওঠে বাংলার আকাশ-বাতাস।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ও বাঙালির অহংকার। তাঁর অসাধারণ সব সাহিত্যকর্ম দিয়ে তিনি বিস্তৃত করেছেন বাঙালির ভাব জগৎ। অসত্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠিন লড়াইয়ে, জীবন সংগ্রামের প্রতিটি ক্রান্তিকালে আমাদের পাশে থাকেন রবীন্দ্রনাথ। তাই এই করোনাকালেও রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে অনেক প্রাসঙ্গিক।

দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী পৃথক বাণী দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে মানবতাবাদী অসাম্প্রদায়িক চেতনার কবি উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেছেন, পূর্ববঙ্গ তাঁর শিল্পীসত্তা ও মানবসত্তা ঐক্য ও সম্প্রীতির আভায় সমুজ্জ্বল। ফলে সাধারণ বাঙালির দুঃখ-বেদনার কথক হিসেবে যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেয়েছি তা পূর্ববঙ্গেরই সৃষ্টি। এসবের পাশাপাশি মানুষের প্রত্যক্ষ কল্যাণ কামনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায় নিয়েও ভেবেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক বাণীতে তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বসাহিত্যের এক উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। বাংলা ও বাঙালির অহংকার। প্রতিভা ও শ্রমের যুগলবন্দি সম্মিলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসাধারণ সব সাহিত্যকর্ম দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে করেছেন ঐশ্বর্যমণ্ডিত।

এই করোনা পরিস্থিতিতে কবির জন্মদিনে উন্মুক্তভাবে কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়নি তবে সরকারি-বেসরকারিভাবে বেতার ও টেলিভিশনে রীবন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মের চিত্র তুলে ধরে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করে। এছাড়া নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

করোনায় বিপর্যস্ত বিশ্ব বিনোদন জগৎ

করোনার কারণে বিশ্ব বিনোদন জগৎ এখন চরম ক্ষতির মুখে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্তের তালিকায় রয়েছে চলচ্চিত্র শিল্প। আটকে গেছে বিনিয়োগকৃত কয়েক হাজার কোটি টাকা। অনেকে এরই মধ্যে গুণছেন ক্ষতির হিসাব। কারণ সিনেমা হল বন্ধ ও শুটিং

স্থগিত। তারকাদের অনেকেই আক্রান্ত হয়েছেন, আবার অনেকে রয়েছেন হোম কোয়ারেন্টাইনে। হলিউড ও বলিউডের সিনেমা হলগুলো সবচেয়ে বেশি আর্থিক ক্ষতির শিকার হয়েছে।

১৮ই মার্চ থেকে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত আমাদের দেশের সব সিনেমা হল বন্ধের ঘোষণা দিয়েছিলেন সিনেমা হল মালিকরা। মুক্তি পিছিয়ে গেছে বেশকিছু ছবির। যে-কোনো মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যাবে নাটক নির্মাণও। বাতিল হয়েছে বহু কনসার্ট। বিদেশে স্টেজ শোতে যাওয়া হয়নি অনেক শিল্পীর। সাধারণত এসময় গানের শিল্পীরা স্টেজ শো নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু তা আর হচ্ছে না করোনাকালীন সময়ে। এ সময়ই বিদেশ থেকে গান করার আমন্ত্রণ আসে। করোনা আতঙ্কে সেসব বন্ধ। স্টেজ শো, রেকর্ডিং নিয়ে ব্যস্ত শিল্পীরা এখন গৃহবন্দি। একইসঙ্গে বন্ধ থাকছে নাটক প্রদর্শনী, মহড়া ও এর কার্যক্রম।

টালিউডে সব বন্ধ

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে পশ্চিমবঙ্গের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি টালিউডের শুটিং বন্ধ হয়ে গেছে। টালিউডের ধারাবাহিক, সিনেমা ও রিয়েলিটি শোয়ের শুটিং ৩০শে মার্চ পর্যন্ত বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলেন টালিউডের প্রযোজক-পরিচালক ও কালকুশলীরা। পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র কেন্দ্র নন্দনে গত ১৭ই মার্চ উদ্ভূত করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে এক জরুরি সময় টালিউডের শুটিং বন্ধের সিদ্ধান্ত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের পূর্তমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের চেয়ারম্যান রাজ চক্রবর্তী, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশন পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ইমপা) সভাপতি পিয়া সেনগুপ্ত, অভিনেতা শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, পরিচালক অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায় ও অভিনেত্রী জুন মালিয়া প্রমুখ।

করোনার ধাক্কায় টালিগঞ্জের দেব, জিৎসহ একাধিক তারকার ছবির শুটিং বাতিল হয়েছে। পিছিয়েছে প্রচুর সিনেমা মুক্তি। ফলে অগ্রিম টাকা দিয়ে লোকেশন বুক করেও বাতিল হয় শুটিং। এসময় টালিউডকেও অর্থনৈতিক ধাক্কার সম্মুখীন হতে যাচ্ছে।

হলিউডেও ছবি মুক্তি বন্ধ

করোনা আতঙ্কে হলিউডে বন্ধ হয়ে গেছে নতুন ছবি মুক্তি। জেমস বন্ড সিরিজের নতুন সিনেমা 'নো টাইম টু ডাই'-এর মুক্তি সাত মাস পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'নো টাইম টু ডাই' সিনেমাটির মুক্তি ২০২০ সালের এপ্রিলের পরিবর্তে নভেম্বরে পিছিয়ে দেওয়া হয়। জেমস বন্ড সিরিজের মূল মুনাফা আসে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে। করোনা ভাইরাস বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার মধ্যে এপ্রিলে 'নো টাইম টু ডাই' মুক্তি দেওয়া নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়।

প্রতিবেদন: মিতা খান

'শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম'

গুজব নয়
সঠিক তথ্য দিয়ে
করোনাকালে
একে অন্যের পাশে থাকুন।

পিআইডি

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

করোনায় অন্যরকম বৈসাবি উৎসব

পাহাড়ের প্রাণের উৎসব, বৈসাবি উৎসব। পাহাড়-হ্রদ আর অরণ্যের শহর রাঙামাটিসহ তিন পার্বত্য জেলার পাহাড়ে বর্ষবিদায় এবং বর্ষবরণের মহান উৎসব হলো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের প্রাণের উৎসব 'বৈসাবি'। বিঝু, বৈমুক, সাংগ্রাই, বিসু এবং বিহুসহ বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিভিন্ন নামে পরিচিত এই বৈসাবি উৎসব।

কিন্তু বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের কারণে এবারের বৈসাবি উৎসবে ছিল না কোনো প্রকার আনুষ্ঠানিকতা। এবারের বৈসাবি উৎসবের উদ্‌যাপন ছিল প্রাণহীন। সকলেই সীমিত পরিসরে নিজ নিজ বাড়িতেই পরিবার পরিজনের সাথেই পালন করেছেন এই উৎসব।

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় তিন জেলা পরিষদে ৬শ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য দেওয়া হয়েছে

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি

পার্বত্য জেলার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়ার পাশাপাশি ২শ মেট্রিক টন করে মোট ৬শ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশেসিং।

রাঙামাটির ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ৩৮০ পরিবারকে হেলিকপ্টারযোগে সেনাবাহিনীর ত্রাণ বিতরণ

রাঙামাটি জেলার বিভিন্ন দুর্গম এলাকায় প্রশাসনের অনুরোধক্রমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হেলিকপ্টারে করে ৩৮০টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবারের জন্য সরাসরি ত্রাণ পৌঁছে দিয়েছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে খেটে খাওয়া দিনমজুর এবং প্রান্তিক জনগণ যেন খাদ্য সংকটে না পড়ে

সে উদ্দেশ্যে সরকার ইতোমধ্যে দেশের প্রতিটি জেলায় দুর্গত মানুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যসূচি গ্রহণ করেছে। ৭ই মে সেনাবাহিনী হেলিকপ্টারযোগে দুর্গত এলাকায় ৪,০০০ কেজি ওজনের বিভিন্ন প্রকার ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেয়। ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে ছিল চাল, ডাল, লবণ, আলু ও সাবান।

প্রতিবেদন: আসাব আহমেদ

লকডাউনে ঘরে বসে পরীক্ষা দিল শিশুরা

করোনা পরিস্থিতির কারণে বিদ্যালয় বন্ধ রয়েছে প্রায় আড়াই মাস। আটকে গেছে বিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষা। এ পরিস্থিতিতে বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। রাজশাহীর লক্ষীপুর বালিবর্ণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মো. ওমর ফারুক, তিনি প্রশ্নপত্র তৈরি করে শিক্ষার্থীদের বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দেন। নিজ দায়িত্বে ঘড়ি ধরে বাড়িতে বসে এই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়ার অনুরোধ জানান শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের।

৫ই মে থেকে শিশুরা বাড়িতে মা-বাবার তত্ত্বাবধানে এ পরীক্ষা দিতে শুরু করে। প্রাথমিকভাবে তিনি অষ্টম শ্রেণির বাংলা পরীক্ষা নেওয়া শুরু করেছেন। ৮ই মে পর্যন্ত ৬৮ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাসা থেকে উত্তরপত্র সংগ্রহ করেন। ওই শিক্ষক অষ্টম শ্রেণির বাংলা, নবম-দশম শ্রেণির ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং এবং হিসাববিজ্ঞান পড়ান। পর্যায়ক্রমে তিনি অন্যান্য শ্রেণির পরীক্ষাও নিবেন বলে জানান। এই পরীক্ষার জন্য তিনি কোনো ফি নিচ্ছেন না।

ছবি এঁকে করোনাযুদ্ধে যোগ দিল শিশু সূত্রা চাকমা

করোনাকালীন টানা দুমাসের লকডাউনে দিন এনে দিন খাওয়া দরিদ্র মানুষগুলো পড়ে মহা সমস্যায়। সকল কাজ বন্ধ থাকায় তাদের দিন কাটে অনহারে-অর্ধহারে। বাংলাদেশ সরকার যদিও রিলিফ বিতরণের ব্যবস্থা করেছে কিন্তু দেশের বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য তা পর্যাপ্ত ছিল না।

দেশের এমন পরিস্থিতিতে রাজধানীর দিয়াবাড়ির মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণির ছাত্রী সূত্রা চাকমা অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাইল। কিন্তু তার তো কোনো অর্থ নেই কী দিয়ে মানুষকে সাহায্য করবে? মাথায় এল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও সে তো ভালো প্রোট্রেট আঁকতে পারে। প্রোট্রেট বিক্রি করা যেতে পারে। যেই ভাবা সেই কাজ। ফেস বুকে ইতোমধ্যে তার বেশ পরিচিতি হয়েছে। ফেসবুকে মেয়েটি জানিয়ে দিল কেউ চাইলে তার ছবি এঁকে দেবে। এজন্য যে যা-ই দিক সেই অর্থ করোনাকালীন দুর্ভোগে থাকা মানুষদের সাহায্য করবে। তাতে বেশ সাড়া মেলে।

২৪শে এপ্রিল সূত্রা ফেসবুকে প্রথম জানায় ওর ইচ্ছের কথা। এরপর আগ্রহীরা তাদের আলোকচিত্র পাঠিয়ে দেন! তা দেখে সূত্রা তাদের

পোট্রেট এঁকে দেয়। জানা যায়, ৮ই মে পর্যন্ত তার ২৫টি প্রোট্রেট বিক্রি হয়েছে। উঠেছে ৩০ হাজার টাকা।

ছবিগুলো এখন মোবাইলে মেসেঞ্জারে পাঠিয়ে দিয়েছে সূত্রা। আর বিকাশের মাধ্যমে আগ্রীরা টাকা পাঠাচ্ছেন। গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক হলে সে ছবিগুলো বাঁধাই করে গ্রাহকের হাতে পৌঁছে দেবে বলে জানায় সূত্রা।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্বকাপের প্রাইজ মানি পেল টাইগাররা

বিশ্বকাপে প্রতি জয়ের জন্য ৪০ হাজার মার্কিন ডলার উপহার বরাদ্দ ছিল বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের জন্য। সেখানে তিনটি ম্যাচ জেতার সর্বমোট ১ লক্ষ ২০ হাজার ডলার পুরস্কার অর্জন করতে সক্ষম হয় বাংলাদেশ। এর সাথে প্রাইজ মানি মিলিয়ে মোট অর্থের পরিমাণ প্রায় দুই কোটি টাকা। ২৯শে মে 'ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ'-এর সভাপতি নাঈমুর রহমান দুর্জয় এই তথ্যটি নিশ্চিত করেন।

পেছাচ্ছে না টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

করোনা ভাইরাস মহামারির কারণে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পিছিয়ে দেওয়ার সংবাদটি সঠিক নয়। বরং নির্ধারিত সময়েই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বসবে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আসর। ২৭শে মে বার্তা সংস্থা রয়টার্স'কে একথা জানিয়েছে আইসিসি। পরে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতেও বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

এশিয়ান জুনিয়র দাবার বাছাইয়ে প্রথম বাংলাদেশি ফাহাদ

দক্ষিণ এশিয়ায় দাবায় এগিয়ে বাংলাদেশ। ২৮শে মে সেটা দেখা গেল প্রথমবারের মতো আয়োজিত এশিয়ান অনূর্ধ্ব-২০ জুনিয়র

অনলাইন দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম পর্বেও। প্রতিযোগিতার এই পর্বে অংশ নেয় বাংলাদেশের ৬ দাবাড়ু। যার মধ্যে আন্তর্জাতিক মাস্টার ফাহাদ রহমান প্রথম হয়েছে। তার সঙ্গে চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশের তাহসিন তাজওয়ার জিয়া ও নোশিন আঞ্জুম।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

'শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম'

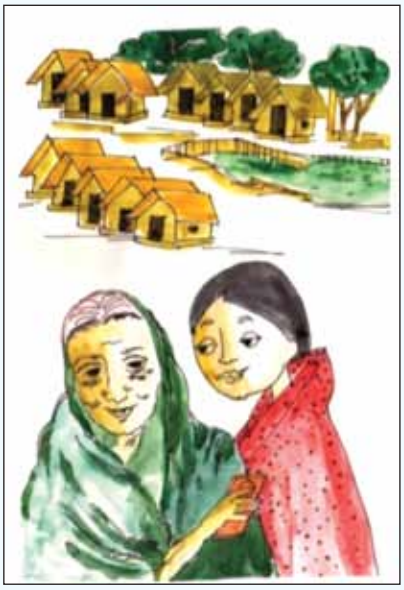

সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি অসহায়দের সহায়।

পিআইডি

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজঙ্গী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এ সকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।

না ফেরার দেশে জাতীয় অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী

আফরোজা রুমা

জাতীয় অধ্যাপক ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা জামিলুর রেজা চৌধুরী না ফেরার দেশে চলে গেলেন। ২৮শে এপ্রিল ভোর রাতে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। জামিলুর রেজা চৌধুরী ১৯৪৩ সালের ১৫ই নভেম্বর সিলেট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা প্রকৌশলী আবিদ রেজা চৌধুরী এবং মাতা হায়াতুন নেছা চৌধুরী। তিন ভাই দুই বোনের মধ্যে তিনি তৃতীয়। পিতার চাকরির সুবাদে দেশের বিভিন্ন জায়গায় তার শৈশবকাল কেটেছে। তিনি ১৯৫৭ সালে সেন্ট গ্রেগরিজ হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। এরপর ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৫৯ সালে উচ্চ মাধমিক পাস করেন। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য তিনি ভর্তি হন আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে (বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়)। ১৯৬৩ সালে তিনি প্রথম বিভাগে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেন। ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে তিনি প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন পুরকৌশল বিভাগে। এভাবেই তাঁর শিক্ষকতা জীবন শুরু হয়। ১৯৬৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসে বার্মাশেল বৃত্তি নিয়ে চলে যান ইংল্যান্ড। সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এমএসসি করেন, অ্যাডভান্স স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে। থিসিসের বিষয় ছিল, কংক্রিট বিমে ফাটল। ১৯৬৮ সালে তিনি কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন অব হাইরাইজ বিল্ডিং বিষয়ের উপর পিএইচডি করেন।

পরবর্তীতে ১৯৬৮ সালে পিএইচডি শেষ করে দেশে ফিরে তিনি আবার বুয়েটের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। এরপর ১৯৭৩ সালে সহযোগী অধ্যাপক ও ১৯৭৬ সালে অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পান। ২০০১ সাল পর্যন্ত বুয়েটে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এর মধ্যে তিনি বিভাগীয় প্রধান এবং ডিন ছিলেন। বুয়েটের কম্পিউটার সেন্টারের পরিচালক ছিলেন প্রায় ১০ বছর। ১৯৭৪-১৯৭৫ সালে কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে তিনি যুক্তরাজ্যের সারে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ছিলেন। ২০০১ সাল থেকে ২০১০ পর্যন্ত তিনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৭ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিআইটির গভর্নিং বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি টাস্কফোর্সের একজন সদস্য ছিলেন। ২০১০ সালের ২০শে অক্টোবর ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় জামিলুর রেজা চৌধুরীকে সম্মানসূচক ডক্টর অব ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি প্রদান করে। তিনি ২০১২ সালের ২রা মে থেকে আমৃত্যু ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

দেশে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জামিলুর রেজা চৌধুরীর ৭০টির বেশি প্রবন্ধ ও গবেষণাকর্ম প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে– সুউচ্চ ভবন নির্মাণ, নিম্ন-খরচের আবাসন, ভূমিকম্প সহনীয় ভবন তৈরি, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে ইমরাত রক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রকৌশল নীতিমালা ইত্যাদি। কাজের স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন অনেক পুরস্কার আর সম্মাননা। যার মধ্যে রয়েছে– একুশে পদক (২০১৭), শেলটেক পুরস্কার (২০১০), বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশন স্বর্ণপদক (১৯১৮), ড. রশিদ স্বর্ণপদক (১৯৯৭), রোটারি সিড অ্যাওয়ার্ড (২০০০), লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল (ডিস্ট্রিক-৩১৫) স্বর্ণপদক, অর্ডার অব দ্য রাইজিং সান (গোল্ড রেইস উইথ নেক রিবন) পদক– জাপান সরকারের সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক পদক (২০১৮) এবং জাইকা স্বীকৃতি পুরস্কার।

২৮শে এপ্রিল জোহর নামাজের পর জানাজা শেষে অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরীকে বনানী গোরস্থানে তাঁর বাবা-মায়ের কবরের পাশে শায়িত করা হয়। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

নবারুণ

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 40, No. 11, May 2020, Tk. 25.00

মৌসুমি ফল

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd